শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা;

৯২ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, "অবসর প্রেস" হইতে

শ্রীপঞ্চানন মিত্র কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩২১।

চিত্রকরী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—◦◦—

অশ্রুচক্র।

যোগ্যে যোগ্যে মিলন হয়, এই একটী সাধারণ প্রবাদ বাক্য আছে; কিন্তু আমরা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র এই বাক্যের স্বার্থকতা সন্দর্শন করিতে বঞ্চিত থাকি। অস্বার্থকতার প্রমাণ অনেক, তন্মধ্যে একটী দৃষ্টান্ত এই আখ্যায়িকায় পরিলক্ষিত হইল।

মহীশূররাজ্যে একজন ধনপতি বীরপুরুষ বাস করিতেন। সমরবিজ্ঞানে তাঁহার যেরূপ অধিকার ছিল, সমরক্ষেত্রেও তিনি তদনুরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার মান সম্ভ্রম, ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং সামাজিক প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল, শারীরিক সৌন্দর্য্যেও তিনি সর্ব্বজনের নয়ন মোহন করিতেন;—রূপবান পুরুষের পরিচয় দিবার সময় অনেকেই "রমণীরঞ্জন," "রমণী-মোহন" "রমণী-রমণ" ইত্যাদি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা অদ্য যে মহাপুরুষের পরিচয় দিতেছি, রূপে তিনি সাধারণ নরনারীবর্গের নয়নরঞ্জন করিতেন, ইহা বলিলেই ঠিক বলা হয়। তাঁহার অনেকগুলি নাম ছিল, কোন্ নামটী তাঁহার বংশের মর্য্যাদা সূচক, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায় নাই, সুতরাং নামের পরিবর্ত্তে কেবল পদের পরিচয় দিলাই

অগত্যা আমাদিগকে তুষ্ট থাকিতে হইল। তিনি একটী সুপ্রতিষ্ঠিত স্বাধীন রাজ্যের সেনাপতি ছিলেন। বীরপুরুষেরা প্রেমিক হন, দাতা হন, সদালাপী হন, চিরদিন এইরূপ একটা প্রসিদ্ধি আছে। ঐ সেনাপতি মহাশয় দাতা ছিলেন, প্রেমিকও ছিলেন, কিন্তু মিতব্যয়িতার প্রতি তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। বর্ষে বর্ষে প্রচুর আয় ছিল, অথচ তাঁহার জীবনান্তে প্রকাশ পায়, অমিতাচারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া তিনি ইহ সংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন! তাঁহার একমাত্র পুত্র। সেই পুত্রটীই আমাদের অাসন্দন এই আখ্যায়িকার প্রধান নায়ক; নাম শূরেশ্বর রাহু।

রাহুর চেহারা দিব্যসুন্দর। ভারতবর্ষের কবিরা পুরুষের পরমসুন্দর চেহারার উপমাস্থলে চিরদিন গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, —কামদেব আর কার্ত্তিক। আজিও এতদ্দেশের কাব্য সাহিত্য রচনায় সেই দৃষ্টান্তের অনুকৃতি দৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। বাস্তবিক পার্থিব সংসারে কেহ কখন সজীব কামদেব অথবা সজীব কার্ত্তিক দর্শন করেন নাই; প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সুনিপুণ কারিকরের গঠনে ও চিত্রপটে যাহা কিছু দর্শন;—তথাপি সেই সকল গঠনে ও চিত্রপটে যে প্রকার রূপ-সৌন্দর্য্য দর্শন করা যায়, তাহাতে রূপবর্ণনা স্থলে বিশেষ বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা থাকে না। কন্দর্পের ন্যায় সুন্দর এবং কার্ত্তিকের ন্যায় চেহারা, এই কথা বলিলেই পুরুষটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, অবিরোধে ইহাই বুঝিয়া লওয়া যায়। শূরেশ্বর রাহুর চেহারা ঠিক যেন কার্ত্তিকের তুল্য, এই কথা বলিয়াই আমরা নিস্তব্ধ থাকিতে বাধ্য হইলাম। শূরেশ্বর রাহু পরম সুন্দর যুবাপুরুষ। তাঁহার যখন বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম, সেই সময় তিনি বিদেশ ভ্রমণে কৃত-

সংকল্প হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাঁহার পিতা অন্তকালে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ইহ সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং শূরেশ্বরের রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা হয় নাই; রীতিমত কেন, গুটিকতক নাম লিখিবার অভ্যাস ভিন্ন সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার আর অন্য অভ্যাস ছিল না।

পিতা রণবিশারদ বীরপুরুষ ছিলেন, পুত্র সেই গুণের উত্তরাধিকারী হইবেন, এই বাসনা তাঁহার শৈশবাবধি হৃদয়ক্ষেত্রে বলবতী ছিল। যে সকল ক্রীড়ায় শরীর বলিষ্ঠ হয়, লক্ষ্য সন্ধানের কৌশল শিক্ষা হয়, শূরেশ্বর সেই সকল ক্রীড়া ভাল বাসিতেন। মৃগয়ায় তাঁহার অতিশয় আসক্তি ছিল, ব্যায়াম শিক্ষাতেও তিনি অনুরাগী ছিলেন। খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশশতাব্দীর অর্দ্ধাংশ অতীত হইবার পূর্ব্বে শূরেশ্বরের সংসার ক্রিয়ার আরম্ভ, ভারতের যুদ্ধবিদ্যা তখন মলিনদশা প্রাপ্ত, একথা বলাই বাহুল্য। রামায়ণ মহাভারতে সামরিক বিদ্যার যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিলে ১৮৪০।৫০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় যুদ্ধ প্রাচীন প্রাচীন যুদ্ধের ভগ্নাংশ মাত্র বিদ্যমান, শূরেশ্বর তাহা বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন; সে সময় ইউরোপীয় জাতির সমরবিজ্ঞানের অনুশীলন ও সমরক্ষেত্রে সকৌশল বীরত্ব প্রদর্শন অনেকাংশে উৎকৃষ্ট, ইহাও বুঝিয়া লইতে তাঁহার বাকী ছিল না; অতএব তিনি যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত ইয়োরোপ যাত্রা করিতে অভিলাষী হন। ইয়োরোপ যাত্রা এবং কিছুদিন ইয়োরোপে অবস্থান বহুব্যয়সাপেক্ষ; শূরেশ্বরের টাকা ছিল না, কিরূপে সেই অভিলাষ সুসিদ্ধ হয়, সর্ব্বদা তাহাই তিনি ভাবিতেন।

কেবল ইচ্ছা থাকিলেই কার্য্য হয় না, ইচ্ছার চরিতার্থতা সাধনের উপযুক্ত উপকরণ আবশ্যক, ইহা সর্ব্বকাল সর্ব্বদেশে সর্ব্বলোকের জানা শুনা আছে, তথাপি সাধিলেই সিদ্ধি, এই প্রবোধবাক্যটী সর্ব্বস্থানে সমভাবে সমাদৃত। শূরেশ্বরের পিতা একজন সুপ্রতিষ্ঠিত সেনাপতি ছিলেন, সময়ে তাঁহার প্রচুর ধনসম্পত্তি ছিল, দেশ বিদেশের অনেক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ লোকের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল, সংসার পরিত্যাগ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি দেউলিয়া হইয়াছিলেন, দূরদেশবাসী বন্ধুবান্ধবেরা সকলে সে কথা অবগত ছিলেন না, সন্ধান করিয়া শূরেশ্বর রাহু সেই প্রকারের একজন পিতৃ-বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করেন, ইয়োরোপে গমন করিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিবেন সেই অভিলাষটীও সেই বন্ধু লোকটীর নিকট ব্যক্ত করেন; মাতাপিতার একমাত্র পুত্র, পিতা জীবিত নাই, মাতা আছেন, একমাত্র পুত্রকে সমুদ্রপারে বিলাত যাত্রা করিতে অনুমতি দিতে স্নেহবতী মাতা কখনই সম্মত হইবেন না, সেই কারণে অর্থের অপ্রাপ্তি নিবন্ধন মনোরথ সিদ্ধ হইতেছে না, একথা সেই পিতৃবন্ধুকে বলেন। অনেক কথা মিথ্যা, শূরেশ্বর তাহা জানিতেন, কিন্তু যাঁহার কাছে সেই সকল মিথ্যা কথা বলিলেন, তিনি তাহা বুঝিলেন না ;—কেননা শূরেশ্বরের পিতা নির্ধন হইয়া মরিয়াছেন, তাহা তাঁহার জানা ছিল না। তিনি বুঝিলেন, মাতার হস্তে টাকা আছে, সংকল্প শ্রবণ করিলে তিনি পুত্রকে টাকা দিবেন না, গমনেও প্রতিবন্ধকতা করিবেন, মনোরথ পূরণে অকৃতকার্য্য হইয়া আশাভঙ্গে শূরেশ্বরের একটা উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া থাকিবে, ইহাই হয় ত প্রকৃত কথা।

বন্ধুটীর নাম বীরানন্দ মহাতাপ। সেই লোকটীও রাজপুতানার এক স্বাধীন রাজ্যে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তিনিও যুদ্ধ বিদ্যার পক্ষপাতী। বীর পিতার বীর পুত্র যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া যশঃগৌরবে অলঙ্কৃত হইবেন, ইহা ভাবিয়া তিনি আহ্লাদিত হইলেন, বন্ধুপুত্রের সমুদ্রযাত্রা ও বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় তিনি আহ্লাদ-পূর্ব্বক প্রদান করিবেন, সুসময় হইলে শূরেশ্বর তাহা পরিশোধ করিবেন, সুদ প্রদান করিতে হইবে না, এইরূপ কথাবার্ত্তা স্থির হইল। একমাস পরে শূরেশ্বরের সমুদ্র যাত্রা।

যদিও শূরেশ্বরের রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা হয় নাই, কিন্তু তাঁহার বেশ বুদ্ধি ছিল। কোন্ কোন্ বিষয় শিক্ষা করিলে উপকার আছে, শূরেশ্বর তাহা বুঝিতে পারিতেন। মূল উদ্দেশ্য একপ্রকার, আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য অনেক প্রকার। ইয়োরোপ খণ্ডের লোকের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি ধর্ম্ম ও সাংসারিক পদ্ধতি কি প্রকার, শূরেশ্বর তাহা দেখিয়া আসিবেন, জানিয়া আসিবেন, শিখিয়া আসিবেন, ইহাও তাঁহার মনে ছিল; সম্ভবমত সে দেশের ভাষাশিক্ষা হইতে পারিবে, ইহাও তিনি ভাবিয়া ছিলেন। পিতৃবন্ধুর ঔদার্য্যে অনেকগুলি টাকা তাঁহার হস্তে আসিয়াছিল, সমুদ্রযাত্রার অগ্রে তিনি একবার বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, বঙ্গে তখন ইংরাজের অনুগ্রহে ইংরাজী শিক্ষার মধ্যবিৎ চর্চ্চা হইতেছিল। একজন অভিভাবকহীন দরিদ্র বঙ্গসন্তানকে সুখী করিবার অঙ্গীকার করিয়া, শূরেশ্বর রাহু আপন সঙ্গে লইলেন। বঙ্গে তখন বিলাত যাত্রার এত ধুমধাম ছিল না, রাজা রামমোহন রায় এবং বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ব্যতীত আর কেহ তখন বিলাতযাত্রা করিতে সাহস করেন নাই।

মাতা পিতা অথবা অন্য কোন আত্মীয় অভিভাবক থাকিলে শূরেশ্বর হয় ত উল্লিখিত বঙ্গসন্তানটীকেও সহচররূপে প্রাপ্ত হইতেন না। কালাপাণি পার হওয়া হিন্দুগণের পক্ষে তখন শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া ভয়ের বিষয় ছিল,—জাত্যন্তর হইবার ভয় —এখনও আছে, কিন্তু ততটা নাই। পূর্ব্বোক্ত বঙ্গসন্তানের কিছু কিছু ইংরাজী জানা ছিল, তাঁহার সহায়তায় শূরেশ্বরের অনেকটা উপকার হইবে, কষ্টেসৃষ্টে সাহেব লোকের কথা বুঝিবার এবং তাঁহাদিগকে কতক কতক বুঝাইবারও সুবিধা হইতে পারিবে, এই প্রকার আশা। ঐ বঙ্গসন্তানের নাম রুদ্ররাম বক্সি।

রুদ্ররাম বক্সির সহিত জাহাজ আরোহণ করিয়া শূরেশ্বর রাহু সেই বৎসর শীতকালে বোম্বাই হইতে বিলাতযাত্রা করিলেন; যথাসময়ে ইংলণ্ডে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মুখ্য উদ্দেশ্য যাহা ছিল, তাহা সাধন করিতে আরম্ভ করিয়া, শূরেশ্বর ক্রমে ক্রমে গৌণ উদ্দেশ্যগুলিও সিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভবিষ্যৎ ফলাফল পর্য্যালোচনায় বুঝা হইয়াছে,—গৌণ উদ্দেশ্য পূরণের দিকেই শূরেশ্বরের আনুরক্তি কিছু অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল; তাহার মধ্যেও কিছু বিশেষত্ব ছিল, এইরূপ জানা হইয়াছে। বিংশতিবর্ষীয় যুবা; বঙ্গদেশে জন্ম না হইলেও ভারতের অনেক স্থানে বিংশতিবর্ষীয় যুবা পুরুষের অন্তরে প্রেমাঙ্কুর জন্মে; প্রেম পদার্থ কি, সে জ্ঞান না জন্মিলেও স্ত্রীপুরুষে প্রণয় করিতে হয়, প্রণয়ের নিমিত্ত বিবাহ করিতে হয়, মোটা মুটী এই জ্ঞানটা অনেক হৃদয়েই আবির্ভূত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে বিবাহ প্রণালী কিরূপ, পরিণীত জীবনে দম্পতীর

পরস্পর বাহ্যাভ্যন্তরীণ ব্যবহার কিরূপ, তথাকার স্ত্রীজাতির ব্যবহার কিরূপ, সাধারণতঃ পুরুষ জাতির ধর্ম্মনীতি কিরূপ, সেইগুলির প্রতি শূরেশ্বরের কিছু বেশী লক্ষ্য ছিল। চারিবৎসর ইংলণ্ডে বাস; খরচের টাকা ফুরাইয়া আসিলে সেই পিতৃবন্ধু বীরানন্দকে পত্র লিখিতেন, অকপট মিত্রতা স্মরণ করিয়া বীরানন্দও আবশ্যকমত টাকা পাঠাইয়া দিতেন, তাহাতেই শূরেশ্বরের দিব্য স্বচ্ছন্দে বিদেশের খরচপত্র চলিয়া যাইত। ঐরূপে তিন চারি কিস্তী অর্থ সাহায্য পৌঁছিয়াছিল; বিদ্যা-শিক্ষারও উন্নতি হইতেছিল; কোন বিষয়েই কোন প্রকার অভাব ছিল না।

বুদ্ধিমান লোকের একটী অভিলাষ পূর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মনোমধ্যে অন্যান্য অভিলাষের অভ্যুদয় হয়; শূরেশ্বরেরও তাহাই হইল। ইংলণ্ডে থাকিতে থাকিতে ফরাসী রাজ্য দর্শনে তিনি অভিলাষী হইলেন; সে অভিলাষ পূর্ণ হইতেও অধিক বিলম্ব হইল না। পর পর ক্রমশঃ নূতন নূতন অভিলাষ নূতন নূতন কৌতূহল। এক বৎসর ফ্রান্সে অবস্থান করিয়া ক্রমান্বয়ে রুষ, গ্রীস, ইটালী, জর্ম্মা, প্রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া ও স্পেন রাজ্য পরি-ভ্রমণ করা হইল! আকাঙ্ক্ষা যে বিদ্যুৎ গতিতে ইয়োরোপ হইতে আমেরিকায় ছুটিল; আটলাণ্টিক মহাসাগরে তরণী ভাসাইয়া শূরেশ্বর আমেরিকায় যাত্রা করিলেন।

কালীর অক্ষরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ না থাকিলেই সচরাচর মানুষেরা মানুষকে মূর্খ বলে; বাস্তবিক সে কথাটা ঠিক নহে। বিদ্যা অনেক প্রকার। শূরেশ্বর রাহু সম্ভবমত সামরিক বিদ্যা শিখিলেন, ইয়োরোপ আমেরিকার লোকের আচার ব্যবহা-

রাদিও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিলেন। এখানে পুঙ্খানুপুঙ্খ শব্দের প্রকৃত অর্থ বাহ্যাঙ্গদর্শন;—যাহা দেখা যায় না, যাহা দেখিবার নহে, শূরেশ্বর তাহা দেখিতে পাইলেন না; তথাপি যতদূর দেখিলেন, তাহাতে একপ্রকার সভ্যজগতের স্থূল স্থূল জ্ঞান তাঁহার হৃদয়-কন্দরে স্থান প্রাপ্ত হইল। ব'ক্সবংশোদ্ভব রুদ্ররাম ততদূর সূক্ষ্ম দর্শনে প্রয়াসী না থাকিলেও অনেকাংশে বহুদর্শিতা লাভ করিলেন; দেশে থাকিলে যাহা তিনি পাইতেন না, জগতের ঐ দুই মহাখণ্ড পরিদর্শন করিয়া অবলীলাক্রমে তাহা তিনি প্রাপ্ত হইলেন।

শূরেশ্বর মনে মনে এক রকম কবি হইয়াছিলেন। সমুদ্র পারের ঐ দুই মহাদেশের যথাজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি আপন হৃদয়ের নাম রাখিলেন মধুচক্র; বিন্দু বিন্দু করিয়া যে জ্ঞানাংশ সেই চক্র মধ্যে সঞ্চিত হইল, শূরেশ্বর তাহার নাম রাখিলেন মধু।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রতিমাদর্শন।

প্রায় সাত বৎসর অবসানে শূরেশ্বর স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। রুদ্ররাম তাঁহার সঙ্গে আসিলেন না। চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়নে রুদ্ররামের অনুরাগ জন্মিয়াছিল, ইংলণ্ডে অবস্থান কালে তিনি তাহা আরম্ভও করিয়াছিলেন, কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র স্থান পরিবর্তনে পাঠ সমাপ্ত করিবার সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই। আমে-

রিকায় একজন মার্কিন ভদ্রলোকের সুনয়নে পড়াতে রুদ্ররামের আকাঙ্ক্ষা ফলবতী হইবার সুযোগ হইয়াছিল, অতএব তিনি আমেরিকাতেই রহিয়া গিয়াছেন।

স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া শূরেশ্বর রায় কি কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন, তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন, কোন কার্য্যভার গ্রহণ না করিয়া জন্মভূমি দর্শন করিবেন না, এইরূপ তাঁহার প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল; এই কারণে অগ্রে মহীশূরে না গিয়া প্রায় ছয় মাস কাল বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে পর্য্যটন করিয়া ফিরিয়াছিলেন। ছয় মাস পরে সৌরাষ্ট্ররাজ্যের একটী ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার আলাপ হয়, সেই ভদ্রলোক ভারতের একটী রাজ্যে সামরিক বিভাগে সেনাদলের অধিনায়ক ছিলেন, এক যুদ্ধে আহত হইয়া সেই কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহার নাম মহীপাল মহাপাত্র। সেনাদলে তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল, অনেক ভাল ভাল লোক তাঁহাকে ভালবাসিত। শূরেশ্বরের শিষ্ট ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি এক বন্ধুর নামে অনুরোধ পত্র লিখিয়া শূরেশ্বরকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছেন। যাঁহার নিকট অনুরোধ, তিনি যত্ন পূর্ব্বক শূরেশ্বরকে আপন বাটীতে আশ্রয় দেন, শিক্ষা কতদূর হইয়াছে, তাহা অবগত হইয়া তথাকার সেনাপতির নিকটে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান; সুপারিস করিবার সময় যাহা যাহা বলিবার ব্যবহার আছে, সেনাপতিকে তাহাও বলেন; বিদ্যার পরীক্ষা লইয়া সেনাপতি তাঁহাকে আপন অধীনে এক সৈনিকের পদে নিযুক্ত করেন, প্রথম নিয়োগ বলিয়া বেতন অল্প হইয়াছিল, শূরেশ্বর তাহাতে আপত্তি করেন নাই।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে প্রথম নিয়োগ, পাছে কেহ শূরেশ্বরকে অকৃতজ্ঞ মনে করেন, ইহা ভাবিয়া একটী সূক্ষ্ম কথা এতক্ষণ আমরা প্রকাশ করি নাই; কার্য্য অন্বেষণে ছয়মাস, কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া একবৎসর, এই দেড় বৎসর অতীত হইলেও শূরেশ্বর যখন সেই সূক্ষ্ম কথাটী ভুলিয়া রহিলেন, তখন তাহা উল্লেখ না করাও ভাল হইতেছে না। রাজস্থানের সেই বীরানন্দ মহাভাপ শূরেশ্বরের অভীষ্ট সিদ্ধির মূল, দেশে ফিরিয়া অবধি দেড় বৎসরের মধ্যে শূরেশ্বর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না, একবার একখানি পত্র লিখিয়াও আপন প্রত্যাগমন বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন না; শূরেশ্বরের মনে কি ছিল, তাহাও আমরা জানিতে পারিলাম না। যাহা হউক, বিষয় কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শূরেশ্বর অতঃপর কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাই একবার দর্শন করা যাউক।

শূরেশ্বর যেখানে বাসা লইয়াছিলেন, সেস্থানটী নগরও নহে, নিতান্ত ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামও নহে; নগরের নিকটবর্ত্তী স্থান সচরাচর যেমন মধ্যবিৎ প্রকারে গুলজার হইয়া থাকে, সে স্থানটীও অনেক পরিমাণে সেইরূপ গুলজার। অনেকগুলি ধনী লোকের বাস, অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, দিব্য হাট বাজার, বসতিও অনেক, প্রান্তভাগে আট দশটী বড় বড় উদ্যান, পশ্চিমদিকে একটী প্রবাহিনী নদী, নদী-তীরে চারি পাঁচটী দেবালয় এবং পূর্ব্ব প্রথামত পাঠালয়, ঔষধালয় ও সদাব্রত প্রতিষ্ঠিত ছিল; স্থানটী শোভাময়, নয়নের তৃপ্তিকর এবং বহুলোকের পরিচিত। শূরেশ্বর একবৎসর সেইস্থানে বাস করেন। তাঁহার মাতা জীবিতা আছেন, তাঁহার নিজ মুখেই সে কথা প্রকাশ

হইয়াছিল. কিন্তু আট বৎসর দর্শন নাই, জননীকে দেখিবার নিমিত্ত শুরেশ্বরের চিত্ত চঞ্চল হইয়াছিল কি না। তাহা কেহ বুঝিতে পারে নাই ; কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াও—কার্য্যে অবকাশ প্রাপ্ত হইলেও, একবারও তিনি মহীশূরে যান নাই। বিংশতি বর্ষ বয়সে তিনি সমুদ্র যাত্রা করেন, প্রায় সাত বৎসর প্রবাস, তাহার পর এই দেড় বৎসর ; হিসাব করিয়া লইলে এই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক অষ্টাবিংশতি বর্ষ।

একবৎসর কার্য্য করা হইল, ক্রমে ক্রমে আরও তিন চারি মাস বর্দ্ধিত হইয়া গেল, কিন্তু শুরেশ্বরের বেতন বর্দ্ধিত হইল না। বেতনের অল্পতা নিবন্ধন শুরেশ্বর মনে মনে সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট। মনে অসন্তোষ থাকিলে কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয় না, কার্য্যেও কার্য্য-কর্ত্তার মনোনিবেশ থাকে না, ইহা সিদ্ধান্ত করা বাক্য। বিদেশে শুরেশ্বর বিশেষ অধ্যবসায়ের সেবা করিয়াছেন, যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন, অনুসন্ধিৎসা বৃত্তির চরিতার্থতা সাধনে উৎসাহিত হইয়াছেন, সে সকল বিষয়ে কিছুই ক্রটী ছিল না ; এখন দেশে আসিয়া দিন দিন যেন জড়তা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, আলস্য আসিয়া তাঁহার হৃদয় ও মস্তক উভয় স্থান অধিকার করিল ; এরূপ হইলে যেরূপ হয়, শুরেশ্বর দিন দিন সেইরূপ অদ্ভুত জীব হইয়া দাঁড়াইতে লাগিলেন। কথা আছে, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের লোকদিগের ভোগ-বিলাসিতা যখন তিনি দর্শন করেন, ঐ দুই স্থানের নারীগণের সজ্জা ও বিলাস-ক্রীড়া যখন তিনি দর্শন করেন, তথাকার স্ত্রীপুরুষের স্বাধীনতা সম্ভোগের উচ্চ সৌভাগ্য যখন তিনি অনুভব করেন, তখন মনে করিয়াছিলেন, দেশে গিয়া তিনি নিজেও সেই প্রকার ভোগ-

বিলাস উপভোগ করিবার চেষ্টা করিবেন। টাকা নাই, সুতরাং সে বাসনা সিদ্ধ হইতেছে না, ইহাতেও শূরেশ্বর ভগ্নাশ,—ভগ্নচিত্ত। আলস্য জীব-মাত্রেরই পরম শত্রু;—আলস্যের সঙ্গে ঐ উভয়ের যোগাযোগ, ইহা যে কতদূর ভয়ঙ্কর, বাণ ভট্টের লেখনী-প্রসূত উপমাস্থলে "মূকের জিহ্বাচ্ছেদ এবং উন্মত্তের সুরাপান" যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই তাহা বুঝিবেন। কার্য্যে শূরেশ্বরের দিন দিন শৈথিল্য জন্মিতে লাগিল,—যেখানে অধ্যবসায়ের স্থান ছিল, সেখানে বিলাসবাসনা আসিয়া ভ্রুকুটি করিতে লাগিল। সৈনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রমসহিষ্ণু লোকও যেমন আছেন, বিলাসপ্রিয় লোকও তদ্রূপ অল্পাধিক পরিমাণে নয়নগোচর হয়। কতিপয় বিলাসপ্রিয় বন্ধুর সহিত শূরেশ্বর নিত্য উদ্যান-বিহারে, নগর-বিহারে ও স্রোতস্বতীবিহারে বহির্গত হইতেন। ঐ সমস্ত বিহার উপলক্ষে যাহা যাহা দেখা শুনা হইত, তাহাতে মন আরও চঞ্চল হইয়া উঠিত। ভ্রমণের সময়ের স্থিরতা ছিল না, অথচ প্রভাত-ভ্রমণ এককালে পরিবর্জ্জিত ছিল;—কোন দিন অপরাহ্নে, কোন কোন দিন সন্ধ্যার পরে তাঁহারা পাঁচ সাতজনে দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ-কৌতুক উপভোগ করিতে যাইতেন। এক একবার শূরেশ্বরের ইচ্ছা হইত, কার্য্যে ইস্তফা দিয়া অন্য কোন প্রকার নিষ্কণ্টক জীবিকার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইবেন। নিষ্কণ্টক জীবিকা অনায়াস-লভ্য নয়, তাহা জুটিল না, মূল প্রতিবন্ধক অর্থাভাব। ক্রমশঃই শূরেশ্বরের মন চঞ্চল।

যাহা ঘটিবার, তাহা ঘটিবে; যাহা ঘটিবার নহে, তাহা ঘটিবে না, অনেক মানবের ইহা জানা আছে; তথাপি সংসারের মায়া ক্ষণে ক্ষণে সেই প্রাকৃতিক তত্ত্ব ভুলাইয়া

দেয়। শূরেশ্বরের ঘনঘন ভুল হইতে লাগিল, ক্ষণে ক্ষণে অসাধ্য সাধনের আকাঙ্ক্ষা আসিয়া তাঁহাকে যেন উন্মত্তবৎ অজ্ঞান করিতে লাগিল। কর্ম্মটী আছে, নাম মাত্র: পদচ্যুত হইলে আকাঙ্ক্ষা নষ্ট হয়, মানসম্ভ্রম ক্ষয় হয়, এই স্থূল জ্ঞানটী শূরেশ্বরের ছিল, অন্য জ্ঞান তিনি একপ্রকার হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। বনবিহারাদি আমোদজনক ক্রীড়াতে পাঁচজনের সহিত মিলিয়া মিশিয়া অন্যমনস্ক থাকিতেন, সে ভাবটা আর বড় ভাল লাগিল না, নির্জ্জন স্থানে নির্জ্জন ভ্রমণ যেন অধিক সুখপ্রদ, মনে মনে ইহাই তিনি ভাবিয়া লইলেন। ভাবনার ফল শীঘ্র না ফলুক, মানসিক প্রবৃত্তি প্রবলা হইলে ক্রমশঃই ফলিতে থাকে। নিশাকালে শূরেশ্বর একাকী ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। নিশা অন্ধকার না হইলে কোন দিন নদীতীরে, কোন দিন উপবনে, কোন দিন দেবালয়ে এবং কোন কোন দিন নিকটবর্ত্তী নগরের বিলাস-রঙ্গভূমির দ্বারে দ্বারে আকাঙ্ক্ষাবশে ভ্রমণ। মনে আছে নিষ্কণ্টক জীবিকা লাভের বাসনা। যাহাতে পরিশ্রম করিতে হয় না, চিন্তা করিতে হয় না, কোন সংকল্প সিদ্ধির জন্য মাথা ঘামাইতে হয় না, মূলধনের আবশ্যক হয় না, এমন উপায় কি আছে? মনে মনে প্রশ্ন, মনে মনে উত্তর সংগ্রহ। হঠাৎ একদিন মনে পড়িল, ইয়োরোপের রূপবান নিঃস্ব লোকের অদৃষ্ট। তথাকার অনেক রূপবান যুবাপুরুষ এক একটী ধনবতী কুমারী অথবা বিধবা কামিনীর পাণি-গ্রহণ করিয়া পরমসুখে থাকেন,—ঐরূপ পরম সুখে থাকিবার চেষ্টাতে বুদ্ধিমান্ শিকারী লোকের ন্যায় অনেকেই ওতে খতে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ান। সেইরূপ শিকারী হইবার অভিলাষে শূরেশ্বর

রাহু দৃঢ় পণ করিলেন। দিন যায়, মাস যায়, ঋতু যায়, শূরে-শ্বরের বাসনা বাড়ে। একাকী নিশা ভ্রমণে বিরাম নাই, ক্লান্তি নাই, বিরক্তি নাই, সংজ্ঞা নাই, সংশয় নাই, একাকী বলিয়াও ভ্রূক্ষেপ নাই ; নিত্য সহচরী—মায়াময়ী বাসনা !

একদা বসন্তকালের পূর্ণিমা রজনী ! প্রদোষকালে নিশানাথ তারাদলে পরিবেষ্টিত হইয়া পূর্ব্বগগনে সমুদিত হইয়াছেন, তারকামালা হাস্য করিতেছে,—ধরাতলে কৌমুদী মাখিয়া কুসুমকুল হাস্য করিতেছে, সনক্ষত্র পূর্ণচন্দ্রের ছায়া কোলে করিয়া স্রোতস্বতী আহ্লাদে আহ্লাদে তরঙ্গিতা হইতেছে ; শূরেশ্বর একাকী উদ্যান ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। পূর্ব্বে যে কয়েকটী উদ্যানের কথা বলা হইয়াছে, সেই সকল উদ্যানের মধ্যে একটী উদ্যানে এক দেবালয়। সন্ধ্যাকালে সেই দেবালয়ে দেবপ্রতিমার আরতি হয়, সুস্বরে বিবিধ বাদিত্র বাদিত হয়, শত শত লোক একত্র হয়, পর্ব্ববিশেষে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নৃত্য গীতও হয়। সেই উদ্যানে শূরেশ্বরের প্রবেশ। আরতি হইয়া গিয়াছে, নৃত্যগীত আরম্ভ হইয়াছে,—মাথার উপর পূর্ণচন্দ্র সস্মিত-বদনে যেন নিম্নদৃষ্টি হইয়া প্রকৃতি সতীকে সপ্রেম নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন, দেবালয়-সমীপে শূরেশ্বর। রাত্রি অনুমান এক-প্রহর, সহসা পশ্চিমাকাশে অল্প অল্প মেঘোদয় হইল, দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালা ঘনীভূত হইয়া গগনের প্রায় অর্দ্ধাংশ ছাইয়া ফেলিল। চন্দ্র অপেক্ষা মেঘের পরাক্রম অধিক ; চন্দ্র উপরে থাকেন, অনেক নিম্নে মেঘের অধিকার ; অথচ মেঘের পরাক্রমে চন্দ্রদেব নিস্তেজ হইলেন, মেঘেরা চন্দ্রকে ঢাকা দিয়া ফেলিল ; মেঘাবরণে নক্ষত্রমালা লুকাইল, মধুময়ী পৌর্ণমাসী

নিশা অকস্মাৎ ঘোর অন্ধকারসমাচ্ছন্ন। প্রকৃতির খেলা আশ্চর্য্য! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকেরাও বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকে পাঠ করে, অগ্নির ধূমে ও জলীয় বাষ্পে মেঘের সৃষ্টি; তরল মেঘমালা চন্দ্র-নক্ষত্রকে পরাভব করে;—কেবল চন্দ্র-নক্ষত্র নহে, যাঁহার প্রখর প্রভায় নিশাকর চন্দ্রমা প্রভান্বিত, সেই সহস্র-রশ্মি প্রভাকর সামান্য ধূম-বাষ্পের আবরণে নিষ্প্রভ হইয়া অদৃশ্য হন! চন্দ্র লুকাইলেন, নক্ষত্রসকল লুকাইল, পূর্ণিমার রজনী অন্ধকার হইল, চন্দ্রবিরহে জীবধাত্রী ধরণী দেবীও অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অল্প অল্প বাতাস উঠিল; থাকিয়া থাকিয়া জলধর-ক্রোড়ে চপলাবালা হাসিতে লাগিল, গুড় গুড় নাদে জলদগর্জ্জন আরম্ভ হইল, বসন্ত-গগন যেন বর্ষাগগনের প্রকৃতি ধারণ করিল; বৃষ্টি আরম্ভ হইল। মুষল ধারে বৃষ্টি।

উদ্যান প্রশস্ত;—দেবালয়টীও প্রশস্ত। দেবালয়ের মধ্যে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সে সময় প্রকৃতির ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন না। সুরেশ্বর উদ্যানমধ্যে অনাবৃত স্থানে এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়াছিলেন, বৃষ্টির জলে সিক্ত-কলেবর হইয়া দ্রুতগতি সেই দেবালয়ের এক পার্শ্বস্থিত একটী ক্ষুদ্র কক্ষ মধ্যে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য বশতঃই হউক—কক্ষটী তখন জনশূন্য ছিল, সেদিকে তখন জনপ্রাণীও ছিল না, গীত বাদ্যের আমোদে দেবালয়ের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে দর্শক লোকের জনতা।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর, তখনও অবিশ্রান্ত বৃষ্টি! সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের খেলা, মেঘের সুগম্ভীর নিনাদ। নৃত্যগীত সমাপ্ত হইল, জনতাও ভঙ্গ হইতে আরম্ভ হইল, দণ্ডেকের মধ্যেই দেবা-

লয় জনশূন্য,—পরিষ্কার। দেবালয় পরিষ্কার হইল, কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হইল না। শূরেশ্বর সেই ক্ষুদ্র কক্ষমধ্যে দাঁড়াইয়া।—একাকী।—শূরেশ্বর মনে করিলেন, সমস্ত লোক বাহির হইয়া গেল, এই সময় অদেখা হইয়া একবার আমি প্রতিমাদর্শন করিব, দেবালয়ের দ্বারে যদি চাবি পড়ে, দুই একজন প্রহরী অবশ্যই থাকিবে, প্রহরীদের কাছেই হয় ত চাবি থাকিবে, দূর-দেশ হইতে আসিতেছি, দেবদর্শন করিব, মিনতি করিয়া এই কথা বলিলেই তাহারা দ্বার খুলিয়া দিবে। মন্দিরে যিনিই থাকুন,—দেবমূর্ত্তি কি দেবীমূর্ত্তি, যে মূর্ত্তিই থাকুক, প্রণত হইয়া বর মাগিয়া লইব, আমার মনোবাসনা যেন পূর্ণ হয়।

শূরেশ্বরের মনে তখন এই চিন্তা। এইখানে বলা উচিত, তখনও শূরেশ্বরের রণবেশ,—শূরেশ্বর তখনও অস্ত্রধারী বীর পুরুষ। মনে মনে তিনি দেবদর্শনের বাসনা করিতেছেন, গুপ্ত কক্ষ হইতে বহির্গত হইবার উপক্রম করিতেছেন,—এমন সময় সহসা স্ত্রীলোকের কোমল কণ্ঠের করুণ চীৎকারধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। আর ইতস্তত করিবার অবসর নাই, ভাল মন্দ চিন্তা করিবারও অবসর নাই, কটিবিলম্বিত অসিকোষ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিয়া, সেই ক্রন্দন-ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া, বীর-পুরুষ রুদ্ধশ্বাসে লম্ফে ঝম্ফে মন্দিরের সম্মুখভাগে উপস্থিত হই-লেন। সেইরূপ করুণ চীৎকার!—প্রথমে কিছু অস্পষ্ট বোধ হইতেছিল, নিকটবর্ত্তী হইয়া তিনি শুনিলেন, কাঁদিয়া মিনতি করিয়া কোন স্ত্রীলোক যেন কোন নিষ্ঠুর লোকের কবল হইতে উদ্ধার প্রার্থনা করিতেছে!

অন্ধকার!—দেবালয়ের সমস্ত দীপ নির্ব্বাপিত। কোন দিকে

কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, কেবল সেই রমণী-কণ্ঠ-নির্গত আর্ত্তনাদ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে মাত্র। কত দূরে অথবা কত নিকটে, শূরেশ্বর তখন তাহাও স্থির করিতে পারিলেন না;—আকস্মিক উত্তেজিত চিত্তে তাহা স্থির করাও যায় না। শূরেশ্বর কেবল এইটুকু বুঝিলেন, সে আর্ত্তনাদ মন্দিরের অভ্যন্তরে নহে, বাহিরে। আরও কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া তিনি কাণ পাতিয়া শুনিলেন, একটী রমণী ক্রন্দন করিয়া বলিতেছে,—"কেন আমাকে ধরিয়াছ?—আমি তোমার কি করিয়াছি?—যাহাকে মনে করিয়া ধরিয়াছ, সে আমি নই!—কাহারও সঙ্গে আমি আসি নাই, আমার শিবিকা-বাহকেরা এই দুর্যোগে কে কোথায় পলাইয়াছে, আমারে ফেলিয়া গিয়াছে,—তোমার পায়ে ধরি,—তুমি যেই হও, আমাকে ছাড়িয়া দাও!—আমি যদি—"

কঠোর হাস্য করিয়া গম্ভীরস্বরে আক্রমণকারী বলিল,—পুরুষের কণ্ঠস্বর বুঝিয়াই শূরেশ্বর স্থির করিলেন, আক্রমণকারী; সেই আক্রমণকারী বলিল, "ভুল কি কখন হইতে পারে?—নিত্য নিত্য তোমাকে আমি দেখি, ভুল কি কখন হইতে পারে? আর একজনকে মনে করিয়া আমি তোমাকে ধরিয়াছি, এটাও কি তুমি মনে করিতে পার?—হাঃ হাঃ হা! নারী জাতির চাতুরী যদি আমি না বুঝিতাম,—আইস,—কোলে আইস,—তুমি আমার জীবনের শুকতারা, আমি তোমাকে—"

ঠিক এই সময়ে উজ্জ্বলা ক্ষণপ্রভা ঘন ঘন তিনবার কম্পিতা হইয়া প্রভা বিকীরণ করিল, সেই প্রভায় শূরেশ্বর সচকিতে লক্ষ্য স্থির করিয়া লইলেন। যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক!... মন্দিরের অভ্যন্তরে নহে বাহিরে! শূরেশ্বর একটী পাষাণ

স্তম্ভের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। শিকারী অথবা সেই সুন্দরীর স্তম্ভিত নয়ন তাহার অবয়বে আকৃষ্ট হইল না, অবসর বুঝিয়া তিনি এক লম্ফে উভয়ের মধ্যস্থলে গিয়া দাঁড়াইলেন;—আক্রমণকারী দৃঢ় মুষ্টিতে রমণীর বাম হস্ত চাপিয়া ধরিয়াছিল, আচম্বিতে এক সবল অঙ্গের আঘাতে তাহার হস্তমুষ্টি শিথিল হইয়া গেল, সেই অবকাশে শূরেশ্বর তাহাকে এক ধাক্কা দিয়া পাঁচ হস্ত দূরে ঠেলিয়া ফেলিলেন, লোকটা টক্কর খাইয়া চাতালের উপরিভাগ হইতে প্রায় ছয় সাত হস্ত নিম্নভাগে নিপতিত হইল, সুদৃঢ় পাষাণের উপর পতন;—পাষাণ মসৃণ ও ঢালু, শীঘ্র তাহার উত্থান-শক্তি ফিরিল না,—পুনরায় বিদ্যুৎ বিকাশ; -একবার রমণী-বদনে কটাক্ষপাত করিয়া শূরেশ্বর—দ্বিতীয় লম্ফে সেই পতিত লোকটার বক্ষঃস্থলে জানু দিয়া বসিলেন, তাহারই উত্তরীয় বসনে তাহার হস্তপদ দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলেন;—লোকটা কট মট চক্ষে শূরেশ্বরের বীর-বেশ দর্শন করিল।

আক্রমণকারীকে তদবস্থ রাখিয়া শূরেশ্বর পুনরায় পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন, আসিয়াই দেখিলেন রমণী অচৈতন,—অচেতনে ধরাশায়িনী,—অন্ধকারে নাসিকায় হস্তস্পর্শে অনুমান অচেতন!

প্রকৃতির ভীমা মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন। বসন্তের মেঘ অল্পে অল্পে বিদূরিত, বারিবর্ষণ নিবারিত, পুনরায় পূর্ণচন্দ্রের পূর্ণ বিকাশ। বিপদ্ মুক্ত হইয়া বসন্তচন্দ্র সুধাময় হাস্য করিলেন, অচেতন রমণী-বদনে সুধাময় স্নিগ্ধ-কিরণ প্রতিভাসিত হইল, নাসাস্পর্শ করিবার অভিপ্রায়ে শূরেশ্বর জানু পাতিয়া বসিয়াছিলেন, সহসা

সবিস্ময়ে উঠিয়া দাড়াইলেন,—আপনা আপনি বিস্ময়োক্তি—"একি!—একি অপরূপ প্রতিমা!—ধন্য পরমেশ! এই রাত্রে এখানে আমি প্রতিমা দর্শনে আসিয়াছি!—মন্দিরে পাষাণ প্রতিমা কি ধাতু প্রতিমা, তাহা আমি জানি না,—নেত্র সমীপে এই অপূর্ব্ব সজীব প্রতিমা।—জন্মাবধি এমন প্রতিমা কখন আমি চক্ষে দেখি নাই!—জগতের সর্ব্ব সৌন্দর্য্য একত্র করিয়া বিধাতা এই সুন্দরী প্রতিমা গঠন করিয়াছেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই! এই প্রতিমার সংজ্ঞা উৎপাদন করিতে পারিলেই আমি চরিতার্থ হই!"

চরিতার্থ হওয়া অতি সুখের কার্য্য। ঈশ্বর অনুকূল না হইলে মানুষের আশা পূর্ণ হয় না। ভীষণ শক্রর আক্রমণে রমণী অজ্ঞান হন নাই, যে সময় উদ্ধারের চেষ্টা, তাহার পরক্ষণেই অচেতন। কে এই রমণী, কে সেই আক্রমণকারী, সেই গভীর নিশাকালে তাহা নির্ণয় করিবার উপায় হইল না। সন্ধ্যাকালে যাহারা দেবালয়ে আগমন করিয়াছিল, ঘোরতর দুর্য্যোগের সময় তাহারা কে কখন কোন দিক দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, বোধ হয় তাহারা নিজে নিজেও তাহা জানিতে পারে নাই। নিশাকালে দেব-মন্দিরে প্রহরী থাকে, তাহারাও কেহই উপস্থিত নাই; মন্দিরের দ্বারে রীতিমত চাবি বন্ধ; কাহাকেও আহ্বান করিয়া সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, সুরেশ্বর তেমন আশাকেও সহায় প্রাপ্ত হইলেন না, তথাপি বার বার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "কে কোথায় আছ, মহা বিপদ, একটী কুলকন্যার প্রাণ যায়।"

কেহই উত্তর দিল না। প্রহরীরা পর্য্যন্ত পলায়ন করিয়া-

ছিল, উত্তর দিবার লোক কোথা হইতে আসিবে?—পদতলে অচৈতন্য নারীমূর্ত্তি! মুক্ত অসি হস্তে বীরপুরুষ দণ্ডায়মান। আকাশে পূর্ণচন্দ্র নক্ষত্রমালার সহিত খেলা করিতেছেন, শুভ্রবর্ণ তরল মেঘমালা এক একবার তাহাদের গাত্রের উপর দিয়া মন্থর গমনে চলিয়া যাইতেছে, চন্দ্রকিরণ সেই সময়ে কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ হইয়া পুনরায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে, বজ্রবৃষ্টি-বিগমে পবনদেব শান্তভাব ধারণ করিয়া ক্ষণে ক্ষণে মৃদুমন্দ গতিতে পুষ্পকুঞ্জে নামিতেছেন, প্রস্ফুটিত পুষ্প-কুলের সহিত প্রেমানন্দে ক্রীড়া করিতেছেন, মল্লিকা, মালতী, কামিনী প্রভৃতি যৌনবতী কুসুমসুন্দরীরা মৃদু মৃদু হেলিয়া দুলিয়া সমীরণের সহিত যেন আমোদ করিতেছে; প্রকৃতির এত শোভা;—সে দিকে তখন সুরেশ্বরের দৃষ্টি ছিল না, তাঁহার চক্ষু কেবল অচঞ্চল ভাবে সেই ভূপতিতা স্বর্ণলতার প্রতি অনিমেষে নিক্ষিপ্ত;—নেত্রপুট বিষণ্ণ; নয়নের ন্যায় তখন তাঁহার সমস্ত শরীরও অচঞ্চল।

এইভাবে প্রায় একদণ্ড অতীত। সুরেশ্বরের ধৈর্য চ্যুতি হইতে লাগিল, মনে মনে শঙ্কারও আবির্ভাব হইল; সুন্দরীকে ক্রোড়ে করিয়া তুলিয়া অন্য কোন নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইবেন, মনে মনে তিনি এইরূপ আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময় ধীরে ধীরে রমণীর দুটী সমুজ্জ্বল নয়ন অর্দ্ধ উন্মীলিত হইল। বোধ হইল যেন পদ্মফুলের উপর দু'টী ভ্রমর বসিয়াছিল, উড়িয়া যাইবার জন্য অল্পে অল্পে পক্ষ বিস্তার করিল। অপরূপ শোভা! প্রস্ফুটিত পদ্ম, সেই পদ্মে মধুকর;—দুইটী মধুকর উড়িয়া যাইবার জন্য পক্ষ সঞ্চালন করিতেছে, এইরূপ অনুমান হইল;—সুরেশ্বর তাহা দেখিলেন;—পুনর্ব্বার সভয়ে নয়ন নিমীলন করিয়া কম্পা-

ন্বিত কলেবরে সেই রমণী অর্দ্ধশায়িতভাবে একটু উঠিয়া বসিলেন; আলুলায়িতকুন্তলা,—মুদিতনয়না, আতঙ্কে পাণ্ডুবদনা; —আতঙ্কের সঙ্গে তেজ! কি অপূর্ব্বভাব! সাতঙ্ক সতেজ কণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া সুন্দরী কহিলেন, "এখনও এখানে রহিয়াছিস্? পাষণ্ড-পিশাচ-নরাধম! এখনও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাস্ নাই? ভবানীর অনুগ্রহে আমার অঙ্গে পিশাচের অঙ্গস্পর্শ হয় নাই,—না না,—তাহা হইলেই ভাল হইত,— এশরীরে পিশাচের করস্পর্শ হইয়াছে;—মৃত্যু হইলেই ভাল হইত,—কে তুই? এখনও—এখনও—"

শেষ কথা শ্রবণ করিবার অগ্রেই ভূমে জানু পাতিয়া করপুটে শূরেশ্বর বলিলেন, "দেবি! যাহা মনে করিতেছ, তাহা নহে; আমি পিশাচ নহি,—পাষণ্ড নহি,—নরাধম নহি,—আমি তোমার উদ্ধারকর্ত্তা,—শঙ্কা পরিহার কর! পিশাচকে বন্ধন করিয়া তোমাকে আমি নিরাপদ করিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে তুমি অচেতন হইয়াছিলে, আমার আতঙ্ক হইয়াছিল, ভগবানের কৃপায় এখন তুমি চৈতন্যলাভ করিয়াছ, এখন আর তোমার চিন্তা নাই। চাহিয়া দেখ, আমি তোমার সেবক,—তুমি আমার আরাধনার যোগ্য দেবী, তোমার অর্চ্চনার নিমিত্তই ভগবান ভবানীপতি এরাত্রে আমাকে এখানে আনিয়া দিয়াছেন!" ঘন ঘন বিজলী চমকিল। কথাগুলি শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াকুল লোচনে শূরেশ্বরের দিকে ঐ রমণী একবার কটাক্ষপাত করিলেন; তৎক্ষণাৎ আবার লজ্জা আসিল; যাহার উপদ্রবে প্রপীড়িতা হইতেছিলেন, এমূর্ত্তি সে মূর্ত্তি নহে, ইহা বুঝিতে পারিয়া সুন্দরী তৎক্ষণাৎ পুনরায় নেত্র নিমীলন করিলেন;

সহসা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। মনে মনে চিন্তা, —"এই বটে সেই ! গবাক্ষ হইতে এই মূর্ত্তি অনেকবার আমি দর্শন করিয়াছি ;—যে বেশে এখন দেখিতেছি, দুই তিনবার এই বেশ আমার নয়নের সম্মুখ দিয়া দ্রুত চলিয়া গিয়াছে, তাহাও মনে হইতেছে। নাম জানি না, পরিচয় জানি না, কিন্তু বেশ দেখিয়া মনে হয় রণপণ্ডিত। আহা ! রণপণ্ডিতের এমন অপরূপ লাবণ্য আর কখনও আমার নেত্রগোচর হয় নাই ! কে এই বীরপুরুষ ? এই গভীর নিশাকালে—এই ঘোরতর দুর্য্যোগের সময় কোথা হইতে ইনি হঠাৎ আসিয়া আমার উদ্ধারের হেতু হইলেন ? ইঁহাকে দেখিয়া আমার চিত্ত এমন বিচলিত হইতেছে কেন ? দূর হউক্ ! ও চিন্তা করিব না,—দ্বিতীয়বার নয়ন উন্মীলন করিয়া ঐ মোহনরূপ আর দর্শন করিব না ! চিত্তবিকাশের পরিণাম ভাল নয় !" মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া, নিমীলিত নয়নেই সুন্দরী কিঞ্চিৎ ক্ষীণ স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "রাত্রি কত ?"

শূরেশ্বরের নয়ন অন্ধকারেও সুন্দরীর সুন্দর বদনে বিক্ষিপ্ত ছিল, আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে, চন্দ্রদেব পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছেন, রমণীর পূর্ণাবয়বে পূর্ণ জ্যোৎস্না ক্রীড়া করিতেছে, তখনও সে নয়ন আপন ইষ্ট স্থান হইতে ফিরিতেছে না ;—পশ্চিমাকাশের একপ্রান্তে অল্প অল্প মেঘ ছিল, সেই মেঘে এক একবার বিদ্যুৎ খেলিতেছিল, রূপের সঙ্গে মিলাইয়া শূরেশ্বর—মনে মনে বিদ্যুৎকে ধিক্কার দিতেছিলেন,—বলিতেছিলেন, বিদ্যুতের নাম সৌদামিনী ! ছিঃ ! সৌদামিনীর অপমান ! সৌদামিনী চঞ্চলা !—আকাশের সৌদামিনী এই পৃথিবীর সৌদামিনীর

কাছে হারি মানিয়া যাইতেছে। সে সৌদামিনী চঞ্চলা, এ সৌদামিনী স্থিরা। এই সৌদামিনীর মহিমাই অধিক!—মনে মনে চিন্তা, মনে মনে ঐরূপস্বগত উক্তি। হঠাৎ সুন্দরীর কণ্ঠ-নির্গত ঐ প্রশ্নটী শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করিল;—শূরেশ্বর উত্তর দিলেন, "প্রায় একপ্রহর অবশিষ্ট।"

রমণী একটী নিশ্বাস ফেলিলেন, চাহিয়া দেখিলেন না, পূর্ব্ব-ভাবেই ধীরে ধীরে কহিলেন, "আপনি যিনিই হউন, আপনি আমার রক্ষাকর্ত্তা, বলিতে গেলে একপ্রকার প্রাণদাতা, আপ-নাকে নমস্কার! আপনি এস্থান হইতে প্রস্থান করুন। রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে, ঈশ্বরের কৃপায়, আপনার যত্নে আমি এখন সুস্থ হইয়াছি, আপনি প্রস্থান করুন, আর অল্পক্ষণ পরেই দেবালয়ে মঙ্গল আরতি হইবে, পুরোহিতেরা উপস্থিত হইবেন, পরিচারকেরাও আসিয়া পড়িবে; আপনাতে আমাতে একস্থানে রহিয়াছি, লোকে দেখিলে হয় ত ভাল বলিবে না, আপনি প্রস্থান করুন। আমার শিবিকা এইখানেই আছে, বাহকেরা এখনি আসিবে, আমি নিরাপদে গৃহে পৌঁছিতে পারিব। আপনি আমার উপকার করিয়াছেন, ইহা আমি ভুলিব না; পরমেশ্বরের যদি মনে থাকে, আর একবার সাক্ষাৎ হইবে।"

শূরেশ্বর চমকিয়া উঠিলেন। আর একবার সাক্ষাৎ হইবে! এটী কেমন কথা হইল!—কে আমি কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় আমি থাকি, রমণী নিশ্চয়ই তাহা জানেন না, আর একবার সাক্ষাৎ হইবে, ইহা তবে কিরূপে সম্ভব হয়? রমণী কি আমাকে চিনিয়াছেন? তাহাই বা কিরূপে সম্ভবে?—আমি ত

ইঁহাকে কখনও দেখি নাই, তবে ইনি কি ভাবিয়া অমন কথা বলিলেন?

শূরেশ্বর এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, রমণী পুনর্ব্বার মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি গিয়াছেন?—একটু থাকুন, যাহার হস্ত হইতে আপনি আমাকে রক্ষা করিলেন, সে লোকটা গেল কোথায়?"

শূরেশ্বর উত্তর করিলেন, "পলাইতে পারে নাই, আমি তাহাকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছি। হস্ত পদ মুখ বস্ত্র-বদ্ধ আছে, নেত্র নাসিকা মুক্ত রাখিয়াছি; নিশ্বাস রোধ হইবে না; প্রভাত হইলে প্রতিফল প্রদান করিবার ইচ্ছা ছিল, প্রভাত হইবার অগ্রেই তুমি আমাকে বিদায় করিয়া দিতেছ, কাযেই আমি প্রস্থান করিতে বাধ্য।"

রমণী পুনরায় একটী নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, পুনরায় মৃদু-স্বরে কহিলেন, "হাঁ,—প্রভাতের অগ্রেই বিদায় করিতেছি। আপনি এক কর্ম্ম করুন। লোকটাকে এস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার যদি সুবিধা করিতে পারেন, তাহারই চেষ্টা করুন। যাহা হইবার, তাহা হইয়া গেল, দেবালয়ের লোকেরা তাহাকে এখানে বন্ধন দশায় দেখিতে না পায়, তাহাই আমার ইচ্ছা।"

শূরেশ্বর কহিলেন, "ঐ আজ্ঞা আমি অবশ্যই পালন করিব, কিন্তু আমার একটী প্রার্থনা।"

রমণী। কি?

শূরেশ্বর। তোমার পরিচয়।

রমণী। (নিশ্বাস ফেলিয়া) পরিচয়? হাঁ,—আমার বিশেষ

পরিচয় আমি বলিব না,—বলিতে পারিব না; সময় নাই। কেবল এই মাত্র জানিয়া রাখুন, আমি ক্ষত্রিয়-কুমারী, অনূঢ়া,—আমার নাম—নাম,—মাধুরী। নমস্কার!

শূরেশ্বর আর দ্বিতীয় প্রশ্ন উত্থাপন করিবার অবসর পাইলেন না, ঊষা আগমনের মঙ্গলাচরণ হইতেছে, বিহঙ্গেরা প্রভাতী সুরে বিভুগান আরম্ভ করিয়াছে, আর তিনি সেখানে থাকিতে সাহস করিলেন না, লম্ফ দিয়া চাতাল হইতে ভূতলে নামিলেন, বন্দী লোকটা নিশ্চেষ্ট হইয়া সেইখানে পড়িয়াছিল, তাহার পদবন্ধন উন্মোচন করিয়া, করবন্ধনের দীর্ঘ বসন নিজ হস্তে ধারণ করিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। স্বীয় শয়ন প্রকোষ্ঠের পার্শ্বস্থ একটী কক্ষে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কেন প্রাণ এমন করে?

প্রভাত হইল, শূরেশ্বর শেষ রাত্রে শয়ন করিয়াছিলেন, নিদ্রার আরাধনা করেন নাই, নিদ্রাদেবীও তাঁহার নেত্র সমীপে আইসেন নাই। প্রভাতেই গাত্রোত্থান করিয়া শূরেশ্বর আপন সঙ্গিগণের সহিত মিলিত হইলেন। নিশাজাগরণের মুখ চক্ষু যেরূপ বিবর্ণ দেখায়, শূরেশ্বর সেই বিবর্ণতার মোহ অতিক্রম করিতে পারেন নাই; ভাব দেখিয়া একজন পূর্ণবয়স্ক সৈনিক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াছিলে?"

উত্তর প্রস্তুত ছিল না, কাযেই অল্পক্ষণ ইতস্তত করিয়া শূরেশ্বর কহিলেন, "কেমন একটা দুশ্চিন্তা আসিয়া আমার অন্তরাত্মাকে আকুল করিয়াছিল, নিদ্রা হয় নাই।"

হাস্য করিয়া প্রশ্নকর্ত্তা সৈনিক পুরুষ পরিহাসচ্ছলে কহিলেন, "তোমার ত দুশ্চিন্তা অনুক্ষণ! যৌবনে একাকী থাকিতে হইলে কতপ্রকার দুশ্চিন্তা আসিয়া একত্র হয়, আমিও তাহা বুঝিতে পারি। তুমি আজিও বিবাহ কর নাই, তবে এত গভীর দুশ্চিন্তা কিসের জন্য? ঘর সংসারের কথা মনে পড়িয়াছিল কি?"

শূরেশ্বরের শুষ্ক বদন অকস্মাৎ যেন আরও শুষ্ক হইয়া আসিল; উভয় হস্তে উভয় নেত্র মার্জ্জনা করিয়া গদগদ স্বরে কহিলেন, "আমার অতিশয় অসুস্থতা বোধ হইতেছে, এখন আমি চলিলাম, সময়ে তোমার প্রশ্নের উত্তর দান করিব।"

অন্যমনস্ক ভাবে এই মাত্র উত্তর দিয়া শূরেশ্বর মন্থর গমনে আপন শয়ন-কক্ষে ফিরিয়া গেলেন। একবার শয়ন করিলেন, ক্ষণকাল এপাশ ওপাশ করিয়া পুনর্ব্বার উঠিলেন, কম্পিত চরণে গবাক্ষ সমীপে গিয়া দাঁড়াইলেন, মুক্ত বাতায়ন পথে প্রভাত সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছিল,—গাত্রে স্পর্শ হইল,—গাত্র যেন দগ্ধ হইতে লাগিল। গবাক্ষ দ্বার বদ্ধ করিয়া পুনরায় তিনি শয্যাশ্রয় করিলেন, শয্যা যেন সর্ব্ব শরীরে কণ্টক বিদ্ধ করিতে লাগিল; পুনর্ব্বার শয্যা ত্যাগ করিয়া অস্থির চরণে অস্থির মনে গৃহ মধ্যে কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিলেন, চিত্ত কিছুতেই শান্ত হইল না। দারুণ উদ্বেগ! বাস্তবিক সেই দিনটী সূর্য্যাস্ত-কাল পর্য্যন্ত শূরেশ্বর কি ভাবে অতিবাহিত করিলেন, তাহা তাঁহার মনেই রহিল না। স্নান করিতে হয়, স্নান করি-

লেন, আহার করিতে হয়, যৎকিঞ্চিৎ আহারও করিলেন, কিছুই ভাল লাগিল না; সে দিন তিনি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না, কাহাকেও কাছে আসিতে দিলেন না, একাকী আপন কক্ষে দ্বার বন্ধ করিয়া সর্ব্বক্ষণ চঞ্চলতার জ্বলন্ত আগুণে দগ্ধ বিদগ্ধ হইলেন। মনের আগুণ মনেই রহিল, মনেই জ্বলিল, অপরে কিছুই জানিল না।

সন্ধ্যা হইল। শূরেশ্বরের গৃহে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিল না, শূরেশ্বর অন্ধকারে রহিলেন। গৃহের দ্বার ও গবাক্ষ অবরুদ্ধ, অতিশয় উত্তাপ। মনের উত্তাপের সঙ্গে প্রকৃতির উত্তাপের মিলন! অসহ্য গ্রীষ্ম বোধ হইল। একবার উঠিয়া শূরেশ্বর পূর্ব্বদিকের একটী বাতায়ন দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ, সন্ধ্যার পরেই চন্দ্রোদয় হইয়াছে,—কৃষ্ণ প্রতিপদের চন্দ্রকে পূর্ণচন্দ্র বলিয়াই মনে হয়,—বাতায়ন পথ দিয়া চন্দ্রমার পূর্ণ দীপ্তি গৃহ মধ্যে আসিতে লাগিল, শূরেশ্বরের অঙ্গে, পর্য্যঙ্কে, গৃহতলে, গৃহের সমস্ত আসবাব পত্রে জ্যোৎস্না পড়িল, চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া শূরেশ্বর আরও যেন অধিক উন্মনা হইলেন; পূর্ব্ব রজনীর সমস্ত কথা একে একে মনে পড়িতে লাগিল;—যন্ত্রণানলে পূর্ণাহুতি! নিশাকালেই মহা বিভ্রাট! যাহার হৃদয়ে দুশ্চিন্তাকীট প্রবেশ করে, তাহার হৃদয় নিশাকালেই অধিক জ্বালা অনুভব করিয়া থাকে। শূরেশ্বর ভাবিতেছেন,—কল্য এতক্ষণে বন বিহারে বাহির হইয়াছি, দেবোদ্যানে প্রবেশ করিয়াছি, দেবালয় দর্শন করিতেছি; এতক্ষণে দেবতার আরতি হইতেছে, শঙ্খ ঘণ্টাবিমিশ্রিত বিবিধ মঙ্গল বাদ্য বাদিত হইতেছে, এতক্ষণে আকাশে মেঘ উঠিয়াছে, অদ্য এই যেমন পূর্ণচন্দ্র দর্শন করিতেছি, কল্যও এইরূপ দেখিতে-

ছিলাম, দেখিতে দেখিতে চন্দ্র নক্ষত্র ঢাকা পড়িয়া গেল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিল, জলদ-গর্জ্জন আরম্ভ হইল, জোর হাওয়া উঠিল, দূরে দূরে বজ্র নিনাদ শ্রবণ করিলাম। দেবালয়ের নাটমন্দিরে নৃত্যগীত আরম্ভ হইল, সেই সময় মুষলধারে বারিবর্ষণ, আমি সেই বৃষ্টির জলে পরিষিক্ত হইয়া দেবমন্দিরের পার্শ্বস্থ গুপ্ত কক্ষে প্রবেশ করিলাম। মহা দুর্য্যোগ! লোক জন সব পলায়ন করিল; তাহার পর কি হইল?

শূরেশ্বর ভাবিতেছেন, তাহার পর কি হইল?—গবাক্ষপথে দাঁড়াইয়া শূরেশ্বর ভাবিতেছেন, তাহার পর—সেই—সেই—সেই সেই—ওঃ! কে সেই সুন্দরী?—মাধুরী?—এই কি সেই মাধুরী?—তেমন রূপ আমি ইহ জন্মে কুত্রাপি দর্শন করি নাই। যাহা দর্শন করি নাই, কেবল লোকমুখে শ্রবণ করিয়াছি, পুরাণ শাস্ত্রাদিতে পাঠ করিয়াছি;—স্বর্গের বিদ্যাধরী, ইন্দ্রালয়ের অপ্সরা, যাবনিক গ্রন্থে পরিরাজ্যের পরীশ্বরী! তাহাই কি ঠিক? হইতেও পারে! যাহা দেখি নাই, অথচ কবি কল্পনার উপমায় পাওয়া যায়, সুন্দরী কামিনীগণের রূপের উপমায় অপ্সরা বিদ্যাধরীর ভূরি ভূরি উল্লেখ! কেনই বা তবে ঠিক না হইবে?—গত রাত্রে সেই দেবালয়ে আমি দর্শন করিয়াছি—একটী বিদ্যাধরী! শূরেশ্বর গবাক্ষ সমীপে দাঁড়াইয়াছিলেন, দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না. মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, হৃদয়-সাগর তোলপাড় করিতে লাগিল, কত কি ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইল। ভাবিতে ভাবিতে মস্তক সঞ্চালন করিয়া শূরেশ্বর যেন বাতুলের ন্যায় আপনা আপনি বলিলেন, "না না,—বিদ্যাধরী হইবে কেন, বিদ্যাধরী নয়;—বিদ্যাধরী হইলে ত আর তাহাকে

আমি দেখিতে পাইতাম না ;—মানুষের নয়নের কাছে বিদ্যাধরী আইসে না!—না না,—তাহাই বা কেন,—সে সুন্দরী নিজ মুখে একটী পরিচয় দিয়াছে, মানবী,—ক্ষত্রিয়-কুমারী,—নাম বলিয়াছে মাধুরী!—সেই সুন্দরী যদি—"

কি কথা মনে পড়িল! এইখানে একবার আসিয়া, ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া, আপন মনে শূরেশ্বর পুনরায় বলিতে লাগিল, "সেই মাধুরী! চিত্র-শিল্পে যাহার নাম যশ সমস্ত ভারতবর্ষ পরিব্যাপ্ত—এই কি সেই চিত্রকরী মাধুরী! সেই মাধুরী! আমি কেন মাধুরীকে এত ভাবি! মাধুরী আমার কে?—কেহই না!—তবে কেন প্রাণ এমন করে?—মাধুরী ধনবতী,—মাধুরী গুণবতী,—মাধুরী রূপবতী! মাধুরীর রূপ-মাধুরীর ছায়া আমার হৃদয়পটে কে যেন আঁকিয়া দিয়াছে! কেন আমি মাধুরীকে দেখিয়াছিলাম?—দেখিয়াছি, ভালই করিয়াছি! কাযকর্ম্ম কিছুই ভাল লাগেনা,—কাযকর্ম্মে আমার প্রবৃত্তিই নাই। বিলাতের অনেক বড় বড় লোক এক একটী ধনবতী যুবতীকে আপনাদের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ নামে কণ্ট্রাক্ট করিয়া লইয়া পরম সুখে দিন যাপন করেন, বিবির ধনে একপ্রকার রাজত্ব করেন, কিছুই পরিশ্রম করিতে হয় না, উপার্জ্জনের চেষ্টায় কোথাও ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না, কি প্রকারে অর্থাগম হইবে, তাদৃশী চিন্তাকেও শান্তির চিত্তে আমন্ত্রণ করিতে হয় না,—অক্লেশেই তাঁহারা সুখের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন!

তাই ত! এ সব আমি কি বলিতেছি!—মাধুরীর ধন আছে, মাধুরীর রূপ আছে, আমার তাহাতে কি?—নহেই বা কি?—মাধুরীকে আমি যদি পাই, তাহা হইলে আমিও সেই

দলের ইংরাজ লোকের ন্যায় উচ্চ সুখের অধিকারী হইতে পারিব,—দাসত্ব শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিব; দেখিতেছি, যেন সেই সুখ আমার ভাগ্যে লেখা আছে!

"এ সকল কি আমার সুখ-স্বপ্ন?—জাগিয়া জাগিয়া এই সব কি আমি স্বপ্নে দেখিতেছি? মাধুরীকে কিরূপে আমি পাইব? কেনই বা পাইব না?—মাধুরী বলিয়াছে, ক্ষত্রিয়কুমারী, অনূঢ়া;—আমিও ক্ষত্রিয়কুমার, আমিও অবিবাহিত, তবে কেন মাধুরী আমার হইবে না?—এইবার দেখা হইলেই মাধুরীকে আমি ধরিয়া বসিব,—পায়ে ধরিয়া স্তব স্তুতি করিব,—বিবাহের অগ্রে সাহেবরা ঐরূপ করেন,—সাহেবের অনুকরণে আমিও সেইরূপ করিব,—করপুটে স্তুতি করিয়া বর মাগিয়া লইব;—এই বর চাহিব যে, আমি তাহার বর হইব,—মাধুরী আমার অঙ্কলক্ষ্মী হইবে।

"হা ভগবন্! একটী মাধুরী দেখাইয়া কেন তুমি আমার হৃদয়-প্রতিষ্ঠিতা শান্তিদেবীকে এমন চঞ্চলা করিয়া দিলে! কি ভাবিতেছি, কি বলিতেছি, ক্ষণে ক্ষণে নিজেই আমি বুঝিতে পারিতেছি না! মাধুরীকে পাইব, মাধুরীকে বলিব, মাধুরীকে বিবাহ করিব! মাধুরীকে পাইব কোথায়?—আর একবার দেখা হইবে! মাধুরী বলিয়াছে, আর একবার দেখা হইবে! কোথায়, কবে, কিরূপে, তাহাও ত আমি ভাবিয়া পাই না। বাড়ী চিনি না, পরিচয় জানি না, কোথাকার মাধুরী, তাহাও শুনি নাই,তবে কি প্রকারে দেখা হইবে? মাধুরী নিজে আসিয়া দেখা দিবে, কিম্বা আমি নিজে গিয়া দেখা করিব, দুইই অনিশ্চিত! দেখা বুঝি হইবে না! দেখা না হইলেও কিন্তু আমি বাঁচিব না!"

সহসা শূরেশ্বর লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বদন রক্ত-বর্ণ, নেত্র বিস্ফারিত ;—মুখে বাক্য—"কেন দেখা হইবে না ? কেন আমি মাধুরীকে পাইব না ?—নিশ্চয়ই পাইব ! নিশ্চয় পাইব বলিয়াই গত নিশার ঊষাকালে আমি—"

বলিতে বলিতে শশব্যস্তে গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক শূরেশ্বর যেন উন্মত্তের ন্যায় পূর্ব্বমুখে দৌড়িলেন ; প্রান্তভাগে একটা ঘর, সেই ঘরের দ্বারের বাহিরে চাবি বন্ধ ; কট কট শব্দে চাবি খুলিয়া চঞ্চলপদে সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঘর অন্ধকার। শূরেশ্বরের অঙ্গবস্ত্রের মধ্যে দুটী মোমবাতী ছিল, আলো জ্বালিবার উপকরণ ছিল, অগ্নি উৎপাদন করিয়া তিনি একটী বর্ত্তিকা প্রজ্বালিত করিলেন ; জ্বলন্ত বর্ত্তিকাটী একটা প্রস্তরাধারে রাখিয়া তিনি আর একবার দ্রুতগতি গৃহ হইতে বাহির হইলেন, তৎক্ষণাৎ আবার ফিরিয়া আসিলেন ; দেখিয়া আসিলেন, কেহ কোথাও নাই, কোন গৃহের দ্বারও অনাবৃত নাই, কোন দিকে কোন লোকের সাড়া শব্দও নাই, সকলেই নিদ্রিত, রাত্রি গভীর।

ভিতর হইতে দরজায় অর্গল বন্ধ করিয়া শূরেশ্বর গৃহ-মধ্যস্থ একটী লোকের সম্মুখীন হইলেন। ঘরে কে ? সেই পূর্ব্ব রজনীর দুরন্ত বন্দী। সমস্ত দিন গিয়াছে, প্রায় অর্দ্ধরজনী গত হইয়াছে, লোকটা কি ততক্ষণ অনাহারে ছিল ? অনাহারে থাকিবার কথা ছিল না ; শূরেশ্বর তাহার আহারের উপযুক্ত দ্রব্যাদি গৃহমধ্যে রাখিয়াই দ্বাররুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাহার সামান্য পরিচয়ও পাইয়াছিলেন। লোকটা কিন্তু কিছুই আহার করে নাই, কেবল এক পাত্র জলমাত্র পান করিয়াছিল। যাহা

হউক, শূরেশ্বর তাহার সম্মুখে গিয়া বসিলেন, আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—"জম্বল! তোমাকে আমি চিরদিন বন্ধনদশায় রাখিব না, আমার গুটিকতক বাক্যের ঠিক্ ঠিক্ উত্তর দান করিলেই আমি তোমাকে মুক্ত করিয়া দিব। তুমি আমার কাছে সত্য কর, যে যে প্রশ্ন আমি জিজ্ঞাসা করিব, তাহার সদুত্তর প্রদানে তুমি অস্বীকার করিবে না।"

জম্বল। (কটমট চক্ষে চাহিয়া) কি তোমার প্রশ্ন?

শূরেশ্বর। অগ্রে সত্য কর, তাহার পর বলিব।

জম্বল। ভাল, সত্য করিলাম, অনুচিত প্রশ্ন না হইলে, বলিবার কোন বাধা না থাকিলে, উত্তর প্রদানে আমি সন্দেহ রাখিব না।

শূরেশ্বর। আচ্ছা, আমার প্রথম প্রশ্ন এই যে, মাধুরীর সঙ্গে তোমার কত দিনের জানা শুনা?

জম্বল। অনেক দিনের।—মাধুরী যখন দস্তুর মত বস্ত্র পরিধান করিতে শিক্ষা করে নাই, তখন অবধি আমি তাহাকে দেখিয়া আসিতেছি।

শূরেশ্বর। কেবল দেখিয়া আসিতেছ, তাহা বলিলে হইবে না, সাক্ষাৎ আলাপে পরস্পর কথাবার্ত্তা কতদিন চলিতেছে?

জম্বল। মাধুরীর শরীরে যখন যৌবনের সঞ্চার হয় নাই, কাহাকেও দেখিয়া মাধুরী যখন লজ্জা করিত না, সেই সময় হইতেই আমাদের দুজনে কথাবার্ত্তা চলে।

শূরেশ্বর। কি কি রকম কথা?

জম্বল। অনেক রকম। ছোটবেলার খেলা ধূলার কথা,

তাহার পর ঘর সংসারের কথা, তাহার পর শিল্প-বিদ্যার কথা, তাহার পর—(নিস্তব্ধ)

শূরেশ্বর। বলিয়া যাও। সত্য করিয়াছ, মনে যেন থাকে, চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না ; ঐ সব কথা ছাড়া প্রেমাভাসের কোন কথা চলে কি না ?

জম্ভল। চলে,—খুব চলিত,—সম্প্রতি দিন কতক মাধুরীর যেন কিছু চাপা চাপা ভাব।

শূরেশ্বর। কি রকম ?

জম্ভল। তুমি আমাকে বন্ধন করিলে কেন ?

শূরেশ্বর। অন্ধকার রাত্রে নির্জ্জন দেবালয়ে কুল-কন্যার উপর তুমি উৎপীড়ন করিতেছিলে, সেইজন্য। যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার উত্তর না দিয়া তুমি আমার উপর নূতন প্রশ্ন চাপাইলে, প্রশ্নোত্তরের পদ্ধতি এ প্রকার নহে। যাহা যাহা আমার প্রশ্ন, অগ্রে তাহার উত্তর দাও, তাহার পর তোমার যদি কিছু জিজ্ঞাসা করিবার থাকে, জিজ্ঞাসা করিও। প্রেমাভাসের কিরূপ কথা চলিত ?

জম্ভল। মাধুরী আমাকে বিবাহ করিতে স্বীকার করিয়াছিল। তুমি বলিতেছ, কুল-কন্যার উপর উৎপীড়ন ;—ভুল তোমার। মাধুরী আমাকে ভাল বাসিয়াছিল, বেশ ভাল বাসিত ; সম্প্রতি কাহার কুমন্ত্রণায় তাহার সে ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এখন মাধুরী আমাকে অবজ্ঞা করে, বিবাহ করিতে অস্বীকার করিয়াছে। কতদিন কত মিনতি করিয়া পূর্ব্বভাব—পূর্ব্ব অঙ্গীকার স্মরণ করাইয়া দিয়াছি, মাধুরী তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করে নাই, বরং ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছে, ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছে,

আমাকে সম্মুখে যাইতে নিষেধ করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে একদিনও আমি মাধুরীর অঙ্গ স্পর্শ করি নাই; এখন দেখিলাম, কিঞ্চিৎ বল প্রকাশ না করিলে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না, সেই জন্যই গত রজনীতে সুবিধা পাইয়া—

শূরেশ্বর। তোমার আর কোন দুরভিসন্ধি ছিল না? কুলস্ত্রীর সতীত্বধর্ম্মে আঘাত করিবার প্রয়াস পাও নাই?

জম্বল। কিছুমাত্র না!—সে প্রয়াস আমার কেন থাকিবে? বিবাহ হইবার কথা। মাধুরী আমাকে ভালবাসিত, আমি মাধুরীকে ভাল বাসিতাম, বিবাহ না হইলে আমার মর্ম্মে আঘাত লাগিবে, চিরজীবন সংসারে আমি সুখহারা হইয়া থাকিব। কে জানে, আশাভঙ্গে প্রেমনৈরাশ্যে হয় ত আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইবে, সেই নিমিত্তই বিবাহ করিবার আকিঞ্চন।

শূরেশ্বর। (স্বগত) সে আবার কোন্ মাধুরী? দেবালয়ে যে মাধুরীকে দেখিলাম, সে মাধুরী এই কদাকার জম্বলাসুরকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল, এই পিশাচের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছিল, এমন ত আমার মনে হয় না; তবে বোধ হয় নামে হাঁ,—(প্রকাশ্যে) আচ্ছা জম্বল! তোমাদের এ নগরে ক'টী মাধুরী আছে?

জম্বল। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) কেবল সেই একটীমাত্র! যে আমার হৃদয়-রাজ্যের পাটরাণী! মাধুরীর রূপ তুমি দেখিয়াছ, মাধুরীর গুণের কথা কিছু জান? মাধুরীর গুণ অর্দ্ধজগতে বিখ্যাত। মাধুরী ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকরী। কেবল দেব-দেবীর প্রতিমা চিত্র করিতে অনেক চিত্রকরী পারে, কল্পনার চিত্রে অনেকের হস্তেই সুন্দর হয়; মাধুরী সেরূপ সাধারণ শ্রেণীর

চিত্রকরী নহে; সম্মুখে যাহা দেখে, অবিকল তাহাই চিত্র করে।

শূরেশ্বর। হাঁ, সে কথা আমি পূর্ব্বে দুই একবার শুনিয়াছি। চিত্র-নৈপুণ্যে মাধুরী প্রধানা, এক্ষেত্রে তাহা শুনিয়া—

জম্ভল। ব্যস্ত হও কেন, শুনিয়া যাও। বড় বড় রাজা রাণীর চেহারা আঁকিয়া মাধুরী লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে। দেবদেবীর প্রতিমার ন্যায় নরনারীর প্রতিমা, পশুপক্ষীর প্রতিমা, বৃক্ষলতার চিত্র, ফল পুষ্পের চিত্র মাধুরীর হস্তে অবিকল হয়; সে সকল চিত্র দেখিয়া কেহ কৃত্রিম মনে করিতে পারে না। তাহা ব্যতীত বস্ত্রের উপরে,—অলঙ্কারের উপরে নানাপ্রকার নক্সা করিতে মাধুরীর অতুল ক্ষমতা। রূপ দেখিয়া আমি ভুলিয়াছি, মিথ্যা বলিব কেন, মাধুরীর রূপমাধুরীতে আমি মোহিত হইয়া গিয়াছি, অবশ্যই ইহা সত্য, কিন্তু মাধুরীর গুণ স্মরণ করিয়া মাধুরীকে বিবাহ করিতে আমার বেশী ইচ্ছা।

শূরেশ্বর। (স্বগত) ইহাও ত বিষম বিভ্রাট! প্রেমের আশাতে লোকে পাগল হয়, এ লোকটারও দেখিতেছি সেই দশা! আশার কুহকে ইহাকে ভুলাইয়া রাখিতে হইবে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা জম্ভল, মাধুরীকে বিবাহ করিবার জন্য তোমার ত বেশী আকিঞ্চন, কিন্তু মাধুরীকে কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সন্ধানটী তুমি আমাকে বলিয়া দিতে পার?

জম্ভল। (ভ্রূকুটী ভঙ্গি করিয়া) তাহা আমি বলিব না।

শূরেশ্বর। বলিলে তোমার ভাল হইবে, এই রাত্রেই আমি তোমার বন্ধন মোচন করিয়া দিব। মাধুরী কোথায় থাকে,

কোথায় গেলে দেখা হয়, সেই কথাটী না বলিলে তোমার মঙ্গল হইবে না।

জঙ্গল। না বলিলে তুমি আমার কি করিবে?

শূরেশ্বর। কি করিব—কল্য প্রত্যুষেই জানিতে পারিবে। রজ্জুবন্ধনে আছ, আমার অবাধ্য হইলে লৌহ-শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া কল্য প্রত্যুষে মহারাজের দরবারে হাজির করিব, কুল-কুমারীর সতীত্ব রত্ন অপহরণের চেষ্টা, এই অভিযোগ আনিব, নিজেই আমি সাক্ষী হইব, জগদীশ্বর আমার সহায় হইবেন, নিশ্চয়ই তোমাকে গুরুতর দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। জঙ্গল! ভাব দেখি এখন,—সকল লোকে জানিতে না জানিতে বন্ধন মুক্ত হইয়া স্বাধীন ভাবে স্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র বিচরণ করা, আর লৌহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া রাজবিচারে গুরু দণ্ড ভোগ করা,—ভাবিয়া দেখ, বাছিয়া লও, এই দুটীর মধ্যে কোনটী ভাল।

জঙ্গল। (চিন্তা করিয়া) সত্য বলিতেছ তুমি, মাধুরী-দর্শনের ঠিকানা বলিয়া দিলে সত্যই কি তুমি আমার বন্ধন মোচন করিয়া দিবে?

শূরেশ্বর। সত্য—সত্য—সত্য! এ সত্যের অবমাননা আমি করিব না, আমার বাক্যের অন্যথা হইবে না।

জঙ্গল। এখন তুমি বীরপুরুষ হইয়াছ, তোমার মুখে সত্য বাক্যই ভাল মানায়। উত্তম;—মাধুরীকে দর্শন করা বিচিত্র কথা নয়,—তবে কি জান,—তবে কি না, একটু ধৈর্য্য,—নিতান্ত ব্যস্ত হইলে মাধুরী-দর্শন দুর্ল্লভ হয়,—ধৈর্য্য চাই। প্রতি পূর্ণিমা রজনীতে মাধুরী সুন্দরী সেই দেবালয়ে আরতি দেখিতে যায়।

আনন্দে শূরেশ্বরের হৃদয় যেন নৃত্য করিয়া উঠিল, বন্দীর প্রতি আর তিনি দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন না। ভাবিতেছিলেন, কেন প্রাণ এমন করে! সেই প্রাণ এখন অনেক দূর সুস্থির হইল; তৎক্ষণাৎ তিনি অঙ্গীকার পালন করিলেন;—জম্ভলের বন্ধন মোচন করিয়া দিয়া, সৈনিক নিবাস হইতে তাহাকে সংগোপনে বাহির করিয়া দিলেন। রোষকষায়িত লোচনে বার বার পশ্চাৎ দিকে চাহিতে চাহিতে দুরন্ত জম্ভলাসুর সরাসর দক্ষিণ মুখে চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ধড়ে প্রাণ আসিল।

প্রতি পূর্ণিমা রজনীতে দেবালয়ে মাধুরীর দর্শন পাওয়া যায়, এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া শূরেশ্বরের হৃদয়ে কত আনন্দ জন্মিল, তাহার পরিমাণ করা দুর্ঘট। শূরেশ্বর বুঝিলেন, তাঁহার ধড়ে যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল। সেই দিন হইতে প্রতিদিন তিনি দিন গণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ণিমা রজনীতে প্রথম দর্শন, প্রতিপদের রজনীতে জম্ভলের সহিত নির্জ্জন কথোপকথন, সেই কথোপকথন সূত্রেই উদ্বেগনাশক নিগূঢ় সমাচার প্রাপ্তি। কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া হইতে পূর্ণিমা রজনী কত দিন বিলম্বে আইসে, শূরেশ্বর তাহা জানিতেন, তথাপি সেই দ্বিতীয়ার দিবস হইতেই তাঁহার নূতন প্রকার চাঞ্চল্যের সূত্রপাত। এক একটী দিবা

রাত্রি শূরেশ্বরের পক্ষে যেন এক এক বৎসর বোধ হইতে লাগিল ; কোন কার্য্যেই প্রবৃত্তি নাই, কোন কার্য্যেই মন নাই, কোন বিষয়েই আমোদ নাই, কোন প্রকার অতীত ঘটনার স্মৃতিও নাই, স্মৃতি কেবল মাধুরী,—চিন্তা কেবল মাধুরী।

অষ্টমী সমাগত। রাত্রিকালে একটী পান্থনিবাসে অনেক লোক একত্র হইয়াছে, নানা প্রকার গল্প চলিতেছে, পান ভোজন চলিতেছে, যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই করিতেছেন। পান্থ-নিবাসে দুষ্ক্রিয়া নিষেধ, তদ্ভিন্ন আমোদ প্রমোদে সকলেরই সমান স্বাধীনতা ; কেহই বাধা দেয় না, কেহই নিবারণ করে না, সকলেই মনের কথা প্রকাশ করিতে পারেন। রাত্রি অনুমান দেড় প্রহর, তখনও চন্দ্রোদয় হয় নাই, শূরেশ্বর সৈনিক নিবাস হইতে বহির্গত হইয়া অনন্যমনে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই পান্থনিবাসে উপস্থিত হইলেন। যাঁহারা সেখানে ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শূরেশ্বরকে চিনিতেন, সৈনিক পুরুষ বলিয়া তাঁহারা তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন ; যাঁহারা চিনিতেন না, বীরবেশ দর্শন করিয়া তাঁহারাও সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নমস্কার উপহার দিলেন।

সকলেই বসিলেন। ইতি পূর্ব্বে যে প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল, দুটী তিনটী লোক সেই প্রসঙ্গের পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া শিখিয়া কি করে ?—একজন বলিলেন, "স্ত্রীলোকের লেখাপড়ার অনেক ফল ;—ধর্ম্মপ্রবৃত্তি মার্জ্জিত হয়, গৃহ-কর্ম্মের সুপ্রণালী শিক্ষা হয়, সংসারতত্ত্বের যথাসম্ভব জ্ঞান হয়, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি মহৎ মহৎ গুণের প্রকৃত ব্যবহার প্রস্ফুটিত হয়।" আর একজন বলিলেন, "কিছুই হয়

না! স্ত্রীলোকের লেখাপড়া শিখিলে কেবল অহঙ্কার বাড়ে; যাহারা লেখাপড়া জানে না, তাহাদের প্রতি ঘৃণা বাড়ে, সংসারের এটা ভাল নহে, ওটা অতি কদর্য্য, সেটা অতি ঘৃণাকর, ঐ রীতিটা অনর্থকর, এইপ্রকার অনধিকার চর্চ্চা করিয়া তাহারা দিন দিন সংসারের বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া দেয়।" তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন, "মূলেই ভুল হইয়াছে। প্রথম প্রস্তাবকর্ত্তা বিদ্যাবতী রমণীর গুণের কথা বর্ণনা করিবেন, ইহাই বোধ হয় উদ্দেশ্য ছিল, ঔদাস্যবশে সর্ব্বাগ্রেই লেখাপড়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিখিলেই বিদ্যাবতী হয়, ইহাই যেন তাঁহার ধারণা। লেখা পড়াকেই বিদ্যা বলে, বিদ্যার আর অন্য অর্থ নাই, ভ্রমবশে ইহাই হয় ত তিনি ভাবিয়া লইয়াছেন। ভুল সংস্কার। বিদ্যা বাস্তবিক অনেক প্রকার; সর্ব্বশাস্ত্রেই বিদ্যার বিবিধ আখ্যা ও বিবিধ কলা পরিবর্ণিত আছে। স্ত্রীজাতির পক্ষে শিল্পবিদ্যার উপযোগিতাই অধিক দৃষ্ট হয়,—উপযোগিতাও অধিক, উপকারিতাও অধিক, গৌরবও অধিক। লেখাপড়া শিক্ষা থাকে থাকুক, কিন্তু লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া গৃহকার্য্যে ঔদাস্য করা, পতিভক্তিতে অনাদর করা, সন্তানপালনে অবহেলা করা, গুরুজনের প্রতি তাচ্ছল্যভাব প্রদর্শন করা, এ সকল যদি ঘটে, তাহা হইলে বিদ্যার ফলকে বিষফল বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। বস্তুতঃ শিল্প-বিদ্যাই স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষ উপকারিণী।"

সুরেশ্বর রায় স্থির কর্ণে ঐ সকল বাদানুবাদ শ্রবণ করিতেছিলেন। মন যদিও চঞ্চল ছিল, তথাপি নারীজাতির বিদ্যা প্রসঙ্গে তিনি এককালে উদাসীন ছিলেন না। বক্তৃতা শ্রবণ

করিতে করিতে তাঁহার মনে তখন কি ভাবের উদয় হইতেছিল, সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শী, সুভাবুক পাঠক মহাশয়েরা তাহার কতক কতক বুঝিতে পারিতেছেন সন্দেহ নাই, তথাপি একটু পরিষ্কার করিয়া বলা যাউক। স্ত্রী জাতির শিল্পবিদ্যার সমাদর। কুমারী মাধুরী সুন্দরী ভারতের শিল্পবিদ্যার উচ্চ যশস্বিনী, মাধুরী সুন্দরীকে তিনি বিবাহ করিবেন, ইহাই তাঁহার আশা, অতএব তিনি শিল্পবিদ্যার গৌরব শ্রবণ করিয়া স্বয়ং কিছু বলিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইতেছিলেন, কিন্তু বলিতে হইল না। কারণ, দলস্থ লোকগুলির মধ্য হইতে এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া শ্লাঘা সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "আপনারা অন্ধকারে ঢিল মারিতেছেন, আপনাদের নিক্ষিপ্ত ঢিলগুলি কোন পদার্থের অঙ্গস্পর্শ করিতেছে না, কেহ যদি ক্ষুণ্ণ না হন, কেহ যদি পরিহাস না ভাবেন, ঐ ঢিলগুলিকে আমি "ভূতের ঢিল" বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারি। আপনারা স্মরণ করুন, আপনাদের এই নগরী মধ্যেই সে বিষয়ের একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে,—লোকললামভূতা সুন্দরী মাধুরীদেবী।"

সুরেশ্বরের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। মনকে সম্বোধন করিয়া উল্লাসে উল্লাসে মনে মনে তিনি বলিলেন, "মন! সুস্থির হও; তুমি যে কথা বলিবার ইচ্ছা করিতেছিলে, এই গুণগ্রাহী বক্তা মহাশয় সর্ব্বাগ্রেই সেই সূত্র ধারণ করিয়াছেন। আহা! কি সুমধুর নাম! কি সুমধুর বিশেষণ! লোকললামভূতা মাধুরী দেবী! কর্ণ! স্থির হইয়া শ্রবণ কর! শ্রবণ কর, মাধুরীদেবীর গুণ কীর্ত্তনে এই বক্তা মহাশয় আরও কি কি কথা বলেন।"

পঞ্চমবক্তা আপন আরব্ধ বাক্যের নূতন সূত্রে ধরিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "মাধুরীদেবী পিতৃহীনা, মাতৃহীনা, অবিবাহিতা, সংসারে একাকিনী। তাঁহার পিতা ইহলোক ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে মাধুরীর জন্য কিছুই সঞ্চয় রাখিয়া যাইতে পারেন নাই; তিনি অপুত্রক ছিলেন, সুতরাং সহোদর ভ্রাতা দ্বারা মাধুরী কিছু সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন, তাহারও কোন সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু ভাবুন, সেই মাধুরী এখন—"

দু'টী তিনটী লোক ছাড়া সকলেই এইখানে আনন্দে করতালি দিয়া মাধুরীর নামে শতশত শোভানতরী বর্ষণ করিলেন। সুরেশ্বরের হৃদয় পরমানন্দে স্ফীত হইয়া উঠিল, ধড়ে প্রাণ আসিয়াছে, সেই প্রাণ সেই সময় যেন পূর্ণ পুলকসাগরে সন্তরণ করিতে লাগিল। বক্তা বলিতে লাগিলেন, "হাঁ,—সেই মাধুরী এখন ভারতের শিল্প-সংসার উজ্জ্বল করিয়াছেন। শৈশবে যাঁহার কিছুমাত্র সম্বল ছিল না, অন্নবস্ত্র দিয়া প্রতিপালন করিবার লোক ছিল না, পরের আশ্রয়ে পালিতা হইয়া নিজের চেষ্টায় মাধুরী সুন্দরী শিল্পবিদ্যায় গরবিণী হইয়া উঠিয়াছেন। সাধারণ লোকে চিত্রকরী বলিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করে, উপেক্ষা করিলেও তাহাতে অবজ্ঞা প্রকাশ পায় না। যাঁহারা গুণগ্রাহী, তাঁহারা বলেন, মাধুরী তাঁহাদের নারীসমাজের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। কেবল গুণগরিমায় মুখোজ্জ্বল নহে, অনেক ধনবান লোকের হিংসাস্থল হইয়া চিত্রবিদ্যা-প্রভাবে মাধুরী এখন অতুল ধনেশ্বরী হইয়াছেন। অনেক নরপতির যেরূপ ঐশ্বর্য্য নাই, মাধুরীর ঐশ্বর্য্য তদপেক্ষাও অধিক। মাধুরীর আবাস-মন্দির আয়তনে তাদৃশ প্রশস্ত না হইলেও অনেক

প্রাসাদকে লজ্জা দেয়। এত ঐশ্বর্য্যেও মাধুরীর বিন্দুমাত্র অহঙ্কার নাই; সকলের সঙ্গে সমভাবে মিষ্টালাপ করা, দরিদ্রের প্রতি দয়া করা, দেবদেবীর প্রতি ভক্তি করা, সাধ্যানুসারে নিস্বার্থ ধর্ম্মভাবে সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠান করা এবং বিপদপূর্ণ ব্যক্তিগণের যথাসাধ্য উপকার করা মাধুরী সুন্দরীর প্রকৃতিদত্ত ভূষণ। নিজের বসন ভূষণে কিছুমাত্র আড়ম্বর নাই, সামান্য সামান্য বেশভূষাতেই তাঁহার চিত্ত সন্তোষ, চির সন্তোষে তাঁহার পদ্মমুখখানি সর্ব্বক্ষণ প্রফুল্ল,—সুমধুর মৃদুহাস্য সর্ব্বক্ষণ সেই প্রফুল্লতা সুরঞ্জিত করিয়া রাখে। আমাদের দেশের রমণীগণ যদি মাধুরীর অনুকরণে বিদ্যাবতী হইতে অভিলাষিণী হন, তাহা হইলে কত সুখের বিষয় হয়, আপনারা তাহা বিবেচনা করুন।"

পশ্চাৎ হইতে একটী লোক কিঞ্চিৎ বিষণ্ণস্বরে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া উত্তর দিলেন, "সুখের বিষয় হয় বটে, কিন্তু মাধুরীর সুখের সঙ্গে একটী দুঃখের বিষয় অগ্রবর্ত্তী। মাধুরী সঙ্কল্প করিয়াছেন, বিবাহ করিবেন না, চিরজীবন চিরকুমারী থাকিবেন! ইহা কি সামান্য দুঃখের কথা! তাদৃশী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী গুণবতী, বিদ্যাবতী, দয়াবতী, ধনবতী রমণী চিরজীবন একাকিনী থাকিবেন, সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী জীবনসঙ্গী কেহই থাকিবে না, এই বিষয়টী যখন আমি চিন্তা করি, তখন আমার কল্পনার নয়নে মাধুরীর সুখনিকেতন যেন ঘোর অন্ধকারময় দেখা যায়!"

অমবস্যার সূর্য্যাস্তের পর পৃথিবী যেমন নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়, শূরেশ্বর রাহুর আশু উৎফুল্ল হৃদয় ঐ অদৃষ্টবক্তার বাক্যানুসারে সেইরূপ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। ধড়ে

প্রাণ আসিয়াছিল, ক্ষণকাল মধ্যে সেই প্রাণ যেন আবার কোথায় উড়িয়া গেল, শূরেশ্বর তাহা জানিতে পারিলেন না। কি দুর্দ্দৈব! সূর্য্যোদয়ে যেমন কুজ্ঝটিকা উড়িয়া যায়, শূরেশ্বরের সমস্ত আশা সেইরূপে যেন বাতাসের সঙ্গে মিশাইয়া গেল! মাধুরী বিবাহ করিবেন না! এত আশার মাধুরী, যে মাধুরীর চিন্তায়, যে মাধুরীর রূপকল্পনায়, যে মাধুরীর সর্ব্বৈশ্বর্য্যের অংশী হইবার কামনায় তাঁহার দিবাযামিনী অভিযাপিত হইতেছিল, পূর্ণিমা আগমনের প্রতীক্ষায় এক একটী দিন এক এক বর্ষ জ্ঞান হইতেছিল, জাগ্রতস্বপ্নে যে মাধুরীকে তিনি আপন হৃদয়রাজ্যের ঈশ্বরী ভাবিতেছিলেন, সেই মাধুরী বিবাহ করিবেন না! সঙ্কল্প! —উঃ!—কি ভীষণ সঙ্কল্প!—ভারত-কামিনীর হৃদয়ে এমন সঙ্কল্প স্থান পায়! হতভাগ্য জম্ভলাসুর! সে পাপিষ্ঠ তবে আমাকে কি বলিয়া গেল!—সর্ব্বৈব মিথ্যা! সর্ব্বৈব মিথ্যা! প্রাণ তবে আর এ দেহে কেন থাকে! মাধুরীর সঙ্কল্প,—মাধুরী বিবাহ করিবেন না, ইহাই মাধুরীর সঙ্কল্প! পরের মুখে এই সঙ্কল্প শ্রবণ করিবার অগ্রে কেন আমার শিরে বজ্রপাত হইল না! হায়! হায়! কেন আমি এই অলক্ষণা পান্থশালায় প্রবেশ করিয়াছিলাম!

শূরেশ্বর মৃত্যুকামনা করিলেন। আশার সঞ্চারে ধড়ে প্রাণ আসিয়াছিল, সেই প্রাণকে বিদায় করিয়া দিবার সঙ্কল্প হইল। লোকেরা নানা প্রসঙ্গে কত কথাই কহিলেন, মাধুরীর নাম করিয়া অনুকূল প্রতিকূল কত কথাই বলাবলি করিলেন, শূরেশ্বরের কর্ণে তাহার একটী বর্ণও প্রবেশ করিল না। নয়নাগ্রে বহুলোকের জনতা, শূরেশ্বরের চক্ষু কাহাকেও যেন দেখিতে

পাইল না। ইন্দ্রিয় অবশ। শূরেশ্বর মৌন। কতক্ষণ মৌন ছিলেন, তাহাও তাঁহার মনে হইল না। নেত্র, কর্ণ, রসনা এই তিনটী ইন্দ্রিয়ই* স্ব স্ব কার্য্যে বিরত। অন্তর-সাগরে ভীষণ তরঙ্গ! প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা এই ভাব। লোকে তখন তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলে মনে করিতে পারিত, কোন প্রকার ক্লান্তিবশে শূরেশ্বর বেত্রাসনে বসিয়া বসিয়াই নিদ্রাগত। কেহই দেখিল না, লোকজন সকলেই প্রায় একে একে বাহির হইয়া গেল, একটু দুরে দুরে দু'টী একটী লোক বসিয়া হাস্য কৌতুক করিতে লাগিল। এই সময় হঠাৎ যেন শূরেশ্বরের চমক হইল;—তিনি যেন ঘুমাইতেছিলেন, হঠাৎ যেন নিদ্রা-ভঙ্গ হইল। পান্থশালা প্রায় পরিষ্কার! পার্শ্বে, পশ্চাতে, সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া শূরেশ্বর দেখিলেন,—হিতবাদী, অহিতবাদী সমস্ত লোকেই প্রস্থান করিয়াছেন; যে দুই একটী ছিলেন, তাঁহারা আপনাদের কার্য্যেই ব্যস্ত। সংসারে সকলেই আপন আপন কার্য্যে ব্যস্ত থাকে। শূরেশ্বর ভাবিলেন, "আমি কেন তবে নিশ্চেষ্ট থাকিব!—অপরের মুখের কথা - মাধুরীর সঙ্কল্প; মাধুরীর মুখের কথা কি? —মাধুরীর মুখের কথা—আর একবার সাক্ষাৎ হইবে। তবে কেন আমি হতাশ হই; আশার সূত্র কেন ছাড়িয়া দিই; পূর্ণিমা আগত প্রায়, পূর্ণিমা যামিনীতে দেবোদ্যানে গমন করিব,—দেবালয় দর্শন করিব,—মাধুরীর মোহিনী প্রতিমা নয়নগোচর করিব,—মাধুরীর চন্দ্রমুখের বচন-সুধা পান করিব,—দেখিব মাধুরীর কি ভাব,—শুনিব মাধুরীর মনের কথা কি!—হতাশ হইব না! দেখিয়া শুনিয়া যদি হতাশ হইতে হয়,—সজীব দেহ-ভার বহন করিয়া আর আমি এই আশাক্ষেত্রে বিচরণ করিব

না। না না,—এ সঙ্কল্প কেন আমার!—আকাশ ভাঙ্গিয়া মাথায় পড়িবে; সেই কল্পিত আশঙ্কায় আশা পরিত্যাগ করা কাপুরুষতা। আশা ছাড়িব না”—আশায় আশায় পুনর্ব্বার ধড়ে প্রাণ আসিল,—ধীরে ধীরে আসন হইতে উঠিয়া শূরেশ্বর কিঞ্চিৎ আশ্বস্তচিত্তে পান্থশালা হইতে বাহির হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শান্তি না সংগ্রাম!

হতাশের পর আশ্বাস আসিলে মনে যে প্রকার উল্লাস হয়, তাহা বর্ণনা করা যায় না। তাদৃশ উল্লাস এক এক সময়ে বরং সাংঘাতিক পীড়া উৎপাদন করিয়া দেয়। সেইরূপ উল্লাসকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া শূরেশ্বর ফিরিয়া আসিলেন; যখন ফিরিলেন, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর তৃতীয় ঘটিকা অতীত। বাহির হইবার অগ্রে তিনি আহার করিয়াছিলেন, রাত্রে আর কিছু আহার করিবার ইচ্ছা ছিল না, আসিয়াই বসন পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিলেন।

অধিক উল্লাসে শীঘ্র শীঘ্র নিদ্রা আইসে না। বিষাদেও যেরূপ, উল্লাসেও সেইরূপ; চিত্তের চঞ্চলতা উভয় প্রকারেই সমান। মাধুরী সুন্দরী বিবাহ করিবেন না, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন, মাধুরীকে না পাইলে শূরেশ্বর সমস্ত সংসার অন্ধকার দেখিবেন, এমন কি জীবন বিসর্জ্জন দিতেও ইতস্ততঃ

করিবেন না, তাঁহারও এইরূপ প্রতিজ্ঞা, অথচ আশার উপদেশে হতাশের উপর আশ্বাস। আর একবার দেখা যাইবে, মাধুরীর সেই বাক্যটী সঞ্জীবনী সুধার ন্যায় শূরেশ্বরের প্রেমাকুল চিত্তকে প্রবুদ্ধ করিয়া রাখিতেছে। তিনি মনে করিতেছেন, "দেখা হইলেই মনের কথা বলিব, আমাকেও হয় ত বলিতে হইবে না, মাধুরীসুন্দরী হয় ত নিজেই নিজের মনের কথা বলিবেন, সেই ক্ষেত্রেই আমার জীবন মরণের পরীক্ষা। রাজার ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুরীর ঐশ্বর্য্য অধিক, স্বীয় স্বোপার্জ্জিত ধনেই মাধুরী ঐশ্বর্য্যশালিনী, এমন রমণীরত্নকে কণ্ঠহার করিয়া রাখিতে কাহার না অভিলাষ হয়? আর কাহার না হউক, আমার ত নিতান্তই অভিলাষ। দেখি, দেখি সে অভিলাষ পূর্ণ হয় কি না;—মাধুরীকে পাওয়া যায় কি না; দ্বিতীয়া পূর্ণিমার পূর্ণশশী আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রসন্ন নয়নে চাহেন কি না!

"ধনবতী কামিনীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিলে সংসারে সকল সুখের পার প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমুদ্র পার হইয়া আমি পাশ্চাত্যজগৎ দর্শন করিয়াছি, সেখানকার অনেকেই ঐপ্রকার সুখের পার প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমিও সেই সুখের পারে যাইব, মাধুরী আমার কাণ্ডারী হইবেন, ইহা আমার ভাগ্যফলকে লেখা আছে;—আকাশের গায়ে, প্রকৃতির গায়ে, অন্তরীক্ষ-পথে সেই সৌভাগ্য লেখা রহিয়াছে;—কেবল তাহাই বা কেন, আমি যেন স্পষ্ট স্পষ্ট দেখিতেছি, যে গৃহে আমি শয়ন করিয়া আছি, সেই গৃহের দেওয়ালে দেওয়ালে আমার সুখসূচনার মন্ত্রগুলি লেখা রহিয়াছে! তবে আমি মাধুরীকে না পাইব কেন?

"আবার একি?—আবার কেন চিত্ত আকুল?—আবার কেন হৃদয় কাঁপে?—আবার কেন এমন অমঙ্গল?—তবে কি মাধুরীকে পাইব না?—তবে কি মাধুরী সুন্দরী আমার হইবেন না?—দেখা হইবে,—পূর্ণিমা রজনী সমাগত হইলেই মাধুরী আমাকে দেখা দিবেন,—দেখা দিয়া কি বলিবেন?—আমি বিবাহ করিব না, চিরজীবন কুমারী অবস্থায় থাকিব, মাধুরীর মধুমুখ হইতে কি এই বিষ-বাক্য বিনির্গত হইবে? না,—তেমন মাধুরী অমন নিষ্ঠুর হইতে পারিবেন না, ইহাই আমার মনে হইতেছে। দেখি, দেখি চন্দ্রদেব কি বলেন!"

গৃহে আলো ছিল না। অন্ধকারেই শূরেশ্বর শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন, অন্ধকারেই শয্যা হইতে নামিলেন, অন্ধকারেই বাতায়ন সমীপে গমন করিলেন; বাতায়ন-দ্বার অবরুদ্ধ ছিল,—চঞ্চল হস্তে তাহা খুলিয়া ফেলিলেন, ঘরের ভিতর অল্প অল্প জ্যোৎস্না আসিল। গবাক্ষ-গাত্রে মস্তক রাখিয়া শূরেশ্বর একবার আকাশপানে চাহিলেন। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী, চন্দ্রমা ক্ষীণকলা,—অর্দ্ধ রেখায় পাণ্ডুবর্ণ অর্দ্ধচন্দ্র। একবার মাথা হেঁট করিয়া, একবার ঊর্দ্ধে চাহিয়া, একবার নয়ন মুদিয়া, একবার নয়ন উন্মীলন করিয়া, দুই তিন বার শূরেশ্বর অর্দ্ধচন্দ্র দর্শন করিলেন;—সংশয় বিষাদে উত্তপ্ত নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে কহিলেন, পূর্ণিমার সেই পূর্ণচন্দ্র এত ক্ষীণ-কলেবর! কিসের দুঃখে চন্দ্র এমন ক্ষীণ? অহো! বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি—আমারই দুঃখে নিশাকর ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছেন। আমারই দুঃখে পাণ্ডুবর্ণ! বিষণ্ণতা আক্রমণ করিলেই উজ্জ্বল বর্ণ পাণ্ডুবর্ণ দেখায়; আমার দুঃখে চন্দ্রদেব বিষণ্ণ! আকাশের চন্দ্র বিষণ্ণ, আমার দুঃখে পৃথিবীর চন্দ্র কি

কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেন না? হাঃ হাঃ—হাঃ! পাগল নাকি! কৈ আমি ত পাগল নই, আমার চিত্ত পাগল! পৃথিবীর আবার চন্দ্র কি? পৃথিবীতে আবার চন্দ্র কোথায়? আছে বৈ কি!—মাধুরী দেবীর স্বর্গ-তুল্য প্রাসাদ-নিকেতনে! মাধুরী দেবীর অকলঙ্ক মুখমণ্ডল আমার চক্ষে নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমণ্ডল; সেই চন্দ্রের ছবি,—সেই চন্দ্রের জ্যোৎস্না আমার হৃদয়ে বিরাজিত। মাধুরীই আমার হৃদয়াকাশের পূর্ণচন্দ্র! তবেই ঠিক হইল, এই পৃথিবীতে মাধুরীই আমার পূর্ণচন্দ্র;—আশায় উল্লসিত হইয়া হঠাৎ আতঙ্কে আবার আমি নিরাশাসাগরে ডুবিতেছি, আমার এই দুঃখে পৃথিবীর মাধুরীচন্দ্র কি কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেন না? হায়, হায়! আমার বংশে রাহু উপাধি কেন হইয়াছিল? আমি রাহু, পাছে আমি মাধুরীচন্দ্রকে গ্রাস করিয়া ফেলি, সেই ভয়েই কি মাধুরী আমাকে অকূল পাথারে ভাসাইবেন? কেন আমি যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া সৈনিকদলে প্রবেশ করিয়াছিলাম! আমার বুকের ভিতর যুদ্ধ হইতেছে! আশার সঙ্গে নিরাশার যুদ্ধ! আমিও যুদ্ধ করিতেছি। আমার যুদ্ধ কাহার সঙ্গে? ইহ জীবনের ভাগ্যের সঙ্গে! কেন এমন যুদ্ধ হয়? ভাগ্য কি আমার বৈরী? কখনই সম্ভব নয়। ভাগ্য যদি আমার বৈরী হইত, তাহা হইলে ইহ জীবনে মাধুরীকে আমি দেখিতে পাইতাম না। মাধুরীকে যখন দেখিয়াছি, মাধুরীকে যখন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছি, মাধুরী যখন আর একবার আমাকে দেখা দিতে চাহিয়াছেন, তখন ভাগ্য আমার কখনই প্রতিপক্ষ হইবে না। ঐ—ঐ—ঐ আবার সেই প্রশ্ন! ঐ আবার সেই রকমে কে যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে, শান্তি না সংগ্রাম? কৈ?

সে বিহঙ্গ কোথায় গেল? এবার কেন তাহার মুখে উত্তর পাওয়া যায় নাই, আচ্ছা, আমি নিজেই এইবার বিহঙ্গ হইব; বিহঙ্গ হইয়া ঝঙ্কার করিব, ঝঙ্কার করিয়া উত্তর দিব, শান্তি;—শান্তি;—শান্তি;—বিহঙ্গ হইয়া মাধুরীর মন্দিরে উড়িয়া যাইব; মন্দিরের চূড়ায় বসিয়া মাধুরীকে জিজ্ঞাসা করিব, শান্তি না সংগ্রাম?

দুঃখের রজনী দীর্ঘ হয়, চিন্তার রজনী দীর্ঘ হয়, শূরেশ্বর রাহুর দুঃখের রজনী সেই কল্পনার উপদেশ মানিল না, শূরেশ্বর-কেও আর অধিকক্ষণ নিশা-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইল না, সৈনিক নিবাসের অদূরবর্ত্তী উদ্যানে বৃক্ষে বৃক্ষে বিহগকুল কলরব করিয়া উঠিল, ধূসরবসনা উষা আসিয়া, অবগুণ্ঠন্ খুলিয়া মৃদু হাসিয়া শীঘ্র শীঘ্র পলায়ন করিল, পূর্ব্বগগন পরিষ্কার, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব ক্ষণ। শূরেশ্বর আপন মনে হাস্য করিলেন, কল্পনাকে আহ্বান করিয়া মন্ত্রণা করিয়া রাখিলেন, নবমীর সূর্য্যদেবকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার ভাগ্যে এখন শান্তি না সংগ্রাম?"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ইহারাও কি ভূত?

নবমী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী, এই ছয় দিন ছয় রাত্রি আসিল আর চলিয়া গেল, শূরেশ্বরের পাগল চিত্ত আহ্লাদে উৎফুল্ল হইল। পরদিন সন্ধ্যাগমে স্বরেশ্বর

সেই দেবোদ্যানে প্রবেশ করিবেন, দেবালয়ের বহির্ভাগে প্রতীক্ষা করিবেন, প্রতীক্ষার সামগ্রী সম্মুখে আসিয়া দেখা দিবে, মনের ভিতর ক্রমাগত অবিশ্রান্ত এই আশা। বহির্ভাগে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেন ;—মাধুরী দর্শনের প্রতীক্ষা।

সত্য সত্যই শূরেশ্বরের চিত্ত পাগল! অষ্টমী যামিনীতে শূরেশ্বর গণনা করিয়া রাখিয়াছেন, অষ্টাহ মাত্র অবশিষ্ট। চিত্ত পাগল না হইলে তেমন অদ্ভুত গণনা আসিত না! কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী ; এই দিন হইতে অষ্টাহ পূর্ণ হইলে পূর্ণিমা আসিতে পারে না, শূরেশ্বরের পাগল চিত্ত তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। চতুর্দ্দশীর পরদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে শূরেশ্বর আপনার চিত্ত সংশয়কে আশা বসন পরাইয়া, উত্তমরূপে সাজাইয়া লইয়া, সেই নির্দ্দিষ্ট দেবোদ্যানে গমন করিলেন ; যে দিকে দেবালয়, অগ্রে সে দিকে না গিয়া কিঞ্চিৎ দুরস্থিত এক সরোবরতীরে গিয়া দাঁড়াইলেন। যেখানে দাঁড়াইলে দর্শক লোকের চক্ষে পড়িতে হয়, সেখানে তিনি রহিলেন না ; সরোবরের পূর্ব্বকূলে শ্রেণীবদ্ধ কতকগুলি ঘর, প্রত্যেক ঘরে এক এক দরজা, ভিত্তিগাত্রে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে দুটী দুটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ ; পর্ব্ব-বিশেষে সেই সকল ঘরে অতিথি-সেবার ভাণ্ডার হয় ; অপরাপর সময়ে ঘরগুলি শূন্য পড়িয়া থাকে, সে দিনও সেই ঘরগুলি খালি ছিল, চাবি বন্ধ ছিল না ; শূরেশ্বর সেই কক্ষ-শ্রেণীর একটী কক্ষ মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে আশ্রয় লইলেন ; কক্ষদ্বার উদারমুক্ত রাখিলেন না, অর্গল বদ্ধও করিলেন না, ভিতর হইতে কেবল আবৃত করিয়া দিলেন মাত্র। আকুল শূরেশ্বর সেইখানে, আমরা এখন উদ্যানের অপরাপর লীলা দর্শন করিবারজন্য বসরহিব।

সরোবরের চারিধার শ্বেত প্রস্তর সোপানে আবদ্ধ, লোকেরা চারিদিক দিয়াই অবতরণ করিয়া অবগাহন ও সলিলোত্তোলন করিতে পারে। সূর্য্যাস্ত হইবার অল্পমাত্র বিলম্ব; নিবিড় পল্লবাবৃত তরুচ্ছায়ায় উদ্যানটী তখন দিব্য শীতল হইয়াছে; পল্লীবাসিনী স্ত্রীলোকেরা এক এক কুম্ভ কক্ষে লইয়া সেই সরোবরে জল লইতে আসিতেছে; সলিলে কুম্ভ ভাসাইয়া কতকগুলি রমণী জলে নামিয়া গাত্র প্রক্ষালন করিতেছে; গুটীকতক রমণী শূন্যকুম্ভ তীরে রাখিয়া, তীরভূমিতে দণ্ডায়মানা হইয়া হস্ত-নেত্র সঞ্চালন পূর্ব্বক, নানাপ্রকার গল্প করিতেছে; কক্ষ মধ্যস্থ শূরেশ্বর একটী গবাক্ষে মুখ রাখিয়া, অদেখা হইয়া, তাহাদের ভাবভঙ্গী দর্শন করিতেছেন। নারীগণের একদল উঠিতেছে, একদল নামিতেছে, একদল চলিয়া যাইতেছে, আর একদল আসিতেছে, একদল জলকেলি করিতেছে, দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব রক্তবর্ণ, উদ্যানের উচ্চ উচ্চ তরুশিরও রক্তবর্ণ, দেবালয়ের চূড়াগুলিও রক্তরঞ্জিত স্বর্ণবর্ণ; অল্পক্ষণের মধ্যেই সরোবর নারীশূন্য হইল, জলক্রীড়া সমাপ্ত করিয়া, একে একে, কেহ কেহ বা দলে দলে সিক্তবসনে কুম্ভকক্ষে, দক্ষিণহস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে হেলিতে দুলিতে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। শেষকালে পূর্ণযুবতী তিনটী কামিনী চঞ্চলচক্ষে ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে; বিবিধ হাবভাব দেখাইতে দেখাইতে সরোবর-সোপানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের কক্ষে কুম্ভ ছিল না, তিন জনের হস্তেই এক একখানি সুরঞ্জিত পট্টবস্ত্র; গাত্র প্রক্ষালন করিয়া শুষ্কবাস পরিধান করিবে, ইহাই তাহাদের অভিপ্রায়, লক্ষণ দেখিয়া সেই ভাবটী স্পষ্টই বুঝা গেল।

গবাক্ষপথে দাঁড়াইয়া শূরেশ্বর তাহাদিগকে দর্শন করিতে-ছেন। তিনজনই যুবতী, প্রায় সমবয়স্ক; তিন জনেই রূপবতী, তিন জনেই চঞ্চলা;—তিন অঙ্গেই প্রায় সমান আভরণ, তিন মস্তকেই বেণীবদ্ধ কেশ,—তিন জনের ছয় নয়নে বক্র বক্র কটাক্ষ, তিন অধরেই মৃদু মৃদু হাসি।

শূরেশ্বর দর্শন করিতেছেন, কিঞ্চিৎ দূর হইতে সুন্দরী যুবতী কামিনীদের রূপ দর্শন করিলে হৃদয়ে পুলকের উদয় হয়, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, শূরেশ্বরের হৃদয় তিনবার বিকম্পিত হইল, কম্পের সঙ্গে সঙ্গেই রোমাঞ্চ; শূরেশ্বর শিহরিলেন। কেন এমন হইল, শূরেশ্বর তাহা বুঝিলেন, আর কেহ দেখিল না, সুতরাং আর কেহ বুঝিল না; আমরাও তখন সে ভাবের নিগূঢ়ভাব বুঝিতে পারিলাম না।

কামিনীরা জলে নামিল; নানাপ্রকার কৌতুক বিলাসে জলক্রীড়া করিল; সূর্য্যদেব সেই সময় কিরণ সংবরণ করিলেন; আকাশের পশ্চিম প্রান্তে কেবল একখানি নিষ্প্রভ স্বর্ণ থালের ন্যায় আরক্তমণ্ডল দৃষ্টি হইতে লাগিল; কামিনীরা তিন জনেই ঊর্দ্ধনেত্রে পশ্চিমাকাশ দর্শন করিয়া শশব্যস্তে তীরে উঠিল। একজন বলিল, "ঐ ভাই আবার সেই রকম! পশ্চিম কোণে মেঘ উঠিয়াছে! ঝড় উঠিবে; সন্ধ্যাকালেই বৃষ্টি হইবে। চল,—শীঘ্র চল;—এখন আর বাড়ী যাওয়া হইবে না,—গিয়া আবার ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব সহিবে না,—বৃষ্টি আরম্ভ হইলে হয় ত আসিতেই পারিব না,—আরতি দেখা হইবে না। কায নাই,—এখন আর ঘরে গিয়া কায নাই, এক যাত্রায় আরতি দর্শন করিয়াই চলিয়া যাওয়া যাইবে। চল, অতিথিশালাতেই খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া নাট-মন্দিরে যাইব।"

তিন জনেই তিনখানি শুষ্ক পট্টবস্ত্র হস্তে লইয়া, সিক্ত বসনে মন্থর গমনে অতিথিশালার নিকটবর্ত্তিনী হইল; একবার মাত্র চাহিয়া দেখিয়াই শূরেশ্বর গবাক্ষ পথ হইতে মুখ লুকাইলেন। মুখ লুকাইবার কারণ কি, গাত্র-রোমাঞ্চের কারণের ন্যায় তাহাও আমাদের অজ্ঞাত থাকিল।

অতিথিশালার কক্ষগুলির সম্মুখভাগে কক্ষ-সংলগ্ন অনেকদূর লম্বা একটী অপ্রশস্ত টানা বারাণ্ডা; কামিনীরা সেই বারাণ্ডায় গিয়া উঠিল! প্রথম কক্ষের দিকে চাহিয়াই, চমকিয়া একটী কামিনী বলিয়া উঠিল, "মাগ্‌গো! এ ঘরটার দরজা বন্ধ। ভয় করে! চল—চল, এখানে আর দাঁড়ায় না।"

চঞ্চল পদে তিন জনেই দ্বিতীয় কক্ষের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। কক্ষদ্বার অনাবৃত, তিন জনেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল; সেই খানে সিক্তবাস ত্যাগ করিয়া শুষ্কবাস পরিধান করিল; সিক্ত বসনগুলি নির্জ্জল করিয়া তিনখানি গাত্রমার্জ্জনীতে বাঁধিয়া রাখিয়া গল্প করিতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যার অন্ধকার, আকাশে মেঘ,—উভয় অন্ধকার এক সঙ্গে মিলিয়া অন্ধকারের নিবিড়তা বাড়াইল। কামিনীদের গল্প চলিতেছে;—নিতান্ত মৃদুস্বরে কথা নহে, গল্পের কথাগুলি শূরেশ্বর অল্প অল্প শুনিতে পাইতেছেন। গল্পের অবসরে এক একবার নামে নামে সম্বোধন চলিতেছিল; সম্বোধনের সূত্র ধরিয়াই তিন জনের তিনটী নাম পাওয়া গেল;—একটীর নাম অম্বা, একটীর নাম চম্পা, একটীর নাম কস্তুরা। নাম তিনটীও শূরেশ্বরের কর্ণে প্রবেশ করিল। রূপ দেখিয়া শূরেশ্বর পূর্ব্বে শিহরিয়াছিলেন, নাম শুনিয়া শিহরিলেন না, ইহাও

আপাততঃ অভেদ্য রহস্য। যে কক্ষে শূরেশ্বরের আশ্রয়, নিঃশব্দে সেই কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শূরেশ্বর বারাণ্ডায় আসিলেন, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে দ্বিতীয় কক্ষের দ্বারের পার্শ্ব ভিত্তিতে গাত্র সংলগ্ন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়াইলেন; নিশ্বাস প্রায় নিরুদ্ধ। ঘোর অন্ধকার, সহসা কেহ কাহাকে দেখিতে পাইবে, মনে এমন আশঙ্কা রহিল না।

কামিনীদের গল্প চলিতেছে। একজন হঠাৎ হাস্য করিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা চম্পা, ঐ ঘরটার দরজা বন্ধ দেখে তুই তখন বল্‌ছিলি, ভয় করে! কেন লা, কিসের ভয়?"

চম্পা। কে জানে ভাই, সন্ধ্যা হলেই যেখানে সেখানে আমার কেমন একরকম ভয় হয়! সেই সব কথা মনে পড়ে, কি ভাই সে সব কাণ্ড! রোজ রোজ উৎপাত! পাড়া-শুদ্ধ লোকের ঘুম হয় না! হুপাহাপী, দুপাদাপী, হাসির খিলি খিলি, কত লোকের কিলি কিলি, সে সব কি ভাই! মাগ্‌গো! যখনি মনে হয়, তখনি আমার গা কাঁপে!

অম্বা। সেখানে হয় তা এখানে কি? ওরকম উৎপাত অনেক জায়গায় আছে, তা বোলে কি সে সব জায়গার লোকেরা রাত দিন ভয়কে সঙ্গে সঙ্গে করে বেড়ায়? উপদেবতাদের কাণ্ডই ঐ রকম! নমস্কার—নমস্কার! উপদেবতারাও এক রকম ঠাকুর! কি বলিস্ কস্তুরা?

কস্তুরা। চম্পা ওসব কিসের কথা বল্‌ছে?

অম্বা। ঐ সেই মাদীর বাড়ীর ভূতের কথা!

কস্তুরা। আছে—আছে। অনেক কাল আছে! সে

কি আজকের কথা! ঠাকুমা বল্‌তেন, ঐখানে যে একখানা পুরাতন বাড়ী ছিল, যে বাড়ীর উপর মাদী এখন বাড়ী করেচে, সেই সেকেলে বাড়ীখানার যখন বোনেদ খোঁড়া হয়, সেই সময় হু হু কোরে জল ওঠে! তিন চার হাত গর্ত্ত হবার পরেই অগাধ জল! সে জলে যে পড়ে, সে আর ওঠে না! কোথায় ভেসে যায়, কোথায় ডুবে যায়, ঠাঁই ঠিকানা হয় না! যারা যারা ডুবেছিল, অতল জলে তলিয়ে গিয়েছিল, তারাই সব ভূত হয়ে রয়েচে! আছে ত অনেক কাল, তাতে আর ভয় কি? কাহাকেও কখনো কামড়ায় না, আঁচড়ায় না, গিলেও ফেলে না, কিছুই করে না, তবে আর কিসের ভয়?

অম্বা। (চম্পাকে সম্বোধন করিয়া) কি লো চম্পা! শুনতে পাচ্ছিস্ কিছু? কস্তুরো দিদি কি বল্‌ছে,শুন্‌ছিস্? অনেক কাল তারা ঐখানে বাসা কোরে আছে, কখন কাহারো কোন মন্দ করে না, তবে তুই অত ভয় পাস কেন?

চম্পা। তোমার কস্তুরো দিদি তবে হয় ত মন্ত্র জানে, মন্ত্রের জোরে ওর কাছে তারা ঘেসে না! রাম—রাম—রাম! রোজ রাত্রে ভাই আমার ঘরে একটা আসে, বিছানার কাছে দাঁড়ায়, ছুঁই ছুঁই কোরে হাত বাড়ায়, হি হি করে হাসে, আমি ত ভাই ভয়ে কাঠ হয়ে থাকি!

কস্তুরা। তোর তবে ভারি কপাল জোর! কেবল ছুঁই ছুঁই করে, কেবল হাত বাড়ায়, আর কিছুই করে না; বিছানাতেই ওঠে না, গায়েও হাত দেয় না, মুখেও,—তবে কেন ভয় পাস্? আমার ঘরেও একজন আসে; কথা কয় না, বিছানায় যায়, চুপটী

কোরে শুয়ে থাকে, আমিও মুখটা বুজে এক পাশে শুয়ে থাকি, চক্ষু মুদে থাকি, ভোর বেলা চেয়ে দেখি কিছুই না!

চম্পা। কপাল জোর তবে আমার না তোমার? বিছানায় শুয়ে থাকে, গায়ে হাত দেয় না,—ওঃ! কত বড় হাত! যেন এক একটা পাঁচ হাত লম্বা কেউটে সাপ! আমার ভাই বড় ভয়!

এই রকম গল্প চলিতেছে, শূরেশ্বর শুনিতেছেন। বৃষ্টি আসিল,—মুষলধারে বৃষ্টি! সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প ঝড়! অম্বা বলিল, "তবে আর আরতি দেখা হল না, এ দুর্য্যোগে এখান থেকে কে আর বাহির হয়! ঠাকুর মাথায় থাকুন, আরতি মাথায় থাকুক, উপঠাকুরের গল্পটাই ভাল করে শোনা যাক্। হ্যাঁ দিদি কস্তুরো, বনেদ খোলার সময় জল উঠেছিল, অনেক লোক ডুবে গিয়েছিল, লোকেরা যেন ভূত হয়ে রয়েচে, তত জল তবে কোথায় গেল?

কস্তুরা। জল ত জল, স্রোত বয়ে গিয়েছিল, বড় বড় তরঙ্গ উঠেছিল, বাড়ী ঘর গাছপালা পাহাড় পর্ব্বত ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল! বড় বড় জাহাজ চলেছিল!

অম্বা। (হাস্য করিয়া) হ্যা হ্যা, আমিও শুনেচি, জোয়ার ভাঁটা খেলেছিল! অনেক খবর তুমি রাখ, জলের ত সীমা পরিসীমা ছিল না, কিন্তু সে সব জল গেল কোথা? তত জলের উপর বাড়ী খানাই বা কি রকমে দাড়িয়েছিল?

কস্তুরা। সে সব ভাই অনেক কথার কথা! ঠাকুমা বলে-ছিলেন, অনেক লোক ডুবেচে; সেই সব লোকের সঙ্গে ঠাকু-মার দুটো ভাই ছিল, তারাও ডুব মরেচে; জল খেযে খেযে

মরেচে! অনেক লোক কিনা, সকলেই এক এক পেট জল খেয়েছিল, সব জল তারাই খেয়ে ফেলেচে, তাদের দেহগুলাও সেই খালের আধাআধি ভরাট করে দিয়েচে, তারপর বাড়ী হয়েছিল। সে বাড়ী অনেকদিন ছিল, এদানিক,—এই সবে পাঁচ সাত বৎসরের কথা, সেই বাড়ীখানা ভেঙ্গে ফেলে মাদী ছুঁড়ী ঐ নূতন বাড়ী বানিয়েচে; ভূতেরাও নূতন হয়ে ঐ নূতন বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েচে।

চাঁপা। ঠিক—ঠিক—ঠিক! এখন আমার মনে হলো! ভূতেরা নতুন হয়েচে! বাড়ী খানাও নতুন, মাদী ছুঁড়ীও নতুন, ভূতেরাও নতুন! আমি শুনেচি, তোমরাও হয় ত শুনে থাকবে, সেই রকমের একটা নতুন ভূত নাকি মাদীর সঙ্গে রেতের বেলা তাস খেলা করে, ঢোলোক বাজায়, গীত গায়, নাচে, কত রঙ্গই করে!

কস্তুরা। শুনেছিস্? তবে ত ঠিক কথাই হয়েচে! ঐ জন্যই মাদী ছুঁড়ী বিয়ে কত্তে রাজী নয়! এই এত দিনে এত ক্ষণে গোড়া পর্য্যন্ত টান পড়েচে। ভূতের সঙ্গে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে, মনের সাধে ঘর সংসার কোচ্ছে, তবে আর একটা মানুষ বিয়ে কোরে ঝনঝাট্ বাড়াতে চাইবে কেন? মাদীর বুদ্ধি আছে কিনা, মানুষেরা যাদের বিয়ে করে, কায়দায় পেয়ে তাদের সকলকেই দাসী করে রাখে, নানা রকম জ্বালা যন্ত্রণা দেয়, ভূতেরা সে সকল উৎপাত জানে না, যাকে পায়, তাকে নাকি প্রাণের সঙ্গে সোয়াগ করে,—প্রাণের সঙ্গে ভালবাসে।

সুরেশ্বরের খোঁকা লাগিল। কাহার কথা ইহারা বলে? মাদী ছুঁড়ী, মাদী ছুঁড়ী;—মাদী ছুঁড়ী কে? মাদী কি আমরা

সেই প্রাণ-প্রতিমা মাধুরী? আমার মাধুরী কি সত্য সত্য প্রেত-বিলাসিনী? সত্যই কি সেই জন্য চিরকুমারী থাকিবার সংকল্প? (আপন বক্ষে হস্তার্পণ পূর্ব্বক আত্ম সম্বোধনে) শূরেশ্বর! ছিঃ! তুমি কি পাগল? ভূতের গল্পে বিশ্বাস কর? অট্টালিকার বনিয়াদে অগাধ জল হয়, স্রোত বহিয়া যায়, জোয়ার ভাটা খেলে, বড় বড় জাহাজ চলে, এ জলমগ্ন মনুষ্যের পেটে পেটে জল প্রবেশ করিয়া স্রোত শুখাইয়া যায়, মৃতদেহের দ্বারা অগাধ খাদ ভরাট হয়, এ সব কথাও যেমন সত্য, ভূতের অস্তিত্বও সেইরূপ সত্য। জীবিতা রমণীরা ভূত লইয়া ঘর সংসার করে, এ কথাও সেইরূপ সত্য! শূরেশ্বর! অস্থির হইও না, হতাশ হইও না, ভয় পাইও না! মাধুরী সুন্দরী এখনি আসিবে, মাধুরীকে এখনি আমি তোমায় দেখাইব, মাধুরী তোমার হইবে, আমি ঘটকালী করিয়া মিলাইয়া দিব, চিন্তা করিও না! মনের ধাঁধাঁ দূর করিয়া দাও, ধারণা করিয়া রাখ,—ভূতের কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা।

শূরেশ্বর এইরূপে শূরেশ্বরকে অভয় দিয়া প্রেততত্ত্বে অবিশ্বাস করিতে শিখাইলেন। প্রকৃতিস্থ হইয়া একবার শূরেশ্বর মনে করিলেন, গল্পকারিণীদের সমক্ষে প্রকাশ হইয়া রহস্য ভাঙ্গিয়া দেন, আবার মনে করিলেন, সে কার্য্যটা ভাল হইবে না, ভূতের প্রসঙ্গে ইহারা আরও কি কি কথা বলে, শুনিয়া রাখা যাউক। শূরেশ্বর শুনিতে লাগিলেন, কামিনীরা পুনর্ব্বার আপনাদের পূর্ব্বকথার ধুয়া ধরিল।

প্রথমেই চম্পার কথা। চম্পা বলিল, "যাহা যাহা আমি শুনেছি, তাই তাই আমি বল্লেম, কিন্তু ভাই, আমার মনে

একটা বড় খট্‌কা আছে,—একটা কেন, দুটো আছে। ভূতেরা খুব লম্বা লম্বা হয়, মাদী একরত্তি মেয়ে;—মাপে তিনহাতে পাওয়া যায় না। এত ছোট, তাতে আবার শরীর কাহিল; কোমরখানি একমুঠায় ধরা যায়;—মাথাটী খুব ছোট;—এত ছোট যে, চুলের ভরে টল টল করে কাঁপে;—কাঁপবেইতো,—সেই ছোট মাথায় এক বোঝা চুল! একটা প্রকাণ্ড ভূতের কাছে সেই ছোট মেয়ে কেমন করে থাকে? এই গেল আমার এক খট্‌কা;—আর এক খট্‌কা এই যে, লোকে বলে, যে মেয়েকে ভূতে পায়, সে মেয়ে দিন দিন রোগা হয়ে যায়, কালীবর্ণ হয়, চক্ষু-কোটরে বসে, মুখ শুকিয়ে কেমন কদাকার হয়; মাদী ত সেরকম হচ্ছে না; যেমন ফুট গৌরবর্ণ, তেম্নি আছে, যেমন ঢল ঢলে মুখ, তেম্নি আছে, যেমন পটলচেরা ভাসা ভাসা চক্ষু, ঠিক তেম্নি আছে; রূপও নষ্ট হয়নি, রোগাও হয়নি, এটা ভাই কেমন হ'লো?

অম্বা। রোগা আবার রোগা হবে কি? সে ছুড়ী ত কখন মোটাসোটা নয়,—নিজে যেমন ছবি আঁকে, নিজেও যেন তেম্নি একখানি ছবি। তবে কি না, চেহারার কথা;—চেহারা ছোট বেলা যেমন আমরা দেখেছি, এখন আর তেমন সুচেহারা নাই; কথাও বড় বেশী কয় না,—গুম্ হয়ে থাকে। ঐ সব ভূতে পাওয়ার লক্ষণ!

চম্পা। না ভাই, তোমরা আর একজাই ওরকম ভূত ভূত কোরো না, আমার যেন ফিট্ আস্‌ছে, এখনি যেন মূর্চ্ছা যাব!

অম্বা। মূর্চ্ছা তো তোর কথায় কথায়! গল্প শুনেই মূর্চ্ছা আসে! আমি যে কত সময় কত রকম কত কি দেখি, তা যদি

শুনিস্ তবে ত মূর্চ্ছা তোকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ছেড়ে যাবে না! ঐ যে তুই বল্লি, মাগীকে মেপে দেখলে তিনহাতের চেয়েও কম হয়,—তা অমন ছোট বড় অনেক থাকে। আমি এক-জনকে জানি, তাকে মাপলে চার হাতেও কুলায় না, সাড়ে তিন হাতের উপর বরং আরো একহাত বেশী উঁচু;—কিন্তু সে হচ্ছে ভাই একজন পুরুষ মানুষ।

চম্পা। মাগ্ গো!—তবে সেটাও হয় ত একটা ভূত!

অম্বা। দূঃ ছুঁড়ি! ভূত কি কখনো চারহাত হয়? ভূত যে তালগাছ!

চম্পা। না ভাই তোরা চুপ কর! অমাবস্যার রাত্তির, কোথা দিয়ে কোন ভূত আবার এখানে উড়ে আসবে, গলা টিপে মেরে যাবে, ভূতের কথা আর বোলো না,—রাম রাম বল! অমাবস্যার রাত্তিরে ভূত প্রেত বেশী বেড়ায়!

অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকিতেছে, গভীর নিনাদে জলদ গর্জ্জন হইতেছে, দূরে দূরে বজ্রপাতের ভীষণ ভীষণ প্রতিধ্বনি আসিতেছে, ঘোর অন্ধকারে দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শুরেশ্বর কাঁপিতেছেন, সেখান হইতে সরিয়া পূর্ব্বকক্ষে প্রবেশ করিতে মন চাহিতেছে না, আরও কিছু বেশী শুনিবার আকাঙ্ক্ষা বাড়িতেছে, সরিলেন না;—স্থির-কর্ণে শুনিতে লাগিলেন।

কস্তুরা বলিল, "চার হাত,—চার হাতের চেয়েও বেশী,—আচ্ছা অম্বা তারে তুই কোথায় দেখেছিস্?"

অম্বা। কোথায় আর দেখবো, কোথায় আমি যাই,—এই খানেই দেখেছি, এই খানেই আছে।

কস্তুরা। আমিও দেখেছি! চার হাত হোক্, পাঁচ হাত হোক্, যতই উচু হোক্, চেহারা কিন্তু খুব চমৎকার! বাটাপারা মুখ, একমাথা চুল, মোচাপারা গোঁফ্, বাঁশীপারা নাক, টানা টানা চোক্, বাঁকা বাঁকা ভুরু, রূপে যেন কন্দর্প!

অম্বা। (বিস্ময়ে) তুই তারে কোথায় দেখ্লি?

কস্তুরা। কেন? তারে দেখ্বার ভাবনা কি? কোথায় না যায়? সব যায়গায় বেড়ায়! কতবার আমি তাকে দেখেছি।

অম্বা। তবু—তবু! কোথায় দেখেছিস্?

কস্তুরা। আমার আপনার ঘরে।

অম্বা। সে কিলো? বলিস্ কি?—তোর ঘরে?—সেই লোক? আশ্চর্য্য!

চম্পা। কোন লোক?—সেই—যে লোকটী সিপাহীর মত পোষাক পরে, ফিক্ ফিক্ করে হাসে, কতরকম রসিকতার কথা কয়, সেই লোকটী কি?—আমিও দেখেছি! আমার ঘরেও দুই তিন দিন গিয়েছিল। বেশ লোক!

অম্বা। আ-মলো! তোর ঘরেও? উঃ! ভারি নেমক হারাম্!—আমায় বলে, আমি তোমারি! ওমা! ভিতরে ভিতরে এত সৃষ্টি! তবে সেটা মানুষ নয়,—ঠিক বলেছিস্ চম্পা, সেটাও হয় ত একটা ভূত!

শূরেশ্বরের মুখে হাসি আসিল, হাসি কিন্তু বাহির হইল না, —সংশয় আসিয়া, বিস্ময় আসিয়া, আশঙ্কা আসিয়া যেন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল;—হাসিও বাহির হইল না, কথাও বাহির হইল না, কম্পও নিবারিত হইল না। শূরেশ্বর ভাবিলেন,

একি বিভ্রাট! ইহারা আমাকে মজাইল দেখিতেছি! এখানে ইহারা এই অন্ধকার রাত্রে তিন জনে পরস্পর ঐ গল্প করিল। যেখানে সেখানে এই রকম গল্প যদি করে, এ গল্প যদি আমার মাধুরী সুন্দরীর কর্ণে যায়, তবে ত আমার সকল আশায় জলাঞ্জলি হইবে! এগল্প শুনিলে মাধুরী ত আমাকে কিছুতেই বিবাহ করিতে রাজী হইবে না! আমি দীর্ঘাকার, বর্ণনা শুনিয়া চম্পা আমাকে ভূত ভাবিয়াছিল, অম্বালিকাও ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ভূত বলিল! আর আমার বাকী কি! গল্প শুনিয়া মাধুরী আমাকে ঘৃণা করিবে, মাধুরী ঘৃণা করিলেই আমি জলে ঝাঁপ দিয়া মরিব; বনিয়াদের জলে ডুবিয়া চম্পার ঠাকুরমার আমলে যাহারা প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিল,তাহারা যেমন ভূত হইয়া আছে, নদীর জলে ডুবিয়া মরিয়া আমিও সেই রকম ভূত হইব! ভূত হইয়াও কিন্তু মাধুরীকে অন্বেষণ করিব! আমি যদি ভূত হইয়া মাধুরীকে লাভ করিতে পারি, তবে আর ভূতের কথায়—ভূতের অস্তিত্বে আমার অবিশ্বাস থাকিবে না! আর এখানে দাঁড়াইব না,—আরও কিছু বেশী শুনিলে বুক ফাটাইয়া আমার অন্তরাত্মা উড়িয়া বাহির হইবে! আর এখানে দাঁড়াইব না,—আর কথা শুনিব না।

এইরূপ ভাবিয়া হতাশ হৃদয়ে ভগ্নচিত্তে শূরেশ্বর মরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় চম্পা আতঙ্কে চীৎকার করিয়া বলিল, "ও মাগ্‌গো! সেটাও তবে ভূত! মাগ্‌গো! আমার ঘরে তবে জোড়া ভূত!—চুপকর ভাই চুপকর! বার বার বল্‌ছি, অমাবস্যার রাত্তির, এরাত্তিরে ভূতের মেলা মেলি খুব বেশী হয়, এই অমাবস্যার রাত্তিরে ঠাকুমার ভাই দুটো

ভূতের উৎপাতে জলে ডুবে মরেছিল! এই অমাবস্যার রাত্তিরে কি করে যে আমরা ঘরে যাব, সেই ভাবনাতেই আমার প্রাণ যেন উড়ু উড়ু কচ্ছে!

এতক্ষণের পর শূরেশ্বরের হুস্ হইল। অন্ধকারে আপনার অঙ্গের দিকে একবার নেত্রপাত করিয়া শূরেশ্বর চমকিত নয়নে উদ্যানের দিকে চাহিলেন, সরোবরের দিকে চাহিলেন, দেব-মন্দিরের দিকে চাহিলেন, সমস্তই অন্ধকারে ঢাকা। বার বার তিনি শুনিলেন, চম্পা বারবার বলিল, অমাবস্যার রাত্রি। জগৎ অন্ধকার দেখিয়া শূরেশ্বর তখন বুঝিলেন, সত্যই অমা-বস্যার রজনী। এতক্ষণ তাঁহার ধারণা ছিল পূর্ণিমা, এখন বিশ্বাস হইল অমাবস্যা। সন্ধ্যাকালেই বৃষ্টি আইসে নাই, পূর্ণি-মার দিন সন্ধ্যাকালেই শূরেশ্বরের নয়নে চন্দ্র-কিরণ অথবা চন্দ্র মূর্ত্তি প্রতিফলিত হয় নাই. বোধ হয় প্রেমের কুহকে তখন তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছিলেন, এখন জ্ঞানোদয় হইল। জ্ঞানোদয়ে তিনি সুখী হইলেন না, আরও একপক্ষ প্রতীক্ষা করিতে হইবে, সেই একপক্ষ তাঁহার পক্ষে যেন একযুগ বোধ হইবে, ইহা স্থির করিয়াই তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, যেন মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে পূর্ব্বাশ্রয় পার্শ্ব-কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত। বৃষ্টি ধরিয়া গিয়াছে, অনেক পূর্ব্বে দেবালয়ে আরতি হইয়া গিয়াছে, দেবালয় প্রায় জনশূন্য। অম্বা, চম্পা, কস্তুরা একসঙ্গে বাহির হইয়া একবার দেবালয়ে গেল, দেবতার উদ্দেশে বাহির হইতে প্রণাম করিল, তাহার পর "রাম—রাম—রাম!" উচ্চারণ করিতে করিতে গৃহাভিমুখে চলিল। যখন যায়, তখন অতিথিশালার নিকট দিয়াই গেল,

গবাক্ষপথে উঁকি মারিয়া শূরেশ্বর তাহাদিগকে দেখিলেন, অন্ধকারে চেহারা চিনিলেন না, অনুমানে বুঝিলেন, তাহারাই।

এতক্ষণ শূরেশ্বরের নাসিকায় উষ্ণ নিশ্বাস বহিতেছিল, এই সময়ে একটী শান্ত নিশ্বাস বহির্গত হইল;—শান্ত-শীতল। তখন শূরেশ্বর মনে করিলেন, পূর্ব্বে উহাদিগকে আপদ ভাবিতাম না, আজিকার কাহিনী শুনিয়া আপদ মনে হইল। উহারা আমাকে ভূত বলিয়া তামাসা করিল! সম্মুখে আমি উপস্থিত থাকিলে ভূত বলিতে পারিত না, উদ্দেশে বিদ্রূপ করিল! উহাদের মনে ভালবাসা নাই। কস্তুরার মনে যাহা একটু ছিল, আজ আবার তাহাও মিলাইয়া গেল। অম্বা বলিল, দেখিয়াছি; চম্পাও বলিল, দেখিয়াছি; আপনাদের ঘরেই দেখিয়াছে, সে কথাও প্রকাশ করিয়া বলিল। তবে আর একমনে ভালবাসার স্থান কোথায়? স্থান নাই! নাই থাকুক, আমার ভালবাসা অতঃপর একটী উত্তম আধার প্রাপ্ত হইবে।

আর একবার বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া শূরেশ্বর আপন মনে বলিলেন, ঘোর অন্ধকার! আমারও হৃদয়ে যেন ঘোর অন্ধকার! অমাবস্যা!—চন্দ্রবিরহিত তিথিও অমাবস্যা, চন্দ্রবিরহিত আমার হৃদয়েও অমাবস্যা! ভ্রান্তি! দিন গণনা করিয়া—দিন দিন প্রতীক্ষা করিয়া পূর্ণিমা ভাবিয়া এখানে আসিয়াছিলাম, পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল না। পূর্ণচন্দ্রের জন্য আরও এক পক্ষকাল অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। অপেক্ষা করিব;—অপেক্ষা করিয়াও পূর্ণ মনোরথ হইতে পারিব কি না, সেই কথাই কথা! অপেক্ষা ত করিব, কিন্তু এই এক পক্ষের মধ্যে অম্বা, চম্পা, কস্তুরা যদি এত দিনের গুহ্য কথা রাষ্ট্র করিয়া দেয়, তাহা-

হইলেই মহাবিপদ! সত্য কথার বহু রসনা নাই, মন্দ কথার সহস্র সহস্র রসনা! জনরবের রসনায় মন্দ কথাই অল্প ক্ষণের মধ্যে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রচার হইয়া পড়ে। কথা যদি মাধুরীর কর্ণে যায়, তবে ত আমার আশা ভঙ্গ হইবেই, আশা-ভঙ্গের সঙ্গে এ দেশ পর্য্যন্ত আমাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে;—দেশ পরিত্যাগ করিলেই যে শান্তি পাইব, এমন আশাও থাকিবে না,—পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে হইবে! কেন উহারা এখানে আসিয়াছিল? ভূতের গল্প কেন তুলিয়াছিল। বনিয়াদে জল, বনিয়াদে সমুদ্র, বনিয়াদে তরঙ্গ, বনিয়াদে জোয়ার ভাটা, বনিয়াদে জাহাজ, বনিয়াদে ভূত! অলৌকিক ব্যাপার! আমার বনিয়াদে কি আছে, কিছুই বলা যায় না। দেখা যাউক, ভাগ্য দেবতার মনে কি আছে! কি চিন্তা করিতেছি? অশ্বা, চম্পা, কস্তুরা। উহারা আমার রোপিত আশালতা শূন্য করিতে আসিয়াছিল! না না,—উহারা বোধ হয় মানুষ নয়; মানুষে ওরকম ভূতের কাহিনী কীর্ত্তন করিতে পারে না। তবে উহারা কে? তবে উহারা কি? উহারা কি ভূত?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

উদয় পূর্ণিমা-চন্দ্র বসন্ত-গগনে!

পক্ষ পূর্ণ হইয়া আসিল। সৈনিক নিবাসে শূরেশ্বর। এই একপক্ষ কাল শূরেশ্বরের সহিত অতি অল্প লোকের দেখা সাক্ষাৎ

হইয়াছে, অতি অল্প লোকের সহিত দুটী একটী কথা হইয়াছে, পক্ষকাল কেবল মাধুরী চিন্তাতেই অতিক্রান্ত। পূর্ণিমা সমাগত। শূরেশ্বরের হৃদয় নাচিল; নৃত্যের সঙ্গে কম্প,—হৃদয় নাচিল আর কাঁপিল। সেই জম্ভলাসুর! দুরন্ত দুরাচার জম্ভল! তাহার বাক্য প্রতারণা-শূন্য হইবে, তাদৃশ ধূর্ত্তলোক সত্যকথা কহিবে, সহসা বিশ্বাস করা যায় না। মাধুরীর সহিত সাক্ষাতের উপায় বলিয়া দিলে, বন্ধন মোচন করিয়া শূরেশ্বর তাহাকে স্বাধীনতা দিবেন, সেই লোভে, সেই আহ্লাদে জম্ভলাসুর মিথ্যাকথা বলিয়া গিয়াছে, ইহাই অধিক সম্ভব, এইরূপ অনুমান করিয়া শূরেশ্বর বিমর্ষ হইলেন, হৃদয় মধ্যে সেই অনুমান সঞ্চারিত হওয়াতেই শূরেশ্বরের হৃদয় কাঁপিল,—মাধুরী সত্য সত্য দেবালয়ে আসিবেন কিনা, সেই সন্দেহে শূরেশ্বরের হৃদয় কাঁপিল,—সত্য যদি আই-সেন, দেখা দিবেন কি না সেই সংশয়ে শূরেশ্বরের হৃদয় কাঁপিল,—দেখাও যদি দেন, কথা কহিবেন কিনা, কথাও যদি কহেন, সে কথা তাঁহার আশার অনুকূল হইবে কি না, সেই সংশয়ে শূরে-শ্বরের হৃদয় কাঁপিল; পূর্ণিমা আসিয়াছে, কেবল সেই আহ্লাদে শূরেশ্বরের হৃদয় নাচিল।

পূর্ণিমা। শরৎকালের পূর্ণিমা আর বসন্ত কালের পূর্ণিমায় প্রকৃতি সতীর অপরূপ শোভা হয়। এখানে বসন্ত কালের পূর্ণিমা; প্রদোষ কালেই বসন্ত চন্দ্র পূর্ণমণ্ডলে পূর্ণ-শোভায় হাস্য করিতে করিতে গগনপটে সমুদিত হইলেন; বাসনানুরূপ বেশভূষা সমাধান করিয়া শূরেশ্বর রাহু বিকম্পিত হৃদয়ে লক্ষ-ক্ষেত্রে চলিলেন; সহচরী হইল মায়াবিনী-আশা, পশ্চাতে বৈরী রহিল দুর্জ্জয় সংশয়।

আকাশপট নীলবর্ণ। নীলচন্দ্রাতপে মণি মাণিক্যে খচিত হইলে যেমন চমৎকার শোভা হয়, নির্মেঘ বসন্ত গগনের আজ সেই প্রকার শোভা। শূরেশ্বর দেবোগ্যানে প্রবেশ করিলেন; ঊর্দ্ধনেত্রে চন্দ্র নক্ষত্র দর্শন করিতে করিতে সরোবরতীরে উপস্থিত হইলেন; সরোবরের শোভাও অতুল; তরঙ্গশূন্য স্বচ্ছ সলিলতলে মণিমুক্তা ভূষিত নীল গগনের সুচারু ছায়া; একবার ঊর্দ্ধে একবার নিম্নে দৃষ্টিপাত করিলে ভাবুকের মনে হয়, উপরেও একটী আকাশ, জলতলেও একটী আকাশ, অতি রমণীয় ভাব। সরোবরের চারিধারে সারি সারি পুষ্প-কুঞ্জ;—কুঞ্জে কুঞ্জে নানা বর্ণের বসন্ত-কুসুম বিকসিত; মৃদু দক্ষিণানিলের মৃদু চাঞ্চল্যের সঙ্গে প্রফুল্ল প্রফুল্ল ফুল ফুলের খেলা; সুবাসে অন্তরীক্ষ পর্য্যন্ত আমোদিত। আকাশে চাঁদের হাসি, তারার হাসি; ভূতলে ফুলের হাসি; বিলাসী জনের বিলাস গৃহে রসিক রসিকার পূর্ণাধরে মধুর মধুর হাসি; বাসন্তী যামিনীর এইরূপ মনোমোহিনী শোভা কবিকুলের চিত্ত-সাগরে নব নব ভাব-তরঙ্গ ছুটাইয়া দেয়। রসিক রসিকার প্রেমের হাস্য ভিন্ন প্রকৃতির প্রিয় পদার্থগুলির হাস্যচ্ছটা শূরেশ্বরের নয়ন রঞ্জন করিল, কিন্তু কি দুর্ভাগ্য, এত শোভা দেখিয়াও তাহার চিত্তরঞ্জন হইল না;—চিত্তরঞ্জনের একটী অভাব আছে,—অভাব পূরণের অবসর এখনও উপস্থিত হয় নাই।

ক্ষণে মেঘ, ক্ষণে রৌদ্র, ক্ষণে হাস্য, ক্ষণে ক্রন্দন, ক্ষণে আলো ক্ষণে অন্ধকার, এই প্রকারে যে সকল বিপরীত ভাব, মানসে সেই প্রকার বিপরীত ভাব লইয়া প্রেম-পিপাসী শূরেশ্বর রাহু সেই অতিথি-শালার পার্শ্বকক্ষে প্রবেশ করিলেন। হয় কি না

হয়? মনে কেবল এইরূপ দ্বিধা এইরূপ চিন্তা। রজনী অগ্রসর হইতেছে। কতক্ষণে আরতির বাদ্যোদ্যম আরম্ভ হইবে, কতক্ষণে জনকোলাহল সমুত্থিত হইবে, কতক্ষণে পুরোহিতেরা প্রতিষ্ঠিত দেবতার আরতি করিবেন, সেদিকে শূরেশ্বরের মন নাই, কতক্ষণে মাধুরী দেবীর স্বর্ণ শিবিকা উদ্যান ফটক পার হইয়া দেবালয়ের দিকে আসিবে, কতক্ষণে সেই শিবিকা-দ্বার মুক্ত হইবে, কতক্ষণে শিবিকা হইতে পূর্ণচন্দ্র বাহির হইবেন, কতক্ষণে নয়নে নয়নে মাধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে, সেই দিকেই শূরেশ্বরের মন।

রাত্রি অনুমান নবম ঘটিকা। আশ্রয়-কক্ষ হইতে বাহির হইয়া, বারাণ্ডায় আসিয়া শূরেশ্বর একদৃষ্টে ফটকের দিকে চাহিয়া রহিলেন। চতুর্দ্দিকের প্রশস্ত ক্ষেত্র, তরুলতা পুষ্প গৃহ মন্দির সবদী সমস্তই কৌমুদী মাখা,—রমণীয় দৃশ্য! সে দৃশ্য শূরেশ্বরের নয়নে ভাল লাগিল না, যে দৃশ্য দর্শনের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে, সে দৃশ্য নিকটে নাই, দূরেও নাই; তবে কি হইল? আশ্বাস কি মিথ্যা? বাসনা কি মিথ্যা? জঙ্গমের সেই বাক্যটা কি মিথ্যা? শূরেশ্বরের সংশয়-প্রবণ চিত্তে কেবল এই প্রকার চঞ্চল কল্পনা।

আরও অর্দ্ধঘণ্টা। আরতি আরম্ভ হইয়াছে, শঙ্খ ঘণ্টা ডঙ্কা দামামা বেণু বীণা প্রভৃতি স্বনে স্বনে বাদিত হইতেছে, লোকেরা চারিদিক হইতে ধাবিত হইয়া নাটমন্দিরে সমবেত হইয়াছে. শত শত পুরুষ, শত শত স্ত্রী ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ অধিকার করিয়া লইয়াছে, অতিথিশালা হইতে দেবালয় দেখা যায়, শূরেশ্বরের নয়ন সে দিকে ফিরিতেছে না, শূরেশ্বরের শ্রবণ দেবালয়ের মঙ্গল বাদ্য

শ্রবণ করিতেছে না, শূরেশ্বরের মন দেবভক্তিতে আকৃষ্ট হইতেছে না, নয়ন মন শ্রবণ কেবল এক দিকেই পড়িয়া রহিয়াছে।

উদ্যানের বহির্ভাগে শিবিকা বাহকগণের অস্ফুট গুঞ্জন ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। সানন্দে করতালি দিয়া শূরেশ্বর লাফাইয়া উঠিলেন। ফটকের দ্বারে স্বর্ণ শিবিকা দেখা দিল। চুম্বক যেমন লৌহ আকর্ষণ করে, শূরেশ্বরের নেত্রচুম্বক সেইরূপে প্রায় শত হস্ত দূরস্থ স্বর্ণ আকর্ষণ করিল। দেখিতে দেখিতে শিবিকাখানি অতিথিশালার নিকটে আসিয়া পৌঁছিল। শিবিকার দুইধারে দুটী সহচরী, শিবিকার দ্বার অবরুদ্ধ। বাহকেরা সেখানে দাঁড়াইল না, অভ্যাস মত গুঞ্জন করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া চলিল। শূরেশ্বর আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না, বারাণ্ডা হইতে লম্ফ দিয়া দ্রুতপদে শিবিকার দ্বার সমীপে উপস্থিত হইলেন, বদ্ধ দ্বারের বাহিরে নিকটে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "গত পূর্ণিমা রজনীতে যে ভাগ্যবান পুরুষ ভগবানের কৃপায় আপনাকে এক দুরন্ত পিশাচের কবল হইতে উদ্ধার করিতে পারিয়াছিল, সেই ভাগ্যবান এখন অভাগা, সেই অভাগা আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া পুনরায় এই স্থানে আসিয়াছে।"

শিবিকা মধ্য হইতে মধুর স্বরে উত্তর হইল, "থাকুন। দেব দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন কালে সাক্ষাৎ হইবে।" শিবিকা চলিয়া গেল, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া শূরেশ্বর অল্পক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন; হঠাৎ মনোমধ্যে কি ভাবের উদয় হইল, বিদ্রুত পদক্ষেপে—প্রায় লম্ফে লম্ফে তিনিও দেবালয়ের দিকে ছুটিলেন। মন্দিরের সোপান-সমীপে শিবিকা, শূরেশ্বর তাহা দেখিলেন। শিবিকা হইতে বাহির হইল একটী চাঁদ। চাঁদের

বদনে শুভ্র চিকণ বসনের অবগুণ্ঠন। আকাশের চন্দ্র কিরণে আর দেবালয়ের আলোক মালার প্রভায় অবগুণ্ঠন ভেদ করিয়া সেই চাঁদের নির্ম্মল মুখচন্দ্রের প্রভা বিকাশ পাইতেছিল, দেখিয়াই শূরেশ্বর চিনিলেন। ভাল করিয়া দেখিতে হইবে, সংশয় ঘুচাইয়া মনের সাধ মিটাইতে হইবে, ইহাই স্থির করিয়া শূরেশ্বর সেই খানে কিয়ৎক্ষণ প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আরতি সমাপ্ত হইল, দর্শক লোকেরা নাটমন্দির হইতেই প্রণাম করিল, অবগুণ্ঠনবতী সহচরীসঙ্গিনী হইয়া মন্দির-সোপানে আরোহণ করিতে লাগিলেন, পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ দূরে দূরে শূরেশ্বর। অবগুণ্ঠনবতী দেবমন্দিরের প্রবেশ দ্বারের চৌকাঠের নিকটে অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া, গলবস্ত্র হইয়া প্রণি-পাত করিলেন, পার্শ্বে এক হস্ত দূরে সেই চৌকাঠের উপরে শূরেশ্বরের প্রণাম। প্রণামের অবসরে চাঁদের অনাবৃত চাঁদ মুখ খানি শূরেশ্বরের বিলক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইল; তিনি যেন আপন মনেই বলিলেন, "আমি আসিয়াছি।" কেবল অলক্ষিতে মস্তক সঞ্চালন ভিন্ন সে কথার আর কোন উত্তর বাক্য শূরেশ্বরের কর্ণ-গোচর হইল না। শূরেশ্বর মন্দির হইতে নামিয়া আসিয়া অতিথিশালার সন্নিকটে পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এইখানে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে,—শিবিকা দর্শন করিয়াই শূরেশ্বর কিরূপে চিনিয়াছিলেন মাধুরীর শিবিকা? কি সাহসেই বা তিনি শিবিকাধিষ্ঠাত্রী দেবীর উদ্দেশে তাদৃশ সম্ভাষণ করিয়া-ছিলেন? উত্তর এই যে, শূরেশ্বরের শুনা হইয়াছিল, মাধুরী দেবীর শিবিকাখানি স্বর্ণ-নির্ম্মিত। স্বর্ণ-শিবিকা দেখিয়াই মাধুরীর শিবিকা বলিয়া স্থির করাও সম্ভব হইতে পারে না;

কেন না, সে রাজ্যে অপরা কোন রমণীও স্বর্ণ-শিবিকায় আরোহণ করিতে পারেন। শিবিকা দেখিয়াই চিনিয়া লওয়া হয় নাই। শিবিকা-দ্বারের উভয় ফলকে বৃহৎ বৃহৎ শুভ্রাক্ষরে লেখা ছিল—শ্রীমতী মাধুরী। সেই লেখা দেখিয়াই শূরেশ্বরের সাহস হইয়াছিল। আরও এক কথা। বাস্তবিক সে শিবিকাখানি স্বর্ণ-নির্ম্মিত নহে। মাধুরী দেবী ধনবতী হইলেও বাহ্যাড়ম্বরের প্রতি তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণা। সচরাচর যে উপকরণে শিবিকা নির্ম্মিত হয়, মাধুরীর শিবিকাও সেই উপকরণে গঠিত; প্রভেদ মাত্র স্বর্ণ-বর্ণে রং করা।

স্বর্ণ-শিবিকা সরোবরতীরে আসিল। বাহকেরা সেইস্থানে শিবিকা নামাইয়া স্কন্ধস্থিত উত্তরীয় দ্বারা আপনাদের গাত্রে বীজন করিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই আর একখানি শিবিকা সেইস্থানে আসিল। পূর্ব্বের বন্দোবস্ত কিরূপ ছিল, তাহা জানা যায় নাই, কিন্তু সেই নবাগত শিবিকার বাহকেরা মাধুরীর সখী দুটীর সঙ্গে দিব্য পরিচিত ভাবে—অথচ সসম্ভ্রমে বাক্যালাপ করিতে লাগিল।

অতিথিশালার বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া শূরেশ্বর দু'খানি শিবিকাই দর্শন করিলেন। যেখানি নূতন আসিল, সেখানি শূন্য কিম্বা তন্মধ্যে-কেহ আছে, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না, কিন্তু শীঘ্র সম্মুখে গিয়া মাধুরীর সহিত দেখা করিতেও কিছু সঙ্কোচ আসিল।

রাত্রি দশটা। উত্তেজিত, উৎসাহিত, উৎকণ্ঠিত সংশয়াকুল চিত্ত শূরেশ্বর সেই বারাণ্ডায় ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিতেছেন, একটী সখী আসিয়া বিনীতভাবে সংবাদ দিল, "ঠাকুরাণী আপ-

নাকে স্মরণ করিয়াছেন।” দ্বিরুক্তি না করিয়া, সচকিতে চাহিয়া শূরেশ্বর সেই সখীটীর অনুবর্ত্তী হইবার উপক্রম করিতেছিলেন, দেখিলেন, স্বর্ণ-শিবিকা চলিয়া গেল, একটী সহচরীও অনুবর্ত্তিনী হইল। স্নেহপ্রবণ এবং প্রণয়-প্রবণ অন্তরে অশুভ কল্পনাই অগ্রে আইসে; শূরেশ্বর মনে করিলেন, আমাকে লইয়া কৌতুক করিবার ইচ্ছায় মাধুরী হয় এই সখীকে এখানে পাঠাইয়াছিলেন, আজ্ঞাপালন করিতে আমার কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল, মাধুরী হয় ত রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, আমি ঠকিলাম! কৌতুকের খেলায় যে কেহ কিঞ্চিৎ আলস্য করে, তাহাকেই ঠকিতে হয়!

অনুতপ্ত চিত্তে এইরূপ চিন্তা করিয়া সখী সম্বোধনে শূরেশ্বর কহিলেন, “ঠাকুরাণী আমাকে স্মরণ করিয়াছিলেন, ঠাকুরাণী চলিয়া গেলেন, তবে—তবে—তবে আমি আর এখন—”

অসমাপ্ত বাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া, মৃদু হাসিয়া সহচরী বলিল, “স্মরণের তাৎপর্য্য—আমার অজ্ঞাত নহে; অনুমতি আমার উপর, ভারার্পণ আমার উপর, আপনি আসুন; দ্বিতীয় শিবিকা আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, এখানে ঠাকুরাণীর সঙ্গে সাক্ষাতে অবসর হইত না, তাঁহার নিজ বাটীতেই আপনাকে পদার্পণ করিতে হইবে, আমি তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, আপনারও,—হাঁ, আপনি আসুন, আমি আপনাকে সঙ্গে করিয়া সেইস্থানে লইয়া যাইব।”

বিষাদের সঙ্গে হর্ষোদয়;—আর কাল বিলম্ব না করিয়া শূরেশ্বর গিয়া সেই শূন্য শিবিকায় আরোহণ করিলেন, বাহকেরা স্কন্ধে করিয়া শিবিকা তুলিয়া লইল, দ্রুত গতি ফটকের দিকে

চলিল; পশ্চাতে সহচরী। কত ক্ষণের পর, তাহা অনুমান করিবার প্রয়োজন হইল না, অর্দ্ধ ঘণ্টা অপেক্ষাও অল্প সময়ে শিবিকা গিয়া একখানি পরম সুন্দর বাটীর সম্মুখে পৌঁছিল। শূরেশ্বর বাহির হইলেন, পথপ্রদর্শিকা হইয়া সহচরী তাঁহাকে বাটীর মধ্যে লইয়া গেল।

বাটীখানি পরম সুন্দর, বাহিরের দৃশ্যও পরম সুন্দর। দ্বিতল অট্টালিকা, নানাবিধ কুসুম লতা উর্দ্ধমুখী হইয়া অট্টালিকার প্রায় সর্ব্ব গাত্র বিচিত্র বিচিত্র পল্লবাবরণে, চিত্র বিচিত্র কুসুম স্তবকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে; স্থপতিগণের কারুকার্য্যে ভিত্তিগাত্র কোন্ কোন্ বর্ণে রঞ্জিত, সুস্পষ্ট রূপে তাহা পরিলক্ষিত হয় না, কুসুমসুবাসে অনেক দূর পর্য্যন্ত আমোদিত; প্রবেশ দ্বারের সম্মুখ হইতে সোপান পর্য্যন্ত সুকোমল গালিচা-মণ্ডিত, গৃহতল গৃহ-ভিত্তি লোহিত বর্ণ মখমল-মণ্ডিত, গৃহের চারিধারে সুন্দর সুন্দর পুষ্পাধার, এক একটী মঞ্চোপরি সুন্দর সুন্দর প্রস্তর প্রতিমা, দেওয়ালে দেওয়ালে সুন্দর সুন্দর ছবি। গৃহের পূর্ব্ব-প্রান্তে উপরতলে উঠিবার সোপানাবলি, সেই সকল সোপানও মখমল মণ্ডিত, সোপানের দুই ধারে দুই দুই হস্ত ব্যবধানে এক একটী পুতুল, পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা মাথায় যত উচ্চ হয়, ততবড় ততবড় পুতুল, সেই সকল পুত্তলিকার উভয় হস্তে সুরঞ্জিত স্ফটিকাধারে প্রজ্বলিত দীপমালা, পুতুলগুলির মস্তকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পাধার, পুষ্পগন্ধে সমস্ত সোপান-পথ সুবাসিত। সহচরীর সঙ্গে সোপানাবলি অতিক্রম করিয়া বিস্ময়বিমোহিত প্রণয়-পুলকিত শূরেশ্বর রাহু উপরে গিয়া উঠিলেন। প্রথমে তাঁহারা যে গৃহে প্রবেশ করিলেন, সেই গৃহটী পরিপাটী রূপে সজ্জিত,

মধ্যে মধ্যে জোড়া জোড়া স্তম্ভ, স্তম্ভে স্তম্ভে কৃত্রিম লতা পাতা সুশোভিত, নিম্ন কক্ষ অপেক্ষা এ কক্ষটী অধিক মনোহর। গৃহে কেহই ছিল না, চারিদিক চাহিয়া চাহিয়া শূরেশ্বর কল্পনা করিলেন, মাধুরী হয় ত নর্ত্তকী হইবেন, কারণ ঘরটীকে যেন নাট ঘর বলিয়াই মনে হয়। মনের কল্পনা মনেই রহিল, সখী তাঁহাকে অন্য কক্ষে লইয়া গেল। সে কক্ষটী বিবিধ শিল্প দ্রব্যের উপকরণে পরিপূর্ণ, সে গৃহের সজ্জাও নয়ন-তৃপ্তিকর। বাম দিকে আর একটী অপ্রশস্ত গৃহ; শূরেশ্বর সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। যে গৃহ দর্শন করিয়া নাট ঘর বলিয়া মনে হইয়াছিল, সে গৃহ অপেক্ষাও এ গৃহের সজ্জা অতি সুন্দর। সেই গৃহে একখানি কৌচের উপর সহাস্যাননা মাধুরী সুন্দরী বসিয়া আছেন। কৌচের শিরোভাগে সুবাসিত কুসুম-স্তবক; রক্ত প্রস্তর নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরীর হস্তে সেই সকল কুসুম-স্তবক শোভা পাইতেছে; পরীগুলির মস্তকে ও কণ্ঠদেশে বিচিত্র বিচিত্র পুষ্প মাল্য।

শূরেশ্বর প্রবেশ করিবামাত্র মাধুরীদেবী উঠিয়া দাঁড়াইলেন; স্বভাবসিদ্ধ মধুর বচনে অভ্যর্থনা করিয়া নিকটবর্ত্তী একখানি স্বতন্ত্র আসনে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। শূরেশ্বর বসিলেন, মাধুরীও ঈষৎ হাসিয়া পূর্ব্ব-আসন পরিগ্রহ করিলেন। সহচরীরা সময়োচিত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সেইখানে রাখিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। অল্প শঙ্কিত অথচ অল্প উল্লাসিত নয়নে মাধুরীদেবী শূরেশ্বরের মুখপানে চাহিলেন। মনে হইল, এই ঠিক। এইরূপ আমি অনেকবার দর্শন করিয়াছি, দেবালয়ে অন্ধকার হইলেও এইরূপ আমি দেখিয়াছি, সেই রাত্রের সেই বিপদ হইতে ইনিই আমাকে উদ্ধার

করিয়াছেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, কিন্তু কি বলিয়াই বা কৃতজ্ঞতা জানাই! উপকারের প্রত্যুপকার করিতে হয়, কি করিলে ইঁহার উপকার করা যায়, তাহাও ত ঠিক বুঝিতেছি না; পুরস্কার? আমার দত্ত পুরস্কার ইনি গ্রহণ করিবেন কেন? ইনি একজন বীরপুরুষ, আকৃতি প্রকৃতিতে বুঝা যায় সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম, আমি ইঁহাকে কিরূপ পুরস্কার প্রদান করিব?

এই চিন্তা মাধুরীর, শূরেশ্বরের মনে কিরূপ চিন্তা, তাহা শূরেশ্বরই জানিলেন। উভয়েই নীরব। ক্ষণকাল নীরব অভিনয়ের পর প্রসন্ন বদনে মাধুরী বলিলেন, "বীরবর! আপনার কাছে আমি ঋণী; সে রাত্রে আপনি আমার যেরূপ উপকার করিয়াছেন, জীবনে সে উপকার আমি ভুলিব না, ভুলিতে পারিবই না; আর একবার দেখা হইবে, সে রাত্রে চন্দ্র সাক্ষী করিয়া এই কথা আমি বলিয়াছিলাম, অনুগ্রহ করিয়া আপনি দেখা দিলেন, আমি চরিতার্থ হইলাম।

শূরেশ্বর ভাবিলেন, অনুগ্রহ করিয়া আমি দেখা দিলাম, ইনি চরিতার্থ হইলেন, এ কথায় আমি কি উত্তর দিব? একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "যাহার নয়ন আপনার ঐ চন্দ্রানন দর্শন করে, যাহার শ্রবণ আপনার ঐ মধুর বচন শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তিই ত চরিতার্থ হয়, আপনি কিসে চরিতার্থ হইলেন? আপনার গুণাবলী আমি শ্রবণ করিয়াছি, আপনার রূপ-মাধুরী আমি দর্শন করিলাম, আপনার মহিমা আমি বুঝিতে পারিলাম, এখন আমার প্রতি কিরূপ অনুমতি হয় জানিতে অভিলাষ করি।"

দেওয়ালের একখানি চিত্রপটের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অন্যমনস্কভাবে মাধুরী কহিলেন, "দেখুন বীরবর! পুরুষজাতি

বড় কঠিন ঐ দেখুন,—ঐ ছবি খানি ; একটী রমণী বিরস বদনে ছল ছল নয়নে একজন পুরুষের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, পুরুষ কেমন ভ্রুকুটি ভঙ্গী করিয়া একখানা ছোরা তুলিয়া ঐ ভয়াতুরা রমণীকে কাটিতে উদ্যত হইতেছে! এরূপ ছবি দর্শন করিলে পুরুষ জাতির প্রতি ঘৃণা হয়, পুরুষ দর্শন করিলে অন্তরে অন্তরে আতঙ্কেরও সঞ্চার হয়!

শূরেশ্বরের হাসি আসিল। হাস্যের ভাব চাপিয়া রাখিয়া, সুন্দরীর দিকে না চাহিয়াই সপ্রতিভ স্বরে তিনি কহিলেন, "ছবি দেখিয়া কোন জাতির গুণাগুণের বিচার করা ঠিক্ হয় না। ঐ ছবি প্রমাণে আপনি পুরুষ জাতির নিষ্ঠুরতা আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আমি এমন ছবি অনেক দেখিয়াছি, যাহাতে নারীজাতি পুরুষ জাতির গলায় ছুরী দিতেছে!"

প্রশান্ত বদনে মাধুরী কহিলেন, "ঐ একখানি ছবি দেখিয়াই পুরুষ জাতিকে আমি নিষ্ঠুর বলিতেছি, এমন আপনি মনে করিবেন না ; এই মায়াসংসারে ঐরূপ সজীব ছবি অনেক দেখা যায়। স্ত্রীলোকে মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিয়া পুরুষের সেবা করে, পুরুষ তাহাকে যৎপরোনাস্তি নিগ্রহ করে, পরিণামে সংসার পথের কাঙ্গালিনী করিয়া ছাড়িয়া দেয়, চরম দৃষ্টান্তে পুরুষের দ্বারা নারীর জীবন পর্য্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হয়! এই সমস্ত আলোচনা করিয়া পুরুষের প্রতি—আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন,— সংসারের ঐরূপ গতি দেখিয়া পুরুষের প্রতি সর্ব্বদাই আমার কেমন একরকম সংশয় জন্মে। উত্তমরূপে যাহার প্রকৃতির পরীক্ষা করা না হয়, তাদৃশ পুরুষের সহিত বাক্যালাপ করিতেও আমি ভয় করি, অজ্ঞাতকুলশীল পুরুষের সম্মুখে বাহির হইতেও

আমার ভয় হয়! লজ্জা নারীজাতির ভূষণ,—আমার কাছে লজ্জার সমাদর আছে, কিন্তু কেবল মুখ ঢাকিয়া যে সে পুরুষের সম্মুখে বাহির হইলেই লজ্জা রক্ষা হয় এমন বিবেচনা আমি করি না, সামান্য বসনের অবগুণ্ঠন নারীজাতির লজ্জা রক্ষার প্রহরী নহে, পুরুষের চরিত্র পরীক্ষা করাই মূল তত্ত্ব। একটী কথা যদি আমি বলি, তাহাতে আপনি আমাকে লজ্জাহীনা বলিয়া তিরস্কার করিবেন না,—আমি বলিতে চাই, চরিত্রবান্ যুবা-পুরুষের সম্মুখে মুখ খুলিয়া বাহির হইলেও লজ্জার অনাদর করা হয় না। আমাদের দুর্ভাগ্য, তাদৃশ সচ্চরিত্র নিষ্কলঙ্ক পুরুষ আজকাল আমাদের দেশে বড়ই কম; কেবল আমাদের দেশেই নয়, নানা জাতির নানা পুস্তকেও পাঠ করা যায়, অনেক দেশেই পুরুষের সচ্চরিত্রতায় সাধারণের ততটা দৃষ্টি থাকে না। অনেকের মুখেই শুনা যায়, পুরুষ জাতি স্পর্শ মণি, পুরুষ জাতির সংস্পর্শে নারীজাতি সোণা হয়; কথাটা আমার কর্ণে যেন কেমন কেমন লাগে! পুরুষ স্বাধীন, পুরুষ সৎ-চরিত্র কি অসৎ-চরিত্র, সে বিচার করিতে কাহারও অধিকার নাই, স্বাধীন পুরুষ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে, পুরুষের কাছে ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্য সমভাব, পুরুষের কোন কার্য্যেই দোষ হয় না, নিতান্ত অপকৃষ্ট কার্য্য করিলেও পুরুষকে উৎকৃষ্ট বলিয়া মানিতে হয়, নারীগণ পুরুষের অধিনী, সৎ অসৎ, সাধু অসাধু, পুণ্যশীল পাপাত্মা, সমস্ত পুরুষই নারীজাতির পূজার পাত্র। ইহাই ত এখনকার সমাজের লোকের সিদ্ধান্ত। আপনারা যাহাকে সমাজ বলেন, আপনারাই তাহার বিচার করেন, আপনারাই তাহার মতে চলেন, আমি একটী নগণ্য অমান্য স্ত্রীলোক, আমি

আপনাদের বর্ত্তমান সমাজকে প্রকৃত সমাজ বলিতে লজ্জা পাই। সমাজের পরীক্ষা আবশ্যক; পুরুষেরা আমার মতে সমাজের পরীক্ষক হইবার অযোগ্য; নারীজাতি যদি পুরুষের সমাজ পরীক্ষা করিবার স্বাধীনতা পায়, তাহা হইলেই পরীক্ষা ঠিক হইতে পারে। যেমন কষ্টিপাথরে সুবর্ণের পরীক্ষা, সেইরূপ নারীজাতির দ্বারা পুরুষ পরীক্ষা—ইহাই যুক্তি সিদ্ধ। নারীজাতি অপেক্ষা পুরুষজাতি শ্রেষ্ঠ একথা আমি স্বীকার করি, স্পর্শমণি বলিয়াও স্বীকার করিতে পারি, কিন্তু সে স্বীকার যেন আরণ্য স্বীকার বলিয়া বোধ হয়। ধরুন পুরুষ জাতি সুবর্ণ, পরীক্ষিত না হইলে সে সুবর্ণ খাঁটি কি মেকি, তাহা ঠিক জানা যায় না; নারীজাতি কষ্টিপাথর, সেই পাথরেই পুরুষ-সুবর্ণের পরীক্ষা। আপনাদের এখনকার সমাজে কি সেরূপ পরীক্ষার পদ্ধতি আছে? নারীজাতিকে দাসীজাতি বলিয়াই পুরুষেরা উপেক্ষা করেন, আমাদের শাস্ত্রকারেরা কিন্তু নারীজাতিকে সেরূপ উপেক্ষার বস্তু বলিয়া উপদেশ দেন নাই। নারী গৃহলক্ষ্মী, ইহাই আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ; তবে কেন এমন বিসদৃশ ঘটনা হয়, সমাজ কেন এমন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যায়, আমি কেবল গৃহে বসিয়া তাহাই ভাবি।”

বাতাসে প্রবল অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, বাতাসে দুর্ব্বল অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়; মাধুরী সুন্দরী বাক্য-বায়ুবেগে শূরেশ্বরের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবার উপক্রম হইল; কষ্টে মনোবেগ সম্বরণ করিয়া অক্ষুণ্ণ স্বরে শূরেশ্বর কহিলেন, “ঐ কথাগুলি বলিবার নিমিত্তই কি আপনি আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন? নারী নির্ম্মলা, পুরুষ দোষাকর, এই কথা শুনিবার অভিলাষেই কি আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম? যদি আপনার—”

বেশী কথা বলিতে না দিয়া মাধুরী তৎক্ষণাৎ বলিলেন,"অভিলাষ লইয়া কথা হইতেছে না, নারী নির্ম্মলা, অবিচ্ছেদে তাহাও আমি বলিতেছি না, সমাজ-ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম বিচারের আবশ্যকতা আছে। সংসারের সমস্ত নারী যদি নির্ম্মলা হয়, সংসারে নারী-জাতির কি কি কর্ত্তব্য, নারী যদি তাহা বুঝিয়া ব্রত পালন করিতে পারে, পুরুষ যদি ধর্ম্মনীতি জ্ঞানে সৎ-চরিত্র থাকে, তাহা হইলে এ সংসারের পাপ-সংসার আখ্যা হয় না, অচিরেই সে দুর্নাম দূর হইয়া যায়, নরনারী-সংসার বাস্তবিক স্বর্গধাম হইয়া দাঁড়ায়। এখনকার পুরুষেরা নারীগণের প্রতি সর্ব্বদা সদয় ব্যবহার করেন না, মনের কষ্টে অথবা অন্য কোন কারণে নারী-গণের মধ্যেও অনেকে প্রবলা হইয়া উঠে, কেহ কেহ স্বেচ্ছা-চারিণী হয়, কাজে কাজেই সংসার সাগর মন্থনে অমৃতের পরিবর্ত্তে সর্ব্বাগ্রে গরল উঠিয়া থাকে। আমি বলিতেছি, নরনারীর চরিত্র সংশোধন, সামঞ্জস্য সাধন বাঞ্ছনীয়।"

শূরেশ্বর কহিলেন, "আমি বলিতেছি, কেবল ঐ সব কথা শুনাইবার নিমিত্তই কি আপনি আমাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন?"

মাধুরী উত্তর করিলেন, "তাহা নহে। একজন প্রবীণ পণ্ডিতের মুখে আমি শুনিয়াছি, কি স্ত্রী কি পুরুষ, মুখশ্রী দর্শন করিয়া উভয় জাতির অন্তরস্থ স্বভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। জানি না, কি কারণে অধিকাংশ পুরুষের প্রতি আমার কিছু কিছু বিদ্বেষভাব আছে, যেখানে বিদ্বেষের অভাব থাকে, সেখানেও কেমন একপ্রকার অবিশ্বাস আইসে; অথচ আমি জানিতে পারিয়াছি, অবসর মতে সৎপুরুষের সহিত কথোপকথনে অনেক

প্রকার জ্ঞান লাভ করা যায়। তাদৃশ সৎপুরুষ সচরাচর দুর্ল্লভ, ইহাও আমি অনুভব করি। আপনার মুখশ্রী দর্শন করিয়া আমার মনে হয়, আপনার প্রকৃতি মহৎ, ব্যবহারেও হয় ত আপনি সাধু, অতএব মধ্যে মধ্যে আপনার সহিত সংসার-তত্ত্বের বিচার করিতে পারিলে আমি সুখী হইতে পারিব। পণ্ডিতেরা বলেন, যেখানে সন্তোষ, সেইখানেই সুখ; আমার মনে সন্তোষ আছে, কিন্তু সুখ নাই। এই খানেই যেন আমি বুঝি, আমার অবস্থার সহিত মিলনে পণ্ডিতের বাক্যে বিরোধ ঘটে; সুখ সন্তোষ একাধারে থাকিতে পারে কি না, মধ্যে মধ্যে তদ্ বিষয়ে আমার সন্দেহ উপস্থিত হয়। প্রথম রজনীতে বিদ্যুতের আলোকে আমি আপনার মুখ দর্শন করিয়াছি, ক্ষণপরে মেঘ-বিগমে চন্দ্র-কিরণেও আপনার মুখদর্শন করিয়াছি, সেই ক্ষেত্রেই মুখশ্রী-বিজ্ঞানের উপদেশটী আমার মনে পড়িয়াছিল, মনে পড়া-তেই আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম, আর একবার দেখা হইবে।"

নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শূরেশ্বর কহিলেন, "উহাই তবে আপনার শেষ কথা? আর একবার দেখা হইবার বাসনা ছিল, দেখা হইল, যাহা শুনিবার, তাহাও শুনিলাম, তবে এখন আমি বিদায় হইতে পারি?"

গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া মাধুরী কহিলেন, "কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। আমার সকল কথা বলা হয় নাই, আপনারও সকল কথা শুনা হয় নাই। আপনার প্রতি আমার বিশ্বাস হইতেছে। আমি কুলবালা, আমি লজ্জাশীলা, ধর্ম্মের সূক্ষ্ম মর্ম্ম আমি জানি না, বুঝি না, তথাপি ধর্ম্মপথে আমার মতি আছে, সংসারে

আমার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, আত্ম বন্ধু কেহই নাই, মনের কথা বলিয়া, উপদেশ বাক্য শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারি, বিজটিল বিষয়ে সংশয় ভঞ্জন করিতে পারি, তাদৃশ সুপাত্র অন্বেষণ করিয়া পাই না; আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া অবকাশ মতে এক একবার ক্ষণকালের জন্য আমার এই ক্ষুদ্র কুটীরে পদার্পণ করেন, তাহা হইলে কতক পরিমাণে মনের সাধ মিটাইতে পারি, আশাকে পরিতৃপ্ত করিয়া কিছু কিছু সান্ত্বনা পাই, ইহাই আমার ইচ্ছা।”

হৃদয়কে অল্পে অল্পে কম্পিত করিয়া চির শান্তিত দুরন্ত বৈরী নৈরাশ্য শনৈঃ শনৈঃ দৌরাত্ম্য করিতেছিল, মাধুরীর শেষ বাক্য শ্রবণ করিয়া শূরেশ্বরের মনে পুনর্ব্বার অল্প অল্প আশার সঞ্চার হইল; অস্থির চিত্তকে সাধ্যমত যত্নে শান্ত করিয়া উৎসাহ পূর্ণ ধীরস্বরে তিনি কহিলেন, “অনুগৃহীত হইলাম। অনুগ্রহের কথা আপনি কহিতেছেন, সে অনুগ্রহ বরং আমারই প্রতি; আপনার ন্যায় রমণীরত্নের সাক্ষাৎ লাভ পরম ভাগ্যের কথা, আপনার অনুগ্রহ আমার শিরোধার্য্য; যেরূপ অনুমতি করিতেছেন, সন্তোষের সহিত তাহাই আমি পালন করিব; ঐরূপ অনুগ্রহ যদি আমার প্রতি থাকে, তাহা হইলে আমি সমস্ত কার্য্য তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আপনার মনোরঞ্জনে যত্নবান থাকিব; যে দিন যখন অবকাশ হইবে, সেই দিন সেই সময়েই আপনার দর্শন লাভ করিয়া চরিতার্থ হইব, ইহা আমার অঙ্গীকার।”

মাধুরী কহিলেন, “আপনার অঙ্গীকারে আমি কৃতার্থ হইলাম। এখন আমার আর একটী অনুরোধ। যদি ঘৃণা না করেন, তৃপ্তিলাভ করিব। সায়ংকাল অবধি এত রাত্রি পর্য্যন্ত

আপনি আমার জন্য এত দূর কষ্ট স্বীকার করিলেন, এক্ষণে যৎ-কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলে আমার সন্তোষ লাভ হয়।

মুগ্ধস্বভাবা মাধুরী সুন্দরীর বাক্য-সুধা পান করিয়া শূরেশ্বরের ক্ষুধা তৃষ্ণার শান্তি হইয়াছিল, তথাপি তিনি সে অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না, সুন্দরীর সুকোমল হস্তবিন্যস্ত ক্ষীরসর নবনী প্রভৃতি বিবিধ উপাদেয় সামগ্রী কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উপযোগ করিলেন। বিদায়ের অবসর আসিয়া উপস্থিত হইল, শূরেশ্বর বিদায় চাহিলেন, অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া মাধুরী কহিলেন, "সদয়তার নিদর্শন দেখিলে প্রশ্রয় প্রাপ্ত হয়, মানুষের প্রকৃতিই এইরূপ। প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া আমিও আর একটী অনুরোধ করিতে সাহসী হইতেছি। রাত্রি অধিক হইয়াছে, এ রাত্রে এস্থান পরিত্যাগ না করিয়া অবস্থান করিলেই ভাল হয়। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, রাত্রিতে যদি কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধ না থাকে, তাহা হইলে—আর কি বলিব,—আমার এই সামান্য কুটীরে আপনার তুল্য সুখী লোকের অবস্থানের স্থানাভাব হইবে না,—কোন কষ্টও হইবে না; আমি ইচ্ছা করি, কৃপা করিয়া এই স্থানেই অদ্য নিশা যাপন করুন।"

শূরেশ্বরের হৃদয়ে আনন্দ ধরিল না, অন্তরে কিন্তু দ্বিবিধ চিন্তা।—থাকি কি না থাকি? যদি থাকি, মাধুরী হয় ত ভাবিবেন, আমি অভিমান বর্জ্জিত; যদি না থাকি, তাহা হইলে মাধুরী হয় ত অন্তরে কিছু বেদনা পাইবেন, আমাকে হয় ত রূঢ়-প্রকৃতি মনে করিবেন। কি করা যায়? কোন্ কল্প শ্রেয়ঃ? —মন বলিতেছে, না থাকাই শ্রেয়ঃকল্প। মনের প্রবৃত্তিতেই কার্য্য করাই উচিত। এইরূপ স্থির করিয়া, সাধুবাদ দিয়া, বিনীত

বচনে তিনি কহিলেন, "আপ্যায়িত হইলাম। আপনার পবিত্র আশ্রমে নিশা যাপন করিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না, কিন্তু আমার অবলম্বিত ব্রত অতি দুরূহ! বোধহয় আপনি জানেন, আমি এখানকার রাজসেনাদলে সৈনিকের কার্য্যে ব্রতী; বাহিরে বাহিরে নিশাকাল অতিবাহিত করা আমার অকর্ত্তব্য। দোষ লইবেন না, ক্ষমা করিবেন, আমি বিদায় হইলাম।

হেতুবাদ শ্রবণে মাধুরী আর অধিক নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিলেন না, শূরেশ্বর বিদায় হইলেন। মাধুরী স্বয়ং তোরণ দ্বার পর্য্যন্ত অনুবর্ত্তিনী হইয়া সবিনয় বচনে তাঁহার মঙ্গল কামনা করিলেন। যে শিবিকা শূরেশ্বরকে দেবালয় হইতে আনয়ন করিয়াছিল, সে শিবিকাখানি মাধুরীর নিজের; বাহকগণকে আহ্বান করিয়া তিনি যথাযোগ্য উপদেশ দিয়া দিলেন, শিবিকারোহণে শূরেশ্বর আপন লক্ষ্যস্থলে যাত্রা করিলেন, ভাবিতে ভাবিতে গেলেন,—আকাশের চন্দ্র আকাশপটে প্রসন্ন বদনে হর্ষ করিতেছেন, আমার হৃদয়দাকাশে পূর্ণ চন্দ্র অসময়েই অস্ত গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"মথায় টোপর দিয়া বসিল দম্পতী।
কৌতুকে যৌতুক দেয় যতেক যুবতী॥"

কবিকঙ্কণ।

প্রায় তিন মাস কাল শূরেশ্বর সূর্য্যাস্তের পর মাধুরীর মধুর নিকেতনে গতি-বিধি করিলেন। আমন্ত্রণ করিবার সময়

মাধুরী বলিয়াছিলেন, যে দিন যখন অবকাশ হইবে, সেই দিনই তিনি যেন সাক্ষাৎ করিতে আসেন। শূরেশ্বরের তাহা মনে ছিল, সেই নিমিত্তই নিত্য নিত্য আসিতেন না, পর্য্যায়ক্রমে গতি-বিধি হইত। পর্য্যায়েরও নিরূপণ ছিল না;—একদিন ব্যবধান, দুই দিন ব্যবধান, কখন বা তিন দিন ব্যবধান। তিন দিনের অধিক অদর্শন থাকিত না। ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইল। সম্বোধনের গুরু সম্ভাষণের শিষ্টাচার ক্রমে ক্রমে দূর হইতে লাগিল। মাধুরী যখন সম্ভাষণ করিতেন, তখন "আপনি"—"আপনার"—"আপনাকে" ইত্যাকার সম্ভ্রমসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতেন, শূরেশ্বর কিন্তু "তুমি"—"তোমার"—"তোমাকে" ইত্যাদি ঘনিষ্ঠ ভাববোধক সম্ভাষণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। মাধুরীর তাহাতে যথেষ্ট আমোদ হইত।

একদিন কথায় কথায় শূরেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুরুষের প্রতি তোমার যে ঘৃণা ছিল, তাহা কি কমিয়াছে?"

মাধুরী। ঘৃণা ছিল না, কতক কতক অবিশ্বাস ছিল; পুরুষের ব্যবহার আলোচনা করিয়া আমার মনে অতিশয় কষ্ট হইত। যাহা ছিল, তাহাই এখনও আছে, তবে—

শূরেশ্বর। আমার প্রতিও কি অবিশ্বাস হয়?

মাধুরী। (মৃদু হাসিয়া) পরীক্ষা এখনও পূর্ণ হয় নাই।

শূরেশ্বর। তোমার পরীক্ষার প্রশ্ন বড় কঠিন! সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, এমন লোক বোধ করি আমাদের সমাজের গগনে আজিও উদিত হয় নাই। দগ্ধ করিয়া স্বর্ণকে পরীক্ষা করিবার রীতি আছে, তুমি আবার দগ্ধ স্বর্ণেরও অপর প্রকার পরীক্ষা কর! কষ্টি পাথরে সমাজ সুবর্ণের—

মাধুরী। (কিঞ্চিৎ রুক্ষ স্বরে) আপনি এখনও ঐ কথাটা ছাড়েন না! কথায় কথায় সমাজের কথা আনিয়া ফেলেন! আপনাদের সমাজের পদার্থ এখন কি আছে? একবার বলিলেন, সমাজ গগন! কি লজ্জা! বর্ত্তমান নর-সমাজ যদি গগন হয়, তবে নরক আবার কিরূপ?—আবার বলিলেন, সমাজ সুবর্ণ!—বর্ত্তমান সমাজ যদি সুবর্ণ হয়, তবে লৌহে সুবর্ণে প্রভেদ কি থাকে?

শূরেশ্বর। এই প্রশ্নে আমি বার বার ঠকিয়া যাই। সমাজের প্রতি তোমার বিষম ঘৃণা দেখিতেছি! আমার বোধ হয়, বর্ত্তমান সমাজের সকল তত্ত্ব তুমি রাখ না। সমাজ-সংস্কারের কত প্রকার চেষ্টা হইতেছে, কেবল এই এক প্রদেশে নহে,—ভারতের সর্ব্ব প্রদেশের কত কত দেশ-হিতৈষী বিদ্বান্ লোক সমাজ-সংস্কারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, বিশেষতঃ বাঙ্গালা প্রদেশে সমাজ-পদ্ধতি লইয়া অধুনা তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, সে সকল তত্ত্ব তুমি রাখ না।

মাধুরী। সব তত্ত্বই আমি রাখি। বয়স আমার অল্প, কিন্তু তত্ত্ব জানিবার বাসনা আমার সর্ব্বক্ষণ বলবতী। সংস্কারের চেষ্টা হইতেছে, কথা অতি মধুর, কাজে কিন্তু সংস্কারের নামে আরও অধঃপাতের সূচনা হইতেছে।

শূরেশ্বর। তোমাকে বুঝাইতে আমি অক্ষম। তোমার পরীক্ষার মুখে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে, তেমন সমাজ-সংস্কারক খুঁজিয়া বাছিয়া লইতে হয়। দিন দিন আমি যেন অগাধ সাগরে ডুবিয়া যাইতেছি! পরীক্ষার আর বিলম্ব কত?

মাধুরী। পরীক্ষার্থী কোথায়? পরীক্ষা করিবার পাত্র অধিক না মিলিলে পরীক্ষা কদাচ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।

শূরেশ্বর। আপাততঃ অধিক না মিলুক, অল্পও ত মিলিতে পারে।

মাধুরী। তাই বা কোথা?—সবে মাত্র একটী।

শূরেশ্বর। সেই একটীর পরীক্ষায় কতদূর বুঝিতে পারিলে? সে পরীক্ষার কি ফল?

মাধুরী। একটী পরীক্ষার ফলাফলে সাধারণ ফল নির্ণীত হয় না; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, আপনাকে পরীক্ষা করিয়া আমি অতুষ্ট হই নাই।

শূরেশ্বর। আমি তবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি, এখন পারিতোষিকের ব্যবস্থা কিরূপ হইবে?

মাধুরী। আপনার সহিত আলাপ করিয়া আমি সন্তোষ লাভ করিয়াছি, সেই সন্তোষকে আপনি যদি ন্যায্য পারিতোষিক বিবেচনা করেন, তবেই আপনার—

মাধুরী এইখানে লজ্জায় অবনতমুখী হইলেন, যাহা বলিতে-ছিলেন, কিম্বা যাহা বলিবেন মনে ছিল, তাহা প্রকাশ করিতে পারিলেন না; কথা ঘুরাইয়া মৃদুস্বরে অকস্মাৎ প্রশ্ন করিলেন, "সে রাত্রে যে লোকটা আমাকে উৎপীড়ন করিতেছিল, সে লোকটা কোথায় গেল?"

শূরেশ্বর। কেন উৎপীড়ন করিতেছিল, সেই কথাটী আমাকে আগে বল, তাহার পর তোমার প্রশ্নের উত্তর দিব।

মাধুরী। কেন উৎপীড়ন করিতেছিল, আমি তাহা কিরূপে জানিব? একদিন নয়, একবার নয়, কতদিন কত ছলে কতবার

আমার উপর অত্যাচার করিয়াছে, তাহা মনে করিলে আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে।

শূরেশ্বর। তাহা ত উঠিতেই পারে, কিন্তু লোকটার নাম ধাম তোমার জানা আছে?

মাধুরী। পাপাত্মাদের নাম ধাম জ্ঞাত হওয়া আমার কার্য্য নহে; যাহারা পাপের অনুসরণে নিরন্তর পাপের পথে সদম্ভে ঘুরিয়া বেড়ায়, নরদেহ ধারণ করিলেও, আমার মতে তাহারা নরকের পিশাচ, পিশাচেরা কোথায় কোথায় কি কি নামে পরিচিত হয়, পিশাচেরাই তাহা জানে। আমার কেবল একটু একটু মনে হয়, সেই পূর্ণিমা রজনীতে সেই পিশাচ একবার আপন বাহুবলের অহঙ্কার করিয়া, আপন ক্ষমতার শ্লাঘা করিয়া বলিয়াছিল, দেখিও তুমি, এই পরাক্রান্ত জ—

শূরেশ্বর। হাঁ, জঙ্গল,—সেই লোকটার নাম জঙ্গল।

মাধুরী। ঐ বটে—ঐ বটে! নামটা শুনিলেই ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হয়। আপনি কিরূপে সেই নামটা অবগত হইতে পারিয়াছেন?

শূরেশ্বর। এখন তুমি যাহাকে পিশাচ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছ, পূর্ব্বে বোধ হয় তাহার প্রতি এমন অবজ্ঞা ছিল না।

মাধুরী। স্পষ্ট করিয়া বলুন, ঐ রূপ বিদ্রূপোক্তির তাৎপর্য্য কি?

শূরেশ্বর। স্ত্রীলোক হইয়া তুমি পুরুষের পরীক্ষা করিতে ব্যগ্র, স্ত্রীজাতির পরীক্ষা করিতে তোমার শক্তি নাই, বড়ই আক্ষেপের কথা! শাস্ত্রকারেরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, মনুষ্য কোন্ ছার, নারীচরিত্র নির্ণয় করিতে দেবতারাও অক্ষম।

মাধুরী। বড়ই লজ্জা পাইলাম। একটা বদমাস লোকের কার্য্য উপলক্ষ্য করিয়া কি কারণে আপনি আমাকে ভৎর্সনা করিতেছেন, তাহাও আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

শূরেশ্বর। জনরবে আমি শ্রবণ করিয়াছি, পুরুষ জাতির প্রতি ঘৃণাবশে বিবাহ করিতে তুমি অসম্মত।

মাধুরী। জনরবের সকল কথা মিথ্যা হয় না, কিন্তু সেই কথার সঙ্গে ঐ কথার কি সম্বন্ধ?

শূরেশ্বর। আছে কিছু সম্বন্ধ। দুরাচার জম্ভলকে আমি বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম, কেন সে ব্যক্তি তোমার উপর দৌরাত্ম্য করিয়াছিল, বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। জম্ভল উত্তর করিয়াছে, তুমি তাহাকে বিবাহ করিবে, অঙ্গীকার করিয়া শেষকালে সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছ, সেইরাগ তাহার!

দন্তে রসনা কর্ত্তন করিয়া সলজ্জ বদনে মাধুরী কহিলেন, "রাগ নয়, আক্রোশ! স্পর্দ্ধাও সামান্য নয়! জনরব আপনাকে যে কথা শুনাইয়াছে, যথার্থই সেইরূপ আমার সংকল্প, সেই—কি নাম বলিলেন, জ—হাঁ, জম্ভল কোন গতিকে কোন স্থানে নির্জ্জনে আমাকে দেখিতে পাইলেই, পৈশাচিক বাসনায় উন্মত্তবৎ হইত, দুই বাহু প্রসারণ করিয়া আমার সম্মুখে ধাবিত হইত, পৈশাচিক রসিকতায় বিকট হাস্য করিতে করিতে আমাকে বিবাহ করিতে চাহিত, যখন তখন বিজন পথে বড়ই বিরক্ত করিত, আত্মসাবধানতার মন্ত্র পাঠ করিয়া একদিন আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, বিবাহে আমার রুচি নাই, তবে যদি কোন সময়ে রুচির পরিবর্ত্তন হয়, বিবেচনা করিয়া উত্তর দিব। বিবেকশূন্য মূর্খলোকের প্রকৃতি যেরূপ হয়, তাহা বোধ হয়

আপনার অজানা নাই, আমার বাক্যের ভাবার্থ তাহার হৃদয় গহ্বরে প্রবেশ করে নাই, লোভে পড়িয়া সেই কথায় প্রত্যয় করিয়া পিশাচ আমাকে আরও অধিক জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ছলনা আমি জানি না, কেবল আত্মরক্ষার অনুরোধে সেইরূপ ছলনা করিতে আমাকে বাধ্য হইতে হইয়াছিল; ছলনাতেও আমি সত্যের অনাদর করি নাই, তাহাও আপনি বুঝিলেন; সে কষ্টকর প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করুন; এখন আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, সে লোকটা গেল কোথা?"

শূরেশ্বর কহিলেন, "আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি।"—

ঘৃণায় বিস্ময়ে আতঙ্কে শিহরিয়া শিহরিয়া মাধুরী কহিলেন, "ছাড়িয়া দিয়াছেন?—তাদৃশ পাপাচার ঘৃণিত দুর্দ্দান্ত পিশাচকে আপনি ছাড়িয়া দিয়াছেন?—কি অঙ্গীকারে?—আমি অবলা, আমি একাকিনী সেই পাষণ্ডের উপদ্রব সহ্য করিতেছিলাম, এখন দেখিতেছি, আমার জন্য আপনাকেও তদ্রূপ উপদ্রব সহ্য করিতে হইবে! আপনি আমার উদ্ধারকর্ত্তা, আমাকে উদ্ধার করিয়া আপনি এরূপ বিপদে পড়িবেন, ইহা যদি জানিতাম,—না না,—আপনার সঙ্গে আমার দেখা না হওয়াই ভাল ছিল!"

অন্তরে এক ভাব, বাহিরে ভাবান্তর, আসল ভাব গোপনে রাখিয়া নির্ভয়ে শূরেশ্বর কহিলেন,—"বিপদে পড়িতে না হয়, জঙ্গল আমার উপর দৌরাত্ম্য করিতে না পারে, আমি তাহার উপায় করিয়া রাখিয়াছি, তোমাকে সেজন্য উদ্বিগ্ন হইতে হইবে না। পূর্ণ তিনমাস পরীক্ষা করিয়াও কি তুমি আমার স্বভাব পরিজ্ঞাত হইতে পার নাই? যে কার্য্যে আমি ব্রতী, সে কার্য্যে বিরত হইবার অগ্রে সকল প্রকার আশঙ্কাকে হৃদয় হইতে বিদায়

করিয়া দিতে হয়! আমি নির্ভীক; আমার জন্য চিন্তা করিও না। পরীক্ষায় আমি সিদ্ধকাম, পারিতোষিকের ব্যবস্থাটী শ্রবণ করিলেই আজিকার মত আমি বিদায় হই।"

মাধুরী। আপনি পরীক্ষা দিয়াছেন, আপনার পরিশ্রম হইয়াছে, আমিও পরীক্ষা করিয়াছি, আমার কার্য্যটীও বিনাশ্রমে সম্পাদিত হয় নাই, আপনার ন্যায় আমিও কোন প্রকার পারি-তোষিক প্রত্যাশা করিতে পারি।

শূরেশ্বর। কি হইলে সন্তুষ্ট হও? পারিতোষিকের নামে কি তোমার প্রত্যাশা?

মাধুরী। অনুমান করুন।

শূরেশ্বর। অনুমানে পাওয়া যায় না।

মাধুরী। ঠিক না মিলিলেও অনুমানে অনেক বিষয়ের আভাস পাওয়া যায়। অনুমানে অনুমানে লোকে যখন প্রহে-লিকার অর্থ টানিয়া আনিতে পারে, তখন একটী সামান্য স্ত্রীলোক কি প্রকার পারিতোষিকে সন্তুষ্ট, তাহা কি আপনি কল্পনায় আনয়ন করিতে পারেন না? অভিনিবেশ পূর্ব্বক ভাবিয়া দেখুন।

শূরেশ্বর। অভিনিবেশ এখন অন্যস্থলে বিন্যস্ত, আনু-মানিক সিদ্ধান্তের দিকে অভিনিবেশ এখন আসিতেছে না। যাঁহার সমস্যা, তিনি নিজেই তাহার পূরণ করুন, ইহাই আমার সাগ্রহ অনুরোধ।

মাধুরী। (মৃদু হাস্য করিয়া) পরীক্ষায় আপনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তিনমাস পরীক্ষা করিয়া আমি আশানুরূপ সন্তোষ লাভ করিয়াছি, পরীক্ষাশ্রমের পারিতোষিক আমি এই চাই

যে, সর্ব্বক্ষণ যেন আমাদের উভয়ের এক সঙ্গে অবস্থানের সুবিধা হয়।

শূরেশ্বর। তথাস্তু!

মাধুরী। উত্তমরূপে ভাবিয়া চিন্তিয়া অঙ্গীকার করা কর্ত্তব্য। তপস্বিগণের কামনা শুনিয়া দেবতারা বর দেন, "তথাস্তু"। দেবতাদের ক্ষমতা আছে, দেবতাদের বাক্য অমোঘ, দেবতারা তথাস্তু বলিতে পারেন; আপনি দেবতার ন্যায় অন্তর্য্যামী নহেন, আপনি কি বলিয়া আমার প্রার্থনায় "তথাস্তু" বলিলেন?

শূরেশ্বর। অন্তরের কথা অগ্রে জানিতে পারিলে, অন্তর্য্যামী হইবার ভাণ করিতে হয় না। তুমি এইমাত্র নিজ মুখেই প্রকাশ করিয়াছ, উভয়ে এক সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ অবস্থান করাই তোমার কামনা, তবে আর আমাকে দেবতার ন্যায় অন্তর্য্যামী হইতে হইবে কেন?

মাধুরী। তাহাতে দোষ হইবে।

শূরেশ্বর। কিসে দোষ হইবে?

মাধুরী। এক সঙ্গে অবস্থানে।

শূরেশ্বর। কি প্রকার দোষ?

মাধুরী। ইহাও বুঝাইতে হইবে?

আমি কুলবালা,—আর্য্যকুলবালা,—পবিত্র কুমারী, আমি যদি এখন একজন নিঃসম্পর্ক পুরুষের সঙ্গে একত্র বাস করি, মনে সর্ব্বদা সংশয় থাকিবে, সংশয়ের সঙ্গে আতঙ্ক আসিবে, বাহিরের লোকে নিন্দা করিবে, আপনারা যাহাকে সমাজ বলেন, ধর্ম্মের মুখস মুখে দিয়া, সেই সমাজ নাচিয়া উঠিয়া আমাদের উভয়ের

নামে কলঙ্ক ঢাক বাজাইয়া দিবে, ঢাকের বাদ্য চুপ করাইবার কি উপায় করিবেন ?

শূরেশ্বর। (হাস্য করিয়া) (গৃহের দ্বার গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া দুই কর্ণে) চারি কর্ণে তুলা পুরিয়া বসিয়া থাকিব।

মাধুরী। উহা ত গেল পরিহাসের কথা, কাজের কথা কি ?

শূরেশ্বর। আমি জানি না, তুমিই অবধারণ কর।

মাধুরী যাহা অবধারণ করিবেন, মুখ ফুটিয়া তাহা বলিতে পারিবেন না, অথচ নারীজাতিসুলভ গৌরবের প্রভাবে প্রশ্নোত্তরে কাহারও কাছে ঠকিবেন না, সাধারণ বুদ্ধিতে ইহা এক-প্রকার বিভ্রাটের ভাব। মাধুরীর বদন আরক্ত বর্ণ ধারণ করিল, অল্পক্ষণ অধোবদনে চিন্তা করিয়া, অধোবদনেই মৃদুস্বরে কহিলেন, "কামনা পূর্ণ হয়, লোকনিন্দার ভয় না থাকে, সমাজের কুৎসা ঢক্কা তালে বেতালে বাজিয়া উঠিতে না পারে, এরূপ কোন সদুপায় কি অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না ?"

এই আবার এক নূতন পরীক্ষা। পূর্ণাংশে প্রশ্নের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, ক্ষণকাল মৌনাবলম্বনের পর শূরেশ্বর উত্তর করিলেন,—"পাওয়া যাইতে পারিত, কিন্তু সে উপায়টী তুমি নষ্ট করিয়া রাখিয়াছ। নিজেই বলিয়াছ, নিঃসম্পর্ক পুরুষ। না বলিয়াই বা কর কি ? ছিল এক সদুপায় পরিণয়-বন্ধন, সে উপায়ের পথে পূর্ণ বাধা। পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ না হওয়াই তোমার সঙ্কল্প! অতবড় শক্ত বাধা অতিক্রম করিয়া আকাঙ্ক্ষিত সদুপায়ের সূত্র ধারণ করিবার প্রয়াস পাওয়া কি নিতান্তই দুর্ঘট নয় ?"

অধোমুখী মাধুরী সুন্দরী সহসা ঊর্দ্ধমুখী হইলেন; বদন পূর্ব্ববৎ আরক্ত; নেত্র সলজ্জ; ললাটে ও নাসামূলে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মকণা; করপুটে আকাশে প্রণিপাত করিয়া লজ্জাবতী কহিলেন, "বীরবর! সংকল্প সত্য, বাধাও সত্য, কিন্তু আমার চিত্ত যখন সেই দৃঢ় সঙ্কল্প করে, তখন ব্যাকরণশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের মনোভাব আপনভাবে মিশাইয়া রাখিয়াছিল। সংকল্পটী বিশেষ্য পদ, বাধাটীও বিশেষ্যপদ, ঐ দুটী পদের যে দুটী বর্ত্তমান ক্রিয়া, সে দুটী ক্রিয়ার অতীতকালে ব্যবহৃত অথবা পরিণত হইতে পারিবে না, আমার চিত্তের তখন সেরূপ উদ্দেশ্য ছিল না। যখন বর্ত্তমান ছিল, তখন ক্রিয়ার রূপও তাহার অনুগত থাকিত, এখন,—

ঈষৎ হাসিয়া বাধা দিয়া শূরেশ্বর কহিলেন,—"এত পরীক্ষার পর এখন বুঝি আবার ব্যাকরণের পরীক্ষা? ব্যাকরণ বাগীশের ক্রিয়াকাল কি এখানে মধ্যবর্ত্তী হইয়া তোমার কামনা পূরণের সদুপায় বিধান করিয়া দিবে?"

মাধুরী কহিলেন,—"অবশ্য দিবে, স্ত্রী-পুরুষ পরিণয় বিধানটী ঐশ্বরিক বিধান, সে বিধানে অবহেলা করিলে পরম্পরাসম্বন্ধে ঐশ্বরিক নিয়মের অবমাননা করা হয়, ইহা আমি জানিতাম, এখনও জানি, চিরদিন জানিব; পুরুষের উদ্‌ভ্রান্তভাব দর্শন করিয়া সজ্ঞানেই আমি বিপরীত সংকল্প করিয়াছিলাম; সংকল্প যখন বর্ত্তমান ছিল, তখনকার ভাব একপ্রকার, এখন ব্যাকরণ প্রমাণেই বলিব,—তাহাই আমি বলিতেছি, সংকল্প ছিল, বাধা ছিল, এখন নাই, কাল অতীত। মনে প্রাণে মিলন, চরিত্রে চরিত্রে মিলন, রুচিতে রুচিতে মিলন একত্র হইলেই পরিণয়ে

সুখ হয়। আপনাকে পরীক্ষা করিয়া আমি এখন পূর্ব্ব সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছি, আপনার সহিত পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হইতে পারিলে সংসারে আমি সুখী হইতে পারিব, ইহাও যেন মনে মনে বুঝিতেছি। পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হইয়া যখন আমরা অবিচ্ছেদে দিবানিশি এক সঙ্গে বাস করিব; তখন আর সংসারের কোন বাধা আমাদের সাংসারিক সুখের পথে কণ্টকস্বরূপ হইতে পারিবে না, এই সদুপায় আমি অবধারণ করিয়াছি।

শূরেশ্বরের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইল। ক্ষণকাল শূরেশ্বর আনন্দে নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন, মাধুরীও মৌনবতী, উভয়ের চারিচক্ষু সমসূত্রে অবস্থিত হইয়া যেন কত প্রকার প্রেম-সম্ভাষণ করিতে লাগিল, চক্ষের ভাষা চক্ষুই বুঝিতে পারে, উভয়ের মনোভাব উভয়ের সমুজ্জ্বল চক্ষুদ্বারাই পরিস্ফুট হইল। চক্ষে চক্ষে মিলন, চক্ষে চক্ষে কথা, চক্ষে চক্ষে হাস্য। কিয়ৎক্ষণ পরেই আবার মুখোমুখী সম্ভাষণ।

সুদীর্ঘ বিচারপ্রসঙ্গে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। মাধুরী কহিলেন, পরিণয়-প্রসঙ্গে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা মনোনীত প্রণয়-পাত্রের নিকট মনের কথা প্রকাশ করিবার অবসর পায় না, অবসর পাইলেও লজ্জায় প্রকাশ করে না; আমি এ ক্ষেত্রে রীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিলাম, আপনি আমাকে নির্লজ্জ মনে করিবেন না; সতীত্ব যেমন নারীজাতির ভূষণ, লজ্জাও সেইরূপ একটী ভূষণ, উভয় ভূষণের আদর করিতেই আমি শিক্ষা করিয়াছি। আপনার কাছে মনের কথা ব্যক্ত করিলাম, পূর্ব্ব সংকল্প পরিত্যাগ করিলাম, আজ আমার নূতন ব্রতের নূতন সংকল্প!

আশাকে অনেকদিন হৃদয়ে পোষণ করিয়া আশার পূজার নিমিত্ত শূরেশ্বর যাহা যাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, এই রাত্রে সেই সকল উপকরণে আশাদেবীর পূজা করিলেন, সেই পূজার সঙ্গে মাধুরী দেবীরও পূজা হইল, প্রণয় সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া মাধুরীর কর্ণ জুড়াইল, মাধুরীকে "আমার" বলিবার অধিকার পাইয়া শূরেশ্বর মনঃকল্পনায় প্রেমানন্দে প্রেমসাগরে সাঁতার দিতে লাগিলেন।

উষা আগমন করিল। উষার সহচরী যাহারা, সহচর যাহারা, তাহারা সকলেই স্তুতি জ্ঞান করিয়া, মৃদু হিল্লোলে বীজন করিয়া সূর্য্য আগমনের পূর্ব্বেই দক্ষিণান্ত সারিয়া দিল, পূর্ব্ব গগনে রক্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সূর্য্যদেব দেখা দিলেন।

প্রভাত হইল। রজনী অনেকের পক্ষে সুখের হয়, অনেকের পক্ষে বিষাদের হয়; এখানে এই ভাবী দম্পতীর সুখ-রজনী কেবল জাগরণে জাগরণেই অতিবাহিত হইয়াছিল, ইহা আর বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। সমস্তই স্থির হইয়া রহিল, একপক্ষ পরে বিবাহ। প্রভাতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শূরেশ্বর সৈনিক-নিবাসে প্রস্থান করিলেন; মাধুরী কুমারী একাকিনী রহিলেন। দাসদাসী-পরিবেষ্টিতা গৃহ-শোভিনী অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে একাকিনী কেন বলা হইল, ভাবুক পাঠক মহাশয়েরা তাহা বিবেচনা করিয়া লইবেন।

বিবাহের অগ্র সূচনা অনেক প্রকার হইয়া থাকে, মাধুরী ধনবতী, মাধুরীর বিবাহে নানাপ্রকার আড়ম্বর—নানা প্রকার উৎসব অবশ্যই হইতে পারিত, কিন্তু মাধুরীর প্রবৃত্তি সে প্রকার নহে, সুতরাং নিঃশব্দেই একপক্ষ কাটিয়া গেল। শুভদিনে শুভ-

ক্ষণে মাধুরী সুন্দরীর সহিত বীরবেশ-সজ্জিত শূরেশ্বর রাহুর শুভ-পরিণয় সুসম্পাদিত হইল। মাতৃপিতৃহীনা মাধুরী সম্প্রদান করিবার যোগ্য অভিভাবক কেহ ছিলেন না; অতএব মাধুরীর পিতৃ-পুরোহিত পিতৃস্থানীয় হইয়া সম্প্রদান কার্য্য সম্পাদন করিলেন।

"মাথায় টোপর দিয়া বসিল দম্পতী।
কৌতুকে যৌতুক দিল যত্তেক যুবতী"॥

নবম পরিচ্ছেদ।

দম্পতীর সংসার।

সংসার কাননে পশিল সুশীলা,
প্রমোদে হাসিল কানন ফুল।
হরিণী নাচিল, অনিল বহিল,
মধুরে গাহিল বিহগ কুল॥

বিবাহ হইল, মাধুরীর কার্য্য বাড়িল। দিবারাত্রির মধ্যে স্নানাহার ও নিয়মিত বিশ্রামের সময় ব্যতীত মাধুরী সর্ব্বক্ষণ আপন শিল্প কার্য্যেই নিবিষ্ট চিত্ত থাকিতেন, অবসর পাইলে দুই একখানি নীতি পুস্তকের দুই এক পরিচ্ছেদ পাঠ করিতেন, ইহা ভিন্ন আর তাঁহার অন্য কার্য্য ছিল না; এখন পতিসেবায় নিয়মিত কার্য্যকাল দুইভাগ করিয়া লইলেন। পতির যাহাতে পরিতোষ, পতির যাহাতে আরাম, পতির যাহাতে চিত্তরঞ্জন,

সেই সকল কার্য্যেই মাধুরী সতী এক প্রকার মনপ্রাণ সমর্পণ করিলেন। স্ত্রীজাতির সতীত্ব কি দুর্লভ রত্ন, পতিসেবা সতী-নারীর কি মহাব্রত, পতি সতী নারীর কেমন পরম দেবতা মাধুরী তাহা বুঝিয়াছিলেন, কেবল বুঝিয়াই মনে মনে তুষ্ট থাকিতেন না, পূর্ণমাত্রায় কার্য্য দেখাইতেন।

সিপাহী শূরেশ্বর বিবাহের অগ্রে মাধুরীকে যে প্রকারে স্তব স্তুতি করিতেন, ভালবাসা চাপিয়া রাখিয়া মুখে যে প্রকার সৌজন্য দেখাইতেন, বিবাহের পর সেগুলি যেন তোষামোদ বলিয়াই অনুমিত হইতে লাগিল। একমাস, দুইমাস, তিনমাস, কতক কতক সন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ পাইল, তাহার পর ক্রমশঃই ভাবান্তরের লক্ষণ সূচিত হইয়া আসিল। সে সূচনা মাধুরী বুঝিতে পারিলেন না, বুঝিতে পারিবার চেষ্টাও করিলেন না; মাধুরীর সরল প্রাণ, সরলতার অঙ্গে ছলনার ছায়া পড়ে না, সুতরাং পতিভক্তির যতদূর নিদর্শন দেখাইতে হয়, সরল অন্তরে সরল কার্য্যে তাহাই তিনি দেখাইতে লাগিলেন।

মাধুরী সতী সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, শৈশবে সংসারের রীত্যনুসারে বাল্যক্রীড়া করিয়াছেন, শৈশবকাল অতীত হইলে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন, স্বদেশের কাব্যসাহিত্যে অনুরাগিণী থাকিলেও শিল্পবিদ্যার প্রতি তাঁহার অধিক অনুরাগ জন্মিয়াছিল, শিল্পবিদ্যার প্রভাবে তিনি প্রচুর ধনের ঈশ্বরী হইয়াছিলেন, জনক জননীর সঞ্চিত বিভব ছিল না, সঞ্চিত বিভবের উত্তরাধিকারিণী হইতে পারেন নাই, বর্ত্তমান বৈভব তাঁহার স্বকৃত পরিশ্রমের সুস্বাদু পরিণত ফল; স্বকৃত উপার্জ্জনেই তিনি প্রচুর ধনের ঈশ্বরী। এতৎ সমস্তই সংসারের খেলা; তথাপি

বলিতে গেলে বিবাহের পরেই মাধুরী সতীর সংসারে প্রথম প্রবেশ। পরিণীত জীবন দুঃখময় ইহাই এতদিন তাঁহার ধারণা ছিল, স্বয়ং মনোনীত পাত্রে আত্মসমর্পণ করিয়া সে ধারণা তিনি ভুলিলেন, তখন তিনি বুঝিলেন, পরিণীত জীবন সুখময়।

প্রকৃতি আপন ভূষণে চিরদিন বিভূষিতা, প্রকৃতির সুন্দর সুন্দর ভূষণগুলি মাধুরীসুন্দরী সর্ব্বদাই দর্শন করিতেন, পূর্ব্বেও দর্শন করিতেন, এখনও দর্শন করেন; পূর্ব্বে যেমন এক একবার ঔদাস্য আসিত, এখন আর সেরূপ আইসে না। এখন মাধুরী যাহা দেখেন, তাহাই সুন্দর বোধ হয়; চিরদিনের পুরাতন যা হয়, তাহাও মাধুরীর নয়নে নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হয়; সরল প্রাণের এই এক আশ্চর্য্য ভাবান্তর।

মাধুরী মনে করেন, সংসারে যাহা কিছু সুন্দর, পতি দেবতাকে অর্পণ করিতে পারিলেই সেই সকল সুন্দর পদার্থের প্রকৃত সৌন্দর্য্য সার্থক হয়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রকৃত গৌরবও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। মনে যাহা আসিত, কাজেও মাধুরী তাহার অনুষ্ঠান করিতেন। সুন্দর পুষ্প, সুন্দর ফল, সুন্দর বিহঙ্গ, সুন্দর ছবি, সুন্দর পুতুল, সুন্দর সজ্জা, সুন্দর সুন্দর বিলাস সামগ্রী সযত্নে সংগ্রহ করিয়া পতিব্রতা মাধুরী সমাদরে সহাস্যবদনে পতিকে উপহার দিতেন, ভোজ্য-পেয় সম্বন্ধেও ঐরূপ। পতির মনোরঞ্জন করাই তাঁহার জীবনের সার-কার্য্য বলিয়া জ্ঞান হইত; স্বয়ং কোন প্রকার বিলাসভোগ করিয়া মাধুরী সতী তৃপ্তিলাভ করিতে ভাল বাসিতেন না।

এই স্থলে মাধুরীর গার্হস্থ্য জীবনের একটী চিত্র প্রদর্শন করা আবশ্যক। শৈশব জীবন যেপ্রকারে অতিবাহিত হইয়াছে,

তাহার কোন অংশে মাধুরীর স্বভাবে কোন প্রকার হিংসাদ্বেষ কলহপ্রিয়তা অথবা কোনপ্রকার কলঙ্ক-রেখা স্পর্শে নাই, যৌবনে মাধুরী যেন মূর্ত্তিমতী সরলতা। ধনসম্পদ সচরাচর গর্ব্ব উৎপাদন করে, ধনাঢ্যলোকেরা প্রায় ধনাঢ্যলোকের হিংসা করিয়া থাকেন, নির্ধনলোক ধনবানের দাসত্ব অথবা বাধ্যতা স্বীকার না করিলে ধনবান তাঁহাকে অশেষ বিশেষে জব্দ করিবার চেষ্টা পান, মহামূল্য বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া ধনবান্ আপনাকে ধনবান্‌রূপে দেখাইবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন, লোক দেখাইবার নিমিত্ত নানাপ্রকার বাহ্যাড়ম্বর প্রদর্শন করা ধনবানের অভ্যাস, ধর্ম্মজ্ঞানের অভাব থাকিলে সকল প্রকার দুষ্ক্রিয়াই ধনবানের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়; আরও কত কি হয়, যাঁহারা দম্ভোন্মত্ত ধনবানের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই তাহা অবগত আছেন। মাধুরীতে ধনগরিমার অপকৃষ্টাংশ কিছুই ছিল না, মূল্যবান বস্ত্রাভরণ মাধুরী কখনই ভাল বাসিতেন না, কোনপ্রকার উৎসব উপলক্ষেও লোকসমাজে বসন ভূষণের জাক্ জমক দেখাইয়া সাধারণকে মুগ্ধ করিবার আকাঙ্ক্ষা রাখিতেন না। বিবাহের পূর্ব্বেও যে ভাব, পরেও সেইভাব। রঞ্জিতবস্ত্র একদিনও মাধুরীর অঙ্গে উঠে নাই, চিরদিন শুভ্রবাস পরিধান, চিরদিন সাধারণ গৃহস্থ কুমারীর ন্যায় বিনা আড়ম্বরে সহাস্য বদনে পরম সন্তোষে অবস্থান করিতেন; অলঙ্কারের মধ্যে কণ্ঠে একছড়া স্বর্ণ হার, দুই হস্তে দুগাছী কঙ্কণ, দুই কর্ণে দুটী নীলমণি দুল এই পর্য্যন্ত; কদাচ কোনও উপলক্ষে গৃহের বাহির হইলে অপরিচিত লোকেরা মাধুরীকে ধনবতী বলিয়াই চিনিতে পারিত না। দরিদ্রের প্রতি দয়াবতী মাধুরীর অসীম

দয়া; কাহারও কোন প্রকার অভাব আছে জানিতে পারিলে মাধুরী সাধ্যানুসারে অর্থদান করিয়া তাহার অভাব মোচন করিতেন। দান ধর্ম্মে মাধুরীর ঐকান্তিক নিষ্ঠা ছিল, অথচ তাঁহার সমস্ত দানকার্য্য অতি সঙ্গোপনেই সম্পাদিত হইত; দান করিয়া লোক জানাইয়া প্রশংসা পাইবার প্রত্যাশা মাধুরীর হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইত না। বিবাহের পর অবধি মাধুরীর উপার্জ্জনের অধিকাংশ ফল কেবল পতি সেবায়, পতির ভোগ বিলাসে, পতির ইচ্ছামত ব্যয়ে পর্য্যবসিত হইত। মাধুরী যেন সামান্য দুঃখিনীর ন্যায় আপনার সুখ সংসারে ক্রীড়া করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। পতির মনোরঞ্জনের জন্য মাধুরী শেষকালে শারীরিক পারিপাট্যের গুটিকতক অঙ্গ শিক্ষা করিয়াছিলেন; স্বামী দেখিয়া তুষ্ট হইবেন ভাবিয়া মাধুরী অঙ্গ মার্জ্জন করিতেন, স্বামী তুষ্ট হইবেন ভাবিয়া মস্তকের কৃষ্ণ কেশে বেণী বিনাইয়া পৃষ্ঠদেশে ঝুলাইতেন; স্বামী দেখিয়া ভালবাসিবেন ভাবিয়া এক একদিন কবরী বন্ধন পূর্ব্বক সুগন্ধি কুসুমে কবরী সাজাইতেন, স্বামীর মনস্তুষ্টির নিমিত্ত এক একদিন নিশাকালে মাধুরী সুন্দরী অনিচ্ছায় চিকণ বসন পরিধান করিতেন; স্বামীর মনোরঞ্জনের নিমিত্তই ঐ সকল অনভ্যস্ত অনুষ্ঠান। স্বামী বাস্তবিক সেই পতিব্রতার প্রতি আন্তরিক অনুরাগী ছিলেন কি না, মাধুরীর সানুরাগ অনুষ্ঠানে বাস্তবিক শূরেশ্বরের মনোরঞ্জন হইত কি না, তাহা একটী দুর্ব্বোধ সমস্যা, ভবিষ্যতে তাহার ফলাফল পরীক্ষিত হইবে।

বর্ষ পূর্ণ হইল। শূরেশ্বর এই এক বৎসরের মধ্যেই চাকরী ছাড়িয়া দিলেন। চাকরীতে তাঁহার আর প্রয়োজন রহিল না;

সে চাকরীর এক বৎসরের বেতন মাধুরীর তহবিল হইতে তিনি একদিনে প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, ইচ্ছা করিলে আরও বেশী গ্রহণ করিতে পারেন, করিয়াও থাকেন, তবে আর দাসত্ব কেন, ইহাই তিনি ভাবিয়াছিলেন; চাকরী ছাড়িবার কথাটা কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র তিনি মাধুরীকে বলেন নাই। মাধুরীর ভাল-বাসা অন্তরস্থ, শূরেশ্বরের ভালবাসা টাকার খাতিরে,—মুখস্থ। যত টাকা তাঁহার প্রয়োজন হয়, দ্বিরুক্তি না করিয়া মাধুরী তাহাই দেন। পরিশ্রম করিতে হয় না, পরিশ্রমে প্রবৃত্তিও আইসে না, জীবিকার জন্য উপার্জ্জনেরও চেষ্টা করিতে হয় না, বড় বড় রাজার মত ভোগ-বিলাসে ইচ্ছামত অপব্যয়ে দিবারাত্রি কাটিয়া যায়; শূরেশ্বরের পরম সুখ।

নিশাচরের ধর্ম্ম পালন করা শূরেশ্বরের অভ্যাস, প্রতিদিন সন্ধ্যার পর বিশেষ বিশেষ মন্দিরে বিহার করিতে যাওয়া তাঁহার নিত্য ব্রত; সে সকল মন্দিরে কি প্রকার দেবতার কি প্রকার অর্চ্চনা হয়, তাহা শূরেশ্বর জানেন, মাধুরী জানেন না, জানিবার ইচ্ছাও করেন না, সরল অন্তরে কোন প্রকার সন্দেহও জন্মে না।

বিবাহের পর প্রথম প্রথম চারি পাঁচমাস শূরেশ্বর কিছু সাবধান ছিলেন, নিশাবিহার এককালে পরিত্যাগ করেন নাই, কিন্তু রাত্রি দশম ঘটিকার পূর্ব্বেই গৃহে ফিরিতেন; কোথা হইতে ফিরিতেন, মাধুরী তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন না: ইচ্ছামত আমোদ প্রমোদে পুরুষের পূর্ণ স্বাধীনতা, ইহাই মাধুরী জানি-তেন; সুতরাং নির্ম্মল অন্তরে সংশয় অথবা ঈর্ষা স্থান পাইত না।

চাকরী ছাড়িয়া অবধি শূরেশ্বরের বিলাস-বাসনা অধিক বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। মাধুরীর পরিশ্রমের টাকা, বিলাস-

বাসনায় মাধুরী অপরিচিতা, দিন দিন রাশি রাশি টাকা শূরেশ্বরের হাতে পড়িতে লাগিল, হাজার হাজার টাকা শূরেশ্বরের নামে ভিন্ন ভিন্ন মহাজনী গদীতে জমা হইতে লাগিল, বিনা শ্রমে বিনা অর্জ্জনে নির্ধন শূরেশ্বর বিলক্ষণ ধনপতি। নিজের পোষাক পারিপাট্যে অনেকানেক রাজপুত্রকে তিনি পরাভব করিলেন; কতরকম মহামূল্য পোষাক তাঁহার তোষাখানায় আমানত থাকিত; একদিন একবার যে পোষাক পরিয়া যে মজলিসে দেখা দিতেন, সে পোষাকে শূরেশ্বর আর দ্বিতীয়বার সে মজলিসে পদার্পণ করিতেন না। ভোজনে রাজভোগ, অঙ্গে রাজপরিচ্ছদ, বিলাসে রাজবিলাস। ঢাকা মুরশিদ'বাদে অমিতব্যয়ী পুরুষগণের অমিতাচারকে যেমন নবাবী বলা হইত, সাধারণ বঙ্গে অমিতব্যয়ের অনুষ্ঠানগুলিকে যেমন বাবুগিরী বলে, রাজস্থানে শূরেশ্বর রাহু সেইরূপ নবাবীও দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। বাবুগিরীর অঙ্গ অনেক। পতিব্রতা পত্নীর ধনে শূরেশ্বর তখন ঘোর বাবু; রাজশকটের ন্যায় চারিখানি বৃহৎ বৃহৎ উৎকৃষ্ট শকট ছয় জোড়া আরবীয় অশ্ব বাছিয়া বাছিয়া ক্রয় করা হইল; শকটের অশ্ব আর আরোহণের অশ্ব স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নির্ব্বাচিত হইল; শকট-সেবার অশ্বসেবার এবং নিজসেবার নিমিত্ত বিংশতিজন কিঙ্কর তিনি স্বয়ং নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার নিজের সেবার জন্য অধিক কিঙ্কর কিঙ্করীর ততটা আবশ্যক ছিল না, পতিপরায়ণা মাধুরী পরম ভক্তিভাবে পতিসেবার অধিকাংশ কার্য্যই স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিতেন, তথাপি লোক দেখাইবার জন্য দাস দাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল।

নিশাচরের নিশা-ভ্রমণ অল্পক্ষণে ফুরায় না, ফুরাইয়া যাওয়াও

বোধহয় নিশাচরেরা উচিত বিবেচনা করেন না। শূরেশ্বর ক্রমে ক্রমে ভ্রমণকাল বাড়াইয়া তুলিলেন। প্রথম প্রথম রাত্রি দশম ঘটিকার পূর্ব্বেই গৃহে প্রত্যাগমন করা হইত, মনে মনে অবশ্যই কষ্ট হইত, সতীনারীর সহিষ্ণুতায় প্রশ্রয় পাইয়া শূরেশ্বর ক্রমে ক্রমে মহোৎসাহে মনের সাধ মিটাইতে আরম্ভ করিলেন। কোন কোন দিন রাত্রি দুই প্রহরে, কোন দিন আড়াই প্রহরে, কোন দিন তৃতীয় প্রহরে, কোন কোন দিন ঠিক্ ঊষাকালে তিনি গৃহে আসিয়া মাধুরীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। মাধুরীর সেবাভক্তি সমভাব। পতি যতক্ষণ গৃহে ফিরিয়া না আইসেন, ততরাত্রি পর্য্যন্ত মাধুরী অনাহারে জাগিয়া বসিয়া থাকিতেন; রাত্রি শেষ করিয়া পতি যে দিন ঊষাকালে দর্শন দিতেন, সে রাত্রে আর মাধুরীর আহার নিদ্রা কিছুই হইত না; পতিপ্রাণা সতী তাহাতেও কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব করিতেন না।

দম্পতীর সংসার এক বৎসর এই ভাবে চলিল। লোকে বিবেচনা করিত, এই নবদম্পতীর পরস্পর ভালবাসা অকপট, মাধুরীও মনে করিতেন, পতির ভালবাসা অকপট, বাস্তবিক বাহ্য দর্শনে তাহাই ঠিক বলিয়া মনে হইত, দূর হইতে বলা যাইতে পারিত, মাধুরীর সংসার সুখের সংসার।

দশম পরিচ্ছেদ।

মহিলা-মেলা।

দ্বিতীয় বর্ষের বৈশাখ মাসের প্রথম দিবস। যে নগরে মাধুরী সুন্দরীর নব নিকেতন, প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে সেই নগরের এক সুপ্রশস্ত উদ্যান মধ্যে সম্ভ্রান্ত কুলমহিলা-গণের একটী মেলা হয়। উদ্যানের মধ্যস্থল অনেক দূর পর্য্যন্ত বৃক্ষাদি পরিশূন্য, চারিধারে বৃক্ষ, মধ্যস্থলটী কোমল তৃণাবৃত প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্র। মেলার সময় মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাঁবু পড়ে, নানাপ্রকার দোকান বসে, নানাপ্রকার রং তামাসা হয়, লোকরঞ্জনের জন্য দিবাবসানে নৃত্যগীত হইয়া থাকে।

লোকরঞ্জন বলা হইল, এ ক্ষেত্রে লোকরঞ্জনের সাধারণ অর্থে পুরুষ-রঞ্জন বুঝিতে হইবে না, মহিলা মেলায় পুরুষের প্রবেশা-ধিকার থাকে না। নিরবচ্ছিন্ন উচ্চ শ্রেণীর কুলমহিলাগণের মেলা, কুলমহিলারাই বিবিধ সৌখীন দ্রব্যের দোকান সাজাইয়া মেলাস্থলের শোভা-বর্দ্ধন করেন। উচ্চশ্রেণীর মহিলা ব্যতীত নিম্ন শ্রেণীর সাধারণ স্ত্রীলোকেরা তথায় প্রবেশ করিতে পারে না, তেমন কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নাই। বাজার-বিলাসিনীদের প্রবেশের নিষেধ আছে, কিন্তু জনাকীর্ণ মেলারঙ্গে সে নিষেধ সর্ব্বদা কার্য্যকর হয় না, হংসী-পক্ষাবৃত অনেক বায়সীও গুপ্ত-ভাবে রঙ্গভূমে রঙ্গ দেখিতে যায়। আমদানী সভ্যতার প্রাদুর্ভাব থাকিলে মেলা প্রবেশের টিকিট থাকিত, সে স্থলে সে সভ্যতার

অনুগ্রহ না থাকাতে সভ্যতার কায়দা থাকে না, সুতরাং টিকিট হয় না, পুরুষ ব্যতীত স্ত্রীলোক মাত্রেই অবাধে প্রবেশ করিতে পারে।

বেলা নবম ঘটিকা হইতে রাত্রি নবম ঘটিকা পর্য্যন্ত দ্বাদশ ঘণ্টা মেলা হয়। দিনমানের কার্য্য সমাধা হইয়া গেলে সন্ধ্যার পর নৃত্যগীতের মজলিস বসে, সেই নিয়মে এক একটা তাঁবুর মধ্যে এক একটা মজলিস বসিল, রঙ্গভূমিতে শত শত আলো জ্বলিল, শোভা দেখিবার নিমিত্ত তারকামালা সঙ্গে লইয়া চন্দ্র-দেবও পূর্ণাবয়বে আকাশ দরবারে বার দিলেন; রাত্রিমান যেন দিনমান বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল।

নৃত্যগীত যাহারা ভালবাসে না, কিম্বা অন্য কোন গুহ্য কারণে নৃত্যগীত যাহাদিগকে ভাল লাগে না, তাহারা স্বেচ্ছামতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক পরস্পর মনের কথা বলাবলি করে; তাহাদেরও চার পাঁচটা দল হয়। কোন দলে দশটী, কোন কোন দলে তদপেক্ষাও বেশী স্ত্রীলোক থাকে; সেইরূপ থাকিল। একটী তাঁবুর মধ্যে পাঁচটী স্ত্রীলোক;—দুটী যুবতী, দুটী প্রৌঢ়া, একটী বৃদ্ধা। দুটী বড় বড় বসা সেজে সমুজ্জ্বল বাতির আলোক। পাঁচ জনেই পরস্পর পরস্পরের মুখ দেখিতে পাই-তেছে, কাহার মুখের কি প্রকার ভঙ্গী, তাহাও দর্শন করিবার প্রতিবন্ধক হইতেছে না, গল্প করিতে করিতে এক একবার পাঁচজনেই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে, রঙ্গ দেখিয়া অনুমান হয়, ব্যাপার নিতান্ত সহজ নহে।

বাম করতলে দক্ষিণ হস্তের একটী অঙ্গুলী আঘাত করিয়া, একটী যুবতী অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, "আর শুনিয়াছ?—

সিপাহীর সঙ্গে চিত্রকরীর বিবাহ! এ কি ভাই আবার এক নতুন রঙ্গ! চিত্রকরীর অনেক টাকা, সিপাহীটা ফক্কা! চিত্রকরীর টাকায় সেই সিপাহী খুব উঁচুদরের নবাবী করিতেছে, রাজপুত্রেরা যাহা পারে না, একটা নামকাটা সিপাহী তাহা অপেক্ষাও বেশী জাঁকজমক দেখাইতেছে; সারারাত্রি প্রায় বাহিরে বাহিরে কাটায়, চিত্রকরী তবু সেই সিপাহীকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসে!

একজন কথা কহিল, চারিজনে শুনিল; চারিজনেই এক সঙ্গে এক সুরেই বলিল, "এটা আর নতুন কথা কি? বিবাহ হইয়াছে একবৎসর, এই একবৎসরের মধ্যে যে সকল কাণ্ড হয়ে গেছে, সহরের কে তাহা না জানে? অতিশয় বাড়াবাড়ি হইয়াছে; আরও কতদূর গড়াইবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

প্রথমা যুবতী বলিল, "গড়াতেই বা আর বাকী কি? সাধ করিয়া বিবাহ করিয়াছে, ঘরে মন বসে না, সমস্ত রাত্রি রকমারি বিলাস মন্দিরে স্বেচ্ছাচার; চিত্রকরী নাকি মুক বুজিয়া সে দৌরাত্ম্য সহ্য করে, তবে আর বাকী কি?"

একটী প্রৌঢ়া রমণী বলিল, "চিত্রকরীটা ভারি বোকা! আমরা এতদিন জানিতাম, তাহার বুদ্ধি আছে, এখন বোঝা গেল, আস্ত একটা গাধ্বী!"

দুই চক্ষু ঘুরাইয়া দ্বিতীয়া যুবতী মন্তব্য দিল, "বোকা নয়—বোকা নয়,—গাধ্বী নয়, তুখোড়;—তুখোড় ধূর্ত্ত! সিপাহীটে হাতে রাখে, লোক-নিন্দার ভয় ঢাকে, স্বামীর সঙ্গে দেখা হইলে ভালবাসা জানায়, মনে মনে কামনা, রাত্রিকালে স্বামী যত বাহিরে বাহিরে থাকে, ততই ভাল। সিপাহীটা যখন যতটাকা

চায়, ছুঁড়ীটা তখনি তাহা চালিয়া দেয়; হাতে রাখে,-বশে রাখে!"

অর্থ যেন বুঝিতেই পারিল না, এইভাব জানাইয়া এত ক্ষণের পর বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বল দেখি, স্বামী সারারাত্রি বাহিরে বাহিরে থাকিলে ভাল হয়, কুলকন্যা হইয়া সে চিত্রকর এমন কামনা কেন করে?"

শঙ্কিত নেত্রে চারিদিকে চাহিয়া, যুবতী একটু মৃদু চঞ্চলস্বরে বলিল, "মর তুমি! ভীমরথী লাগিয়া থাকে, চুপ করিয়া থাক, ওসকল কথায় তোমার দরকার কি? কামনা কেন করে, টাকা কেন দেয়, ভাল কেন বাসে, যমরাজের সঙ্গে দেখা করিতে চলিয়াছ, ঐ সামান্য কথাটা বুঝিতে পার না?"

দ্বিতীয়া প্রৌঢ়া বিস্মিত লোচনে চাহিয়া ঐ তিরস্কার কারিণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাই, বলনা, আমি ত বুঝিতে পারিতেছিনা। সিপাহীটা নষ্ট, নাচওয়ালীদের দ্বারে দ্বারে ঘোরে, মদ খায়, জুয়া খেলে, কুলস্ত্রীর উপরেও কুদৃষ্টি রাখে, এ সব কথা আমি কতক কতক শুনিয়াছি; কিন্তু মাদু—নানা, সেই চিত্রকরী কেন সেই সকল কার্য্যে উৎসাহ দেয়, কেন অসৎ কর্ম্মের টাকা জোগায়, কেন তাহার বাহিরে নিশা যাপনের কামনা করে, সেটা আমি কাহারও মুখে শুনি নাই। কথাটা কি সত্য?—কাহার মুখে শুনিয়াছ?"

পূর্ব্ববৎ চক্ষু ঘুরাইয়া, অঙ্গুলী নাচাইয়া প্রথমা যুবতী কহিল, "শোনে আবার কাহার মুখে? যাহারা জানে, তাহাদের মুখেই শুনিয়াছি। কে জানে ভাই, কে কোথা দিয়া শুনিবে, ভয় করে, ছুঁড়ীটা অধঃপাতে গিয়াছে! এতদিন ছিল ভাল,

বিবাহ করিবে না বলিত, বেশ ছিল, বিবাহটাই তাহার পরকাল খাইয়া গিয়াছে! রাত্রিকালে সিপাহীর অদর্শন কেন সে ভাল বাসে, কেন সে কামনা করে, তাহার একটা নিগূঢ় কারণ আছে!"

আরও অধিক কৌতুহলে প্রৌঢ়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাই, সেই নিগূঢ় কারণ?"

একটু হেঁট হইয়া সম্মুখে হেলিয়া যুবতী একটু চুপি চুপি বলিল, "জান না?—সেই—আমার! নামটাও মনে আসে না,—সেই যে সেই,—নাচ ঘরে নাচ ঘরে বাঁশী বাজায়, দেখিতে দিব্য সুশ্রী, তরুণ যৌবন,—নামটা কি ভাল,—হাঁ হাঁ,—দুবারীরাম,—সেই দুবারীরামের সঙ্গে চিত্রকরীর বড় ভাব,—প্রতিরাত্রে দুবারীর সঙ্গে চিত্রকরীর কত রঙ্গই যে হয়, একটা সখীর মুখে শুনিয়া শুনিয়া, নাকে হাত দিয়া আমি অবাক্ হই।"

একটু উঁচু হইয়া উঠিয়া, জোরে জোরে করতালি দিয়া, আরক্ত বদনে দ্বিতীয়া যুবতী কহিল, "বেশ—বেশ—বেশ! খুব—খুব—খুব! বেশ হইয়াছে!—খুব হইয়াছে!—যেমন অহঙ্কার, তার ফল হাতে হাতে! ছবি আঁকে, বুটা কাটে, কাপড়ে ফুল তোলে, দেদার টাকা পায়, সেই অহঙ্কার,—কাহারও সঙ্গে মেশে না, কালপেঁচার মত গম্ভীর হইয়া থাকে, ধর্ম্ম আছেন কি না, কত দিন লোকের চক্ষে ধূলা দিবে, প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে; আজ কাল কাণাকাণি, ক্রমে জানাজানি, ধর্ম্মের ঢাক বাজিবার দেরী নাই, একবার হাতে নাতে ধরা পড়িলেই চতুরা চিত্রকরীর সর্ব্ব দর্প চূর্ণ হইবে! ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ! গলায় দড়ী—গলায় দড়ী!"

কিঞ্চিৎ শিহরিয়া শিহরিয়া গম্ভীর বদনে দ্বিতীয় প্রৌঢ়া অর্দ্ধোচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "হারে ভাই, আমিও ঐ রকম একটু একটু শুনিয়াছি! ধরা পড়িলেই ভাল হয়! ঠ্যাকারের মুখে চুণ কালী পড়ে! ঐ কথা যে দিন আমি প্রথম শুনি, সেই দিনেই আমার মনে একটা খট্‌কা লাগিয়াছিল! মনে করিয়াছিলাম, নূতন নয়; বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই দুবারীর সঙ্গে হয় ত চিত্রকরীর গুপ্ত সখ্য ছিল, সেই জন্যই হয় ত বিবাহ করিবে না বলিয়াছিল, তাহা না হইলে অল্প দিনে নূতন পিরীতে অত জমাট হইত না! তাহাই ছিল। ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ! সিপাহীটা যে মানুষ নয়;—আমি যদি সিপাহী হইতাম, এক দিনেই ধরিয়া ফেলিতাম!"

একজন প্রৌঢ়া বলিল,—একটা নয়,—একটা নয়,—পুঞ্জ-পুঞ্জ! দুবারীর কথা আমরা অনেক দিন শুনেছি, কিন্তু সকল লোকে জানে না, আর একটা লোক, তার সঙ্গেই কিছু বেশী মাখামাখি; ছুড়ী ভারি চালাক কি না, লোকের কাছে জানায়, সে লোকটার সঙ্গে তাহার দেখা সাক্ষাৎ হয় না, যদি দৈবাৎ হয় পদাঘাতে দূর করে।

দ্বিতীয়া যুবতী জিজ্ঞাসা করিল, "কোন লোকটার কথা বলিতেছ? সেই যার নাম জম্বু, সেই লোকটা বুঝি?"

কি যেন স্মরণ করিয়া প্রথমা প্রৌঢ়া সবিস্ময়ে বলিল, "সেই—সেই—সেই! নামটা আমি এতক্ষণ ভুলিতেছিলাম, সেই লোকটাই বটে! আমি একদিন—"

বাহিরে কি যেন শব্দ হইল, কে যেন আসিতেছে এইরূপ বোধ হইল, প্রৌঢ়া যাহা বলিতেছিল, তাহা বলা হইল না.

হঠাৎ থামিয়া গিয়া তাম্বু-ঘরের দরজার দিকে সচকিতে চাহিল। চারি দিকে চারিটা দরজা। চারি দরজার দিকেই একবার চাহিয়া শঙ্কিতা রমণী উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল, সঙ্গে যাহারা ছিল তাহারাও হাসিল। কোথাও কিছু নাই, তথাপি আশঙ্কা। যাহারা অসাক্ষাতে পরকুৎসা করে, তাহাদের অন্তরে অন্তরে প্রায় সর্ব্বদাই ঐরূপ আশঙ্কা থাকে। বৃদ্ধা বলিল, "তোমাদের ও সব কথায় দরকার কি, যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করুক, যাহার যে কর্ম্ম সেই তাহার ফলভোগ করিবে, তোরা কেন পরচর্চ্চায় থাকিস্? কোথায় দুবারী, কোথায় জম্বু, কোথায় হাম্বু, সে সব খোঁজ খবরে তোদের কি কাজ?"

বৃদ্ধা বোধ হয় আরও কিছু বলিত, কিন্তু বাধা পড়িয়া গেল। নেপথ্য হইতে বামাস্বরে কে একজন বলিল,—"আরও আছে,— আরও আছে! তোমরা সকল তত্ত্ব জান না!"—বলিতে বলিতে একটা পাশ-দরজা দিয়া একটী এলোকেশী কামিনী সেই পটাবাস মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়াই পূর্ব্ব-কথিত পঞ্চ রঙ্গিণী পরস্পর মুখ চাহা চাহি করিয়া এককালে নীরব; পাঁচ জনেরই চক্ষু যেন পলক শূন্য হইয়া শঙ্কিতভাবে সেই কামিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

যে কামিনী প্রবেশ করিলেন, তাঁহার বদন প্রশান্ত, নেত্র উজ্জ্বল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুস্থির। একে একে পাঁচজনের দিকে চাহিয়াই সেই কামিনী বলিলেন,—"যে সব কথা তোমরা বলিতেছিলে, তাহা আমি শুনিয়াছি, যে দুটী নাম তোমরা বলিয়াছ, তাহাও আমি জানি, সেই দুইজন ব্যতীত আরও বস্ত লোক—"

বৃদ্ধা স্ত্রীলোক যেন কিছু অশুভ সূচনা বুঝিয়া, সেই নবাগতা কামিনীর দুটী কর ধারণপূর্ব্বক সস্নেহ বচনে বলিল,—"না মা, তুমি কিছু মনে করিও না, দশ জন দশ কথা বলে, সেই সব কথা শুনিয়া শুনিয়া আমাদের বড় কষ্ট হয়, তুমি ভাল আছ, তুমি সুখে আছ, কাহারও কাছে তুমি কিছু প্রত্যাশা রাখ না, সেই জন্যই অনেক লোক তোমার হিংসা করে।"

একটী প্রৌঢ়া বলিল, "তুমি নাকি বিবাহ করিবে না বলিয়াছিলে, এখন একজন সিপাহীকে বিবাহ করিয়াছ, হিংসাটা সেই জন্যই বাড়িয়া উঠিয়াছে। কি জন্য বাড়িয়াছে, তাহাও তোমাকে বলি। সিপাহী দিব্য সুন্দর পুরুষ, তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য এখনকার অনেক যুবতী মনে মনে অভিলাষিণী ছিল, হইল না দেখিয়া তোমার উপরেই এখন হতাশের বিষাগ্নি বর্ষণ করিতেছে।"

পূর্ব্বে প্রকাশ করা আছে, ঐ পাঁচটী স্ত্রীলোকের মধ্যে দুটী যুবতী। শেষোক্ত কামিনী প্রবেশ করিবার পর হইতে তাহারা দুই জনেই নিস্তব্ধ, চিত্রকরী পুত্তলিকার ন্যায় কেবল একদিকেই চাহিয়া রহিয়াছে, অসি সঞ্চালন পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে না। যে প্রৌঢ়া বিবাহের প্রসঙ্গ আনিয়া ফেলিয়াছিল, সেই প্রৌঢ়া কিঞ্চিৎ ম্লান বদনে বলিতে লাগিল,—"দেখ মাধু, লোকের কথায় কিছু আইসে যায় না, কিন্তু এমন এক একটা ঘটনা আছে, যাহাতে অবহেলা করা অনর্থের হেতু হইয়া উঠে। তুমি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, তুমি সর্ব্বগুণে গুণবতী, আপন প্রতিভাবলে তুমি বিপুল ধনেশ্বরী হইয়াছ, যশস্বিনী হইয়াছ, গৌরবিণী হইয়াছ, অনেক লোক সেটা সহিতে পারিতেছে না। কালের

ধর্ম্মে সেই রকম লোক এদানি অধিক দেখা যায়। আমরা বিশ্বাস করি না, কিন্তু অনেকের কাছে তাহারা সেই সকল কলঙ্কের কথা তুলিয়া হাস্য কৌতুকে আমোদ করে!"

যাঁহাকে সম্বোধন করিয়া ঐ সকল কথা বলা হইতেছে, তিনি অন্যমনে নীরব; প্রথমে প্রবেশ করিয়া যে দুটী চারিটী কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার পর তাহার মুখে আর একটী কথাও কেহ শুনিতেছে না, তথাপি তাঁহাকে শুনাইয়া বক্তৃতাকারিণীরা আপন মনে অভিনয় করিতেছে। প্রৌঢ়া আবার বলিতে লাগিল,—"তোমার তাহাতে কি? তুমি শুদ্ধ সিদ্ধ পবিত্র; সিপাহীকে বিবাহ করিয়াছ, সিপাহীর নামে যদি কেহ কোন দুর্নাম রটায়, শুনিয়া তোমার প্রাণে আঘাত লাগিতে পারে, কিন্তু তোমাকে ত কেহ দোষ বলিতে পারিবে না, ইহাই আমরা মনে করি। নষ্ট লোকেরা বলে কি জান, তোমার সেই সিপাহীটী প্রতি রাত্রে কেবল বাই-মহলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, যেখানে নাচের মজলিস, যেখানে গানের মজলিস, যেখানে ভাঁড়ের মজলিস, যেখানে হরেক রকম তামাসার মজলিস, সেই-খানেই তোমার স্বামীকে তাহারা দেখে। যাহারা মন্দ, তাহারা সকলকেই মন্দ দেখিতে চায়, মন্দ দেখিতে পায়, মন্দ বিবেচনা করে, সেই জন্যই ভালকে মন্দ বলিয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়ায়।

দ্বিতীয়া প্রৌঢ়া মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিল, "ঠিক বলিয়াছ দিদি! একটা লোক সে দিন বলিতেছিল,—নাম করিব না আমি,—আমাদেরই জানা শুনার মধ্যে,—সে বলিতেছিল, সুরেন্দ্র সিপাহী সর্ব্বঘটেই আছে, বিবাহ করিয়াছে, স্ত্রীর টাকাতে যাহা খুসী তাহাই করিতেছে, গণিকামহলে তাহার বড়ই আদর;

সব জায়গায় আদর পায়, তবু একটা বাইজীর উপরে তাহার ভারি পড়তা! আমি ত এই জানি, লোকে বলে আবার তাহার উপরেই সেই বাইজীর ভারি পড়তা! কে জানে কাহার উপর কাহার কি, কিন্তু দেখা যায় সিপাহী সেই বাইজীটাকে সোণায় দানায় মুড়িয়া ফেলিয়াছে, হীরা মুক্তার মুকুট পরাইয়াছে! সেই বাইজীর নাম মন্দুরা। এক জনের মুখেই আমি ঐ রকম শুনিয়াছি, এমন মনে করিও না, কাণাকাণি, ঘুষাঘুষী, ফুসাফুসি, অনেক রকম শুনা যায়, আমাদের কর্ত্তাও সে রাত্রে ঐ কথাটা তুলিয়াছিলেন। তবু আমি বিশ্বাস করি নাই। বিশ্বাস করি আর না করি, যাহাকে আমরা ভালবাসি, তাহার স্বামীর নামে ঐ রকম কুৎসিত কেচ্ছা শুনিলেই মনে ব্যথা লাগে।"

নেপথ্য হইতে বাক্য আরম্ভ করিয়া যে কামিনী পট-মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেটী আমাদের এই আখ্যায়িকার নির্ম্মলা নায়িকা মাধুরী সুন্দরী; এত কথার পর পাঠক মহাশয়কে বোধ হয় আর সে পরিচয় এস্থলে দিতে হইবে না। মাধুরী সুন্দরী অনেকক্ষণ স্থির হইয়া ঐ সকল কথা শুনিলেন, কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না; অতঃপর প্রশান্ত নয়নে পাঁচজনের মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে নীরবে মৃদু হাসিয়া সেই বস্ত্রাবাস হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

পটমণ্ডপের এই গুপ্ত অভিনয়ের পর মেলাস্থলে আর কি কি রঙ্গাভিনয় হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিয়া পাঠক মহাশয়ের তৃপ্তি লাভ হইবে না, ইহা ভাবিয়াই এ স্থলে তাহার উল্লেখ করা হইল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কেন তুমি অমন কর ?

কেন বাঁশী নিধুবনে বাজো বার বার !
সঁপিয়াছি প্রাণেশ্বরে যা ছিল আমার !

মাধুরীসুন্দরী মেলা দেখিতে গিয়াছিলেন, বস্ত্রাবাসের বহির্ভাগে কিয়ৎক্ষণ প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়াইয়া যাহা যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, বস্ত্রাবাসে প্রবেশ করিয়া তাহার উপসংহার শ্রবণ করেন, আভাসে পাঠক মহাশয়কে সে পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। অনেক রাত্রে মাধুরী গৃহে আসিলেন, কিঙ্কর কিঙ্করীরা সকলেই তখন নিদ্রিত হইয়াছিল, দ্বারপাল জাগ্রত ছিল, দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়া, পুনরায় বন্ধ করিয়া সে ব্যক্তিও শয্যা গ্রহণ করিল। মাধুরী একাকিনী উপরে উঠিয়া আপন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন, চিত্ত কিছু অস্থির; যাহারা ঘুমাইয়াছিল, তাহাদের কাহাকেও ডাকিলেন না; বসন পরিবর্ত্তন করিয়া, শয়নের অগ্রে ক্ষণকাল গৃহের ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিলেন; চিত্ত শান্ত হইল না। মাধুরীর একটী শুকপক্ষী ছিল, সেটী প্রায় মানুষের মত কথা কহিতে পারিত; পিঞ্জরের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া মাধুরী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুক! প্রভু আজ কতরাত্রে গৃহে আসিয়াছেন?"—পেচকাদি নিশাচর বিহঙ্গব্যতীত সাধারণ পক্ষীজাতি নিশাকালে দেখিতে পায় না, কণ্ঠস্বর বুঝিয়া শুক একবার চঞ্চলভাবে পক্ষ সঞ্চালন করিল, জাগিয়া আছি,

পক্ষ সঞ্চালন সঙ্কেতে পালনকর্ত্রীকে সেই ভাব জানাইল; অতঃপর উত্তর করিল, "পত্র আসিয়াছে, আজ রাত্রে তিনি গৃহে আসিবেন না।"

"তবে তুমি নিদ্রা যাও!"—পক্ষীকে এই কথা বলিয়া, পিঞ্জরের নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া, মাধুরী আপন খট্টা-সমীপবর্ত্তিনী হইলেন। মাসের মধ্যে প্রায় ১৫।১৬ দিন ঐ ভাবের পত্র প্রাপ্তিতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন, সুতরাং শুকমুখে পত্রের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার কিছুমাত্র আশ্চর্য্য বোধ হইল না, গত কথা চিন্তা করিতে করিতে তিনি শয্যা গ্রহণ করিলেন। গত কথার চিন্তা, সে রাত্রের গত কথা কি? মহিলা-মেলার পটমণ্ডপ; সেই পটমণ্ডপের তাঁহাদের কথার আলোচনা। স্বামী নিরন্তর বাই মহলে গতিবিধি করে; একটা বাইজীর নাম মন্দুরা। নামটা স্মরণ করিয়াই মাধুরী আপন মনে হাস্য করি-লেন। মন্দুরা কি? মানুষের নাম কি মন্দুরা হয়? অভিধানে পাওয়া যায়, মন্দুরা শব্দের অর্থ অশ্বশালা, পুনর্ব্বার হাস্য আসিল। আমার স্বামী কি তবে একটী অশ্ব? অশ্ব না হইলে অশ্বশালায় যাইবেন কেন, যদিও তাহাই সম্ভব হয়, মন্দুরা যদি সত্য সত্য কোন স্ত্রীলোকের নাম হয়, তাহাতেই বা আমার কি? বাইজী মহলে স্বামীর গতিবিধি; পুরুষের সে প্রকার গতি বিধিতে তাদৃশ কোন বিশেষ দোষ ঘটে না; আমোদ প্রমোদের জন্য পুরুষেরা যথা ইচ্ছা যথা-তথা যাইতে পারেন, আমার প্রতি তাঁহার অবহেলা নাই; নারীজাতির প্রবোধের নিমিত্ত একটী সাধারণ কথা আছে, "পুরুষ ভ্রমরা জাতি নানাফুলের মধু খায়।" —এই প্রবোধ বাক্য অবশ্যই সতীর সন্তপ্ত হৃদয়কে সান্ত্বনা

করিতে পারে। তবে কেন আমি অসুখী হইব? কেন অসুখী হইব আমিই ইহা বলিতেছি, লোকে কেন সে কথা লইয়া গোপনে কুভাবে কাণাকাণি করে? ইহাই আমার অসুখ। হাঁ, সত্যই আমার অসুখ বোধ হইতেছে, নিদ্রা হইবে না, বৃথা শয়ন করিয়া অসুখে অসুখে জাগিয়া থাকা আরও বরং অধিক অসুখের হেতু।

অসুখের হেতু ভাবিয়াই মাধুরী অস্থির ভাবে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন; ধীরে ধীরে খট্টা হইতে নামিলেন; গৃহে আলো জ্বলিতেছিল, জ্বলিতে লাগিল; ধীরে ধীরে গৃহদ্বার উন্মোচন করিয়া মাধুরীসুন্দরী গৃহ হইতে বাহির হইলেন। বাটীর পূর্ব্বাংশে পূর্ব্ব প্রাচীরসংলগ্ন প্রশস্ত কুসুমোদ্যান; উপর হইতে নামিয়া, পার্শ্বদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া মাধুরী সেই পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিলেন। চন্দ্রকরোজ্জ্বলা ধবলা ধরণী, উপবনের বিক-সিত কুসুমরাজি কৌমুদী-মণ্ডিতা, নৈশ সমীরণ সকৌতুকে কুসুমে কুসুমে ক্রীড়া করিতেছে, মাধুরী সেই শোভাদর্শন করিতে করিতে কেমন এক প্রকার উন্মনা হইলেন, ঊর্দ্ধনেত্রে একবার আকাশ নিরীক্ষণ করিলেন, তারকামালার মধ্যস্থলে চন্দ্রমা, আকাশের শোভা মনোহারিণী, তদ্দর্শনেও মাধুরীর উদ্বেগ বৃদ্ধি হইল; ধীর মৃদুপদ বিক্ষেপে মাধুরী কুসুমোদ্যানের মধ্যস্থলে—প্রস্তরময় আসনের দিকে অগ্রসর হইলেন। সহসা তাঁহার গতিরুদ্ধ হইল,—এক পুরুষ মূর্ত্তি তাঁহার নেত্র-সমীপে প্রতিভাত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় চরণে চরণ অর্পণ করিয়া, বক্রভাবে দাঁড়াইয়া সেই মূর্ত্তি মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছে, ইহাই মাধুরী দেখিলেন;

দেখিয়াই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন! দুইহস্ত ব্যবধানে সেই মূর্ত্তি মুখামুখী দণ্ডায়মান। সুস্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া মাধুরী সচকিতে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি এতরাত্রে এখানে কেন আসিয়াছ ?"

অপ্রতিভ না হইয়া লোকটী মিষ্টস্বরে উত্তর করিল, "তোমাকে দেখিতে আমি বড় ভালবাসি, সেই নিমিত্তই—"

কথা সমাপ্ত করিতে না দিয়াই মাধুরী শীঘ্র শীঘ্র পুনঃপ্রশ্ন করিলেন, "এরাত্রে আমি পুষ্পোদ্যানে আসিব, ইহা তুমি কিরূপে জানিয়াছিলে ?"

মৃদু হাসিয়া লোক উত্তর করিল, "এরাত্রে তুমি কোথায় গিয়াছিলে, তাহা আমি জানিতাম, কখন কিরূপে কোথায় কোথায় আমি গতিবিধি করি, তাহাও বোধ হয় তুমি জান। মহিলা মেলায় দুইবার তোমাকে আমি দর্শন করিয়াছি, এক-স্থানে তুমি মর্ম্মবেদনা পাইয়া চলিয়া আসিয়াছ, সে বেদনা আমিও অনুভব করিয়াছি। তুমি যখন গৃহাভিমুখে আসিলে, আমিও সেই সময় সকলের অলক্ষিতে তোমার শিবিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিলাম; যখন তুমি গৃহ প্রবেশ করিলে, চন্দ্র-কিরণে তখন তোমার বদন নিরীক্ষণ করিয়া আমি নিশ্চয় ভাবিয়াছিলাম, রাত্রে তোমার নিদ্রা হইবে না; ঐ সুন্দর বদন তখন এত পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিল যে, তৎক্ষণাৎ নিকটে গিয়া ঐ সুকোমল কর-পল্লব ধারণ করিয়া, সান্ত্বনা বচনে প্রবোধ প্রদান করি. সত্য বলিতেছি, আমার এরূপ ইচ্ছা হইয়াছিল, শীঘ্র শীঘ্র দরজা বন্ধ হওয়াতে ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারি নাই, নিদ্রা না হইলে তুমি গৃহ হইতে বাহির হইয়া পুষ্পোদ্যানে

বায়ুসেবন করিতে আসিবে, কে যেন তখন আমাকে ঐ ভবিষ্যৎ কথা বলিয়া দিয়াছিল, সেই ভবিষ্যৎ বাণী অনুসারে উদ্যানের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া—"

চমকিয়া বাধা দিয়া ত্রস্তস্বরে মাধুরী কহিলেন, "দেখ জম্বু, ওসব কথা তুমি আর আমার কাছে বলিও না; তুমি কপটতা জান না, ইহাই আমি মনে করিতাম, বিশুদ্ধ অন্তরে দ্বিধা আসিত না, সেই কারণে তোমার সহিত আমি সরলভাবে কথাবার্ত্তা কহিতাম। যখন যখন তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে, অবশ্যই তোমার স্মরণ থাকিতে পারে, সকল সময়েই ভ্রাতৃভাবে আমি তোমাকে আদর যত্ন করিতাম, এখন দেখিতেছি, তুমি বিলক্ষণ কপটতা শিক্ষা করিয়াছ, আর আমি তোমার সঙ্গে—"

শেষ মন্তব্য শ্রবণের অপেক্ষা না রাখিয়াই ব্যগ্রকণ্ঠে জম্বু বলিল, "এ কি কথা মাধুরী? আমি কপটতা শিক্ষা করিয়াছি? কি লক্ষণে তুমি আমার বিলক্ষণ কপটতা ধরিতে পারিয়াছ?"

মাধুরী। লক্ষণ?—লক্ষণে কপটতা ধরা যায় না, কার্য্যেই কপটতার পরিচয় হয়। মহিলা মেলায় দুইবার তুমি আমাকে দেখিয়াছিলে, এই মিথ্যা কথাতেই কপটতা ধরা পড়িতেছে। মহিলামেলায় পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই, তুমি একজন সুপরিচিত নগরবাসী, নগরের এক প্রসিদ্ধ বংশে তোমার জন্ম, মহিলা মেলার নিয়মাবলি তুমি জান না, সে কথা বলিয়া ছলনা করা তোমার পক্ষে অসম্ভব; আমার পক্ষে দেখ, কোন উৎসবে অথবা কোন মেলাস্থলে প্রায়ই আমি যাইতে ইচ্ছা করি না, মহিলামেলার নিয়মাবলি আমি জানি না ইহাও সত্য নহে, সমস্তই আমি জানি। মহিলামেলা কেবল মহিলাকুলের জন্য,

তবে তুমি কি প্রকারে সেস্থলে প্রবেশ করিয়াছিলে? এক কথাতেই কপটতা ধরা পড়িয়া গেল!

জম্বু। (হাস্য করিয়া) ঐটী তোমার বুঝিবার ভুল। ব্যবহারে আমার কপটতা নাই, এক এক সময়ে বাধ্য হইয়া আকাশে আমি কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করি।

মাধুরী। আকারে কপটতা দেখাও, ব্যবহারে কপটতা দেখাইতে জান না, একথার তাৎপর্য্য আমি কিরূপে বুঝিব?

জম্বু। আমিই বা কিরূপে বুঝাইব? বেশধারণে—বেশ পরিবর্ত্তনে আমার কৌতুক আছে, কৌতুকে কৌতুকে সেই বিষয়ে পটুতা বাড়িয়াছে, কতবার কত রূপে তোমার সঙ্গে আমি দেখা করিয়াছি, তাহা তুমি হয় ত জানিতেই পার নাই, রহস্যভেদ করিয়া না দিলে তীক্ষ্ণচক্ষু লোকেরাও তাহা জানিতে পারে না। এখন সে কথায় প্রয়োজন নাই, সময় যদি আইসে বুঝাইয়া দিব। মহিলামেলায় মহিলা সাজিয়া প্রতি পদক্ষেপে আমি মহিলাকুলের কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়াছি।

মাধুরী। (সবিস্ময়ে চাহিয়া) ওঃ! এ ছলনাও সামান্য নয়! কুলমহিলাগণের মধ্যস্থলে বহুরূপী সাজিয়া পরিভ্রমণ করা নিতান্ত উপেক্ষার কথা নহে। যেখানে পুরুষ মাত্রের সমাগম থাকে না, নিরবচ্ছিন্ন স্ত্রীলোকের মেলা, সেখানে স্ত্রীলোকেরা স্ত্রীজনসুলভ কোন না কোন গুহ্য কথাও নির্ভয়ে বলাবলি করে, প্রচ্ছন্নবেশে প্রচ্ছন্ন ভাবে সেই সকল গুপ্তকথা শ্রবণ করা বড় দোষ; তোমার মুখে এই কথা শুনিয়া আমার অঙ্গ শিহরিতেছে! দেখ জম্বু, তুমি এস্থান হইতে চলিয়া যাও, ক্ষণমাত্রও আর এখানে বিলম্ব করিও না

জম্বু। যাইবার জন্যই আসিয়াছি, থাকিবার জন্য আসি নাই; কিন্তু মাধুরী, আরাধ্যা মাধুরী, অভিমানিনী মাধুরী! তোমার মুখে একটী কথা না শুনিয়া আমি যাইব না।

মাধুরী। কি কথা শুনিতে চাও, বল,—শীঘ্র বল। মেলার স্থলে মহাজনতায় আমার অসুখ বোধ হইয়াছিল, উপবনের সুস্নিগ্ধ বায়ু সেবনে সে অসুখ এখন সারিয়া গিয়াছে, আমিও আর অধিকক্ষণ এখানে থাকিব না, যাহা বলিতে হয়, শীঘ্র বল।

জম্বু। দোষ ধরিও না। অকপটে আমি জিজ্ঞাসা করিব, সরলা তুমি সত্যবাদিনী তুমি, অকপটেই উত্তর দিও।

মাধুরী। ভূমিকা শুনিবার সময় নাই, যাহা জিজ্ঞাসা করিবার আছে, আড়ম্বর না করিয়া অতি সংক্ষেপে শীঘ্র জিজ্ঞাসা কর।

জম্বু! এখন আমার কেবল একটীমাত্র প্রশ্ন। মনে কর, পঞ্চ মহিলার মেলা, সেই মেলায় তোমার প্রবেশ। মনে কর, তোমার প্রবেশের অগ্রে সেই পটমণ্ডপের মধ্যে পঞ্চমহিলার পঞ্চ প্রকার কথা। মনে কর, পটান্তরাল হইতে সেই সকল গুহ্যকথা তুমি শুনিয়াছিলে। মনে কর, পটগৃহের অপর প্রান্তে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া আর একটী রমণীও সেই সকল কথা শুনিয়াছিল। মনেকর, পরিচ্ছদের মহিমায় তখনকার সেই রমণী আমি। ঠিক সমান! আচ্ছা যাহা শ্রবণ করিলে কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া ছুটিয়া পালাইতে হয়, সেই সকল অকথ্য অশ্রাব্য অনালোচ্য কুৎসার কথা শুনিয়া, প্রকাশ্যে দেখা দিয়াও, তুমি তাহার খণ্ডন করিবার চেষ্টা পাইলে না কেন? কিছু কিছু কি শুনে সত্য?

মাধুরী। (চঞ্চলা হইয়া) ব্যগ্রতা করি, জম্বু, মিনতি করি, তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান কর ! সে সকল কথা তোমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতেই আমি যেন লজ্জায় মরিয়া যাই-তেছি। গ্লানি, নিন্দা, কুৎসা, অপবাদ, উহার মধ্যে একটাও কখনও সত্য হয় না। তুমি পুরুষ, আমি লজ্জাশীলা অবলা, মনে কর, মনে কর, বলিয়া বারংবার তুমি উত্তেজনা করিয়াছ। তুমিও একবার মনে কর, আমার এখন আর সে দিন নাই, আমার বিবাহ হইয়াছে; পূর্ব্বের কথা ভুলিয়া যাও, পর-পুরুষের কাছে কোন প্রকার গুহ্যকথা আমি বলিব না। তুমি চলিয়া যাও।

ত্বরিতস্বরে একটী কথা বলিয়াই গৃহপ্রবেশের উদ্দেশে মাধুরী দ্রুতগতি গৃহদ্বারাভিমুখে তিন চারিপদ অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন, পশ্চাতে ডাকিয়া ব্যগ্রভাবে জম্বু কহিল,—"দাঁড়াও, মাধুরি, দাঁড়াও, তোমার কথার প্রতিধ্বনি করিয়াই তোমাকে আমি একটী কথা সুধাইব। তোমার বিবাহ হইয়াছে,—বিবাহ হইয়াছে বলিয়াই বিশেষ আগ্রহে সেই কথাটী আমি বলিতে চাই।"

মাধুরী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। একটু নিকটে গিয়া কিঞ্চিৎ অনুচ্চস্বরে জম্বু কহিল,—"হাঁ, তোমার বিবাহ হইয়াছে। দুই একদিন নয়, প্রায় দেড় বৎসর। বিবাহ করিয়া তুমি সুখী হও নাই। যাহাকে বিবাহ করিয়াছ, তাহাকে সুখী করিয়াছ; তোমার নিজের উপার্জ্জনের অর্দ্ধেক ধন সেই ভাগ্যবানের হস্তে সমর্পণ করিতেছ; সে ধনের কিরূপ সৎব্যবহার হয়, তাহা তুমি একবারও জিজ্ঞাসা কর না। লোকটী ভাগ্যবান কি

অভাগ্যবান, তাহা তুমিই বিবেচনা কর। আমি বিবেচনা করিয়া লইয়াছি, যাহাকে তুমি পতি বলিয়াছ, সে কেবল সিপাহী মাত্র ; আর যদি তাহার কোন গুণ থাকে, সেইগুণ শান্তি-সংসারে বিশেষ অনর্থ-উৎপাদক! লোকটা কিছুই নহে,—কিছুই নহের অপেক্ষা নিকৃষ্টপদে আরও যদি কিছু বলিবার থাকে, বাস্তবিক তোমার সিপাহীস্বামী তাহাই! পটমণ্ডপে একটা নাম শুনিয়া আসিয়াছ,—মন্দুরা। আমিও বলি, সে কথা ঠিক। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তোমার সেই সিপাহী স্বামী সেই নর্ত্তকীটার সঙ্গে প্রমত্তাবস্থায় হাত ধরাধরি করিয়া রঙ্গরসকৌতুকে উদ্যানে বিহার করিতেছে! একবার নহে, দশবার দেখিয়াছি।”

উভয় হস্তে উভয় কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া উত্তেজিত উগ্রস্বরে মাধুরী কহিলেন,—“জম্বু, আমি তোমায় এতদিন ভ্রাতৃভাবে ভাল বাসিতাম, এখন বলিতেছি আর তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না। পতিনিন্দা শ্রবণ করিলে সতীর প্রাণে কিরূপ ব্যথা লাগে, তাহা তুমি বুঝিবে না ; তুমি বলিলে আমার স্বামী কিছুই নহে অপেক্ষাও অপকৃষ্ট! তোমার মুখদর্শন করিতে নাই! যাও, বিদায় হও, তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা!

এই বলিয়াই পতিব্রতা মাধুরী সুন্দরী পার্শ্বদ্বার পুনরুদ্ঘাটন পূর্ব্বক দ্রুতপদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, ভিতর হইতে দ্বার-রুদ্ধ করিয়া দিলেন। জম্বু কিয়ৎক্ষণ পাষাণস্তম্ভের ন্যায় এক স্থানে দাঁড়াইয়া আপন মনে কি কি কথা বলিল, তাহার পর পূর্ব্ববৎ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া গন্তব্য-পথে চলিয়া গেল ; বলিতে বলিতে গেল,—“দেখিব—দেখিব—দেখিব!”

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কোরকে করকা।

পদ্মিনী কোরকে আহা, ফুটিল না ফুল,
সহসা হিমানী-পাতে শুকালো মুকুল!

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ-বর্ণিত ঘটনার ছয়মাস পরে মাধুরী একবার ভূপালরাজ্য যাত্রা করিলেন। চিত্রবিদ্যায় মাধুরীর সবিশেষ নৈপুণ্যের সংবাদ প্রায় সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ভূপালের বেগম আপনার প্রতিরূপ চিত্র করাইবার অভিলাষে সমাদরে মাধুরীকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য একজন রাজদূত আর কতিপয় রমণী রাজস্থানে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সমভিব্যাহারেই মাধুরীর ভূপাল যাত্রা। ভূপালে মাধুরীর একমাস বিলম্ব হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে শূরেশ্বরের বাইমহলে বিলক্ষণ পশার বাড়িয়া উঠে। অর্থের অসদ্ভাব ছিল না, স্বকৃত উপার্জ্জনের অর্থ নহে, মাধুরীর পরিশ্রমের অর্দ্ধেক ফল শূরেশ্বরের হস্তগত; সুতরাং বাইমহলে শূরেশ্বর কল্পতরু।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে, পূর্ণিমা ভ্রমে অমাবস্যা রজনীতে শূরেশ্বর যখন মাধুরী দর্শনের আশায় দেবালয়ের সরোবর তীরে অতিথিশালা মধ্যে গুপ্তভাবে অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময় তিনটী রমণীর গুপ্ত কথোপকথন তাঁহার শ্রুতিগোচর হয়। রমণীত্রয়ের নাম অম্বা, চম্পা, কস্তুরা। একরাত্রে কস্তুরার গৃহে শূরেশ্বর। কস্তুরা একজন নর্ত্তকী। পেশাদার নর্ত্তকী-

দের ন্যায় কাহারও বাটীতে বায়না লইয়া মজুরা করিবার নিমিত্ত কস্তরার যাওয়া আশা ছিল না, যাঁহারা তাহার বাটীতে আসিয়া আমোদ প্রমোদ করিতে ইচ্ছা করিতেন, কস্তরা তাঁহাদের সমক্ষেই নৃত্য করিত, গীত গাহিত, মদ্যপান করিত। তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিয়া অযাচিত পুরস্কার প্রাপ্ত হইত। যে রাত্রিতে সেই বাড়ীতে শূরেশ্বরের মজলিস, সেই রাত্রিতে আরও অনেকগুলি কামিনীর তথায় নিমন্ত্রণ ছিল, ক্রিয়া বর্জ্জিত ভৈরবী চক্রের আবির্ভাব! শূরেশ্বর ব্যতীত সকলগুলিই স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকেরাই নর্ত্তকী, স্ত্রীলোকেরাই গায়িকা, স্ত্রীলোকেরাই বাদ্যকরী। মজলিস বেশ সরগরম।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নৃত্যগীত বাদ্যের সঙ্গে মদ্যের তুফান চলে, অনেকেই মাতাল হইয়া পড়ে, শূরেশ্বরের টাকায় গাড়ী ভাড়া করিয়া মদিরা-পান-প্রমত্তা নিমন্ত্রিতা কামিনীগণকে তাহাদের স্ব স্ব আলয়ে প্রেরণ করা হয়, থাকেন কেবল শূরেশ্বর আর কস্তরা।

তরল মদিরা যতক্ষণ নির্জ্জীব আধারস্থ থাকে, ততক্ষণ দিব্য সুস্থির, আধার পর্য্যন্ত অচঞ্চল; সজীব আধারে আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে মদিরা বায়ুতাড়িত সমুদ্র সলিলের ন্যায় তরঙ্গিত হইয়া থাকে, আধারগুলিও তরঙ্গে তরঙ্গে বিকম্পিত হয়। মদিরার আভ্যন্তরিক ক্রিয়া এই প্রকার, বাহ্যক্রিয়া বিশেষ বিশেষ অনর্থ উৎপাদিকা। সেবনে যাহারা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে তাহাদের ইন্দ্রিয়ের কোন চেষ্টা থাকে না, ক্রিয়া থাকে না, অপরের ইষ্টানিষ্ট সাধনেরও শক্তি থাকে না; কিন্তু অভ্যাস বশে অথবা মাত্রা পরিমাণে সুরা যাহাদের জ্ঞান হরণ করে না, তাহারা মধুর

মাত্রায় প্রমোদিত হইয়া আপন আপন প্রকৃতির পরিচয় দেয়। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মাতোয়ারা ঐ শূরেশ্বর,—ঐ শূরেশ্বর আর কস্তুরা।

সুরাপায়ীদের প্রকৃতির পরিচয় কিরূপে হয়, সংসারতত্বজ্ঞ লোকেরা বোধ হয় তাহা অবশ্যই অবগত আছেন। সহজ অবস্থায় যাহারা বিশেষ চেষ্টায় অথবা বিশেষ কৌশলে স্ব স্ব মনোভাব ও মনোবৃত্তি চাপিয়া চাপিয়া রাখে, সুরামৃত অথবা সুরাবিষ উদরস্থ হইলে কিছুতেই তাহারা আসল প্রকৃতি চাপিয়া রাখিতে পারে না, অচিরাৎ প্রকাশ হইয়া পড়ে। যাহারা কলহপ্রিয়, সুরাপান করিয়া তাহারা কলহে রত হয়; যাহারা কোপন-স্বভাব, সুরা সেবনে তাহাদের ক্রোধ বাড়ে; যাহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত, দুর্দ্দম মদ্য তাহাদের ইন্দ্রিয়াসক্তি বৃদ্ধি করিয়া দেয়; যাহারা বক্তা, মদিরা তাহাদের বক্তৃতাশক্তি তেজস্বিনী করে; যাঁহারা কাব্য সাহিত্যে অনুরাগী, পরিমিত সুরাপানে তাঁহাদের চিন্তাশক্তির স্ফূর্ত্তি পায়; চৌর্য্যাদি দুষ্ক্রিয়া সাধনে যাহারা অভ্যস্ত, সুরা তাহাদের নির্ভীকতা বর্দ্ধিত করে; যাহারা বৈরনির্য্যাতনে অভিলাষী, মদ্য তাহাদিগের হিতাহিত বিবেক শক্তি হরণ করিয়া লয়; পক্ষান্তরে তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে সাধনা করিতে যাঁহাদের বাসনা থাকে, মধুময়ী সুরা তাঁহাদিগকে সেই দিকে আকৃষ্ট করিয়া তাঁহাদিগের সংসারাসক্ত চিত্তকে ধর্ম্মপথে একাগ্র করে; একে একে ভাল মন্দ সকল বিষয়েই সুরার এইরূপ অসাধারণ শক্তি প্রকাশ পায়। এ ক্ষেত্রে সুরাপায়ী শূরেশ্বর কি প্রকারে স্বীয় প্রকৃতির পরিচয় দিলেন, সুরাপ্রিয়া কস্তুরাই বা কি প্রকারে আপন স্বভাবের পরিচয় দিল, তাহাই দেখা কর্ত্তব্য।

গৃহ নির্জ্জন, রাত্রি গভীর, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, গৃহের আলোক মালা মৃদু বাতাসে মৃদু কম্পিত, গৃহে কেবল শূরেশ্বর আর কস্তরা। আমোদের প্রসঙ্গ এক প্রকার পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা আর তখন তত ভাল লাগিতেছে না, নবরঙ্গক্ষেত্রে নবরঙ্গের প্রয়োজন। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলীদ্বারা শূরেশ্বরের দক্ষিণ গণ্ডস্পর্শ করিয়া গম্ভীর বদনে কস্তরা বলিল,—"আচ্ছা চালাক আছ তুমি, ডুব দিয়া দিয়া জল খাও যাদু, তুমি মনে কর, কেহই কিছু জানে না, জানিতে পারেও না, সকলেই জানুক আর নাই জানুক, আমি কিন্তু সব জানি! ভ্রমরেরা নানা ফুলে মধু খায়, পদ্মিনী তাহা জানে না; আমার মত প্রাণ যদি পদ্মিনীর থাকিত, তাহা হইলে পদ্মিনী কখন ভ্রমরকে ঘেঁসিতে দিত না! তুমি একটী মধুকর ভ্রমর,—কৃষ্ণাঙ্গ ভ্রমর নও, গৌরাঙ্গ ভ্রমর; রূপের সুপারিসে তুমি রমণীকুলের মন ভুলাও; জানিয়া শুনিয়া আমি কেন ভুলিয়া রহিয়াছি, তাহা কি তুমি বুঝিতে পার?—টাকার খাতিরে!—তুমি আমাকে ভালবাস,—কিসের খাতিরে তাহা হয় ত আমি জানি না, জানিলেও বলিতে ইচ্ছা করি না। বল দেখি শূরেশ্বর! সত্য কি তুমি আমাকে ভাল বাস?—তোমার ভালবাসা অনেক! ভালবাসা একটী বস্তু, সে বস্তুকে ভাগ করা যায় না; তোমার ভালবাসার শতভাগ; যদি হিসাব করা যায়, শত ভাগ অপেক্ষাও বেশীভাগ! যে ভালবাসা খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে, সে ভালবাসার দাম কি?—ধন্য সেই মাধুরী; ভালবাসি বলিয়া কথার ছাঁদে ভুলাইয়া যাহাকে তুমি বিবাহ করিয়াছ ধন্য সেই মাধুরী; ধন্য তাহার সহিষ্ণুতা! মাধুরীর হৃদয়ে ঈর্ষা-পিশাচীর বাসা নাই! মাধুরী আবার ভালবাসা

কিনিবার জন্য তোমাকে রাশি রাশি টাকা জোগায়! মাধুরী যদি একদিন তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, মাধুরী কেন, আমিই যদি আজ রাত্রে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, 'সরল অন্তরে বল কারে তুমি ভালবাস' সে প্রশ্নের তুমি কি উত্তর দাও? চুপ করিয়া থাক, কথা কহিও না, তুমি উত্তর দিতে পারিবে না; তোমার হইয়া আমি ওকালতি করিব;—আমিই উত্তর দিব,—ভালবাস তুমি মন্দুরাকে।"

কিছুমাত্র লজ্জা না পাইয়া সদম্ভে শূরেশ্বর বলিলেন,—"সে কথা তোমাকে কে বলিল? কস্তুরা আর মন্দুরা! এই উভয়ের মধ্যে কোনটীকে হৃদয়ে রাখিলে হৃদয় শীতল হয়; আমি কেন বলিব, তুমি নিজেই বিবেচনা কর।"

কস্তুরা। তবে তুমি মন্দুরাকে ভালবাস না? কাহাকে তবে ভালবাস? মাধুরীকে?

শূরেশ্বর। ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ! মাধুরীর সঙ্গে ভালবাসা? মাধুরী ত ভূত! মাধুরীর নূতন বাড়ীর বনিয়াদে সমুদ্র হইয়াছিল, জোয়ার ভাঁটা খেলিয়াছিল, জাহাজ চলিয়াছিল, ভূতের জাহাজ! সেই সমুদ্রে ডুবিয়া ডুবিয়া আরও লক্ষ লক্ষ ভূত হইয়াছে। মাধুরীও এক ভূত!

কস্তুরা। (পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া সবিস্ময়ে) সে সব কথা তুমি কাহার মুখে শুনিলে? অনেক দিনের কথা! তখন তুমি এদেশে আইস নাই; এত দিনের পর সে সব কথা তোমায়ে কে বলিল?

শূরেশ্বর। তোমরাই বলিয়াছ।

কস্তুরা। (সচকিতে) আমরা?—কে কে?

শূরেশ্বর। তুমি।

কস্তুরা। এই বলিলে তোমরা, আবার বলিতেছ তুমি, ভাব কি?

শূরেশ্বর। ভবানীর ভাবে ভোলা চলিয়া চলিয়া, * * * বসিল ভুলিয়া। ভুল—ভুল—ভুল! একেত মধুর ভাবে ভুল, তাহাতে আবার তোমার ভাবে ভুল, তাহার উপর আবার ভূতের ভয়ে ভুল! হাঁ হাঁ, ভাল কথা! আর একটা ভূত আসিতেছে!

কস্তুরা। সে আবার কে? মন্দুরা?

শূরেশ্বর। দূঃ!—সে কেন?—মাধুরী গর্ভবতী। মাধুরীর গর্ভে একটা ভূত জন্মিবে।

কস্তুরা। তবে এইবার তোমার দফা রফা! সেই ভূত তোমার ঘাড় ভাঙ্গিবে!

ভোর হইয়া আসিল। শূরেশ্বর ঘুমাইয়া পড়িলেন। মন্দুরার কথা লইয়া কস্তুরা তাঁহাকে আরও অনেক কথা বলিবে, মনে করিয়া রাখিয়াছিল, বলা হইল না। নিদ্রিত শূরেশ্বরের উত্তরীয় বসনে কি একটা বস্তু গ্রন্থি-বদ্ধ ছিল, ধীরে ধীরে কস্তুরা তাহা খুলিয়া লইল, দেখিল, একখানা প্রেম পত্রিকা, মোড়ক করা ছিল না, শীল করা ছিল না, খোলা চিঠি। সে চিঠির মধ্যে একটী হীরকাঙ্গুরী, অঙ্গুরীর উপর মাধুরীর নাম অঙ্কিত। অন্তরে আহ্লাদ জন্মিল, চিঠিখানির সহিত সেই অঙ্গুরীটী কস্তুরা চুপি চুপি আপন বাক্সে রাখিয়া চাবিবন্ধ করিল।

শূরেশ্বরের যখন নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন বেলা প্রায় দশটা। কস্তুরা তখন একখানা কৌচের উপর মুদ্রিত নয়নে শয়ন

করিয়াছিল; কপট নিদ্রা। সত্য নিদ্রিতা মনে করিয়াই শূরেশ্বর সন্তুষ্ট হইলেন; জাগাইবার চেষ্টা না করিয়া—কিম্বা নিদ্রা ভঙ্গের প্রতীক্ষা না করিয়াই শূরেশ্বর নিঃশব্দ পদ বিক্ষেপে উপর হইতে নামিয়া আসিলেন, কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলেন; অঙ্গ বস্ত্রের কি বস্তু খোয়া গেল, তাহা জানিতেও পারিলেন না, মনে ও হইল না, শশব্যস্তে বাহির হইয়া আসিলেন। কোথায় গেলেন? মাধুরীর ভূপাল যাত্রার দিবসাবধি শূরেশ্বর কেবল তিন দিন মাত্র এক একবার স্বগৃহের চৌকাটা পার হইয়াছিলেন, অবশিষ্ট দিবারজনী কেবল বাই মহলেই অবস্থিতি। ঐ দিন বেলা দশটার সময় কস্তুরার গৃহ হইতে বাহির হইয়া তবে তিনি কোথায় গেলেন?—মন্দুরার নিকেতনে।

ইহার পর পাঁচ সাতদিন অতীত হইল। ভূপাল হইতে মাধুরী ফিরিয়া আসিলেন। প্রত্যাগমনের প্রথম রজনীতেই শূরেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ। সতী ললনার প্রকৃতি যেরূপ নির্ম্মলা, সেইরূপ নির্ম্মলতার পরিচয় দিয়া মাধুরী পরমাদরে পতিসেবা করিলেন; দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের জন্য মনোবেদনা জানাইলেন; একমাস গৃহে ছিলেন না, পতি কিরূপে কোথায় দিবা যামিনী যাপন করিয়াছেন, সে কথা একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না। পতির গতি ক্রিয়ার গূঢ়তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা পতিব্রতার অধিকার বহির্ভূত, ইহাই পতিব্রতা মাধুরীর চিরসংস্কার,—চির বিশ্বাস।

গৃহে প্রত্যাগমনের প্রায় এক পক্ষ পরে মাধুরী এক রাত্রে রহস্যচ্ছলে শূরেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি জীবিতেশ্বর, আমার বয়ঃক্রম কত? বিবাহ হইয়াছে দুই বৎসর, এই

দুই বৎসরের মধ্যে একদিনও তুমি একথা জিজ্ঞাসা কর নাই, আমিও কিছু বলি নাই; এখন বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে, অনুমান করিয়া বল দেখি আমার বয়ঃক্রম কত?

কৌতুকে হাস্য করিয়া শূরেশ্বর উত্তর করিলেন, "অতি চমৎকার প্রশ্ন! এ প্রশ্নের উত্তরটীও অবশ্য চমৎকার হইবে। তুমি চিত্রকরী, কত চমৎকার চমৎকার ছবি তুমি চিত্র করিয়াছ, লোকে বলে ছবিগুলি যেন সজীব। তোমার তুল্য আর একটী নিপুণা চিত্রকরী আমি যদি অন্বেষণ করিয়া পাইতাম, তোমার প্রতিমা চিত্র করাইয়া তোমাকে দেখাইতাম, তাহা হইলেই তোমার বয়সের নিরূপণ হইত,—সেই চিত্রপটখানিই তোমার ঐ চমৎকার প্রশ্নের উত্তর দিত! যথার্থ বলিতেছি মাধুরী, তুমি যেন ঠিক একখানি চিত্র প্রতিমা;—বয়সে ষোড়শী।

ক্ষুদ্র মস্তকটী ধীরে ধীরে সঞ্চালন পূর্ব্বক মৃদুহাস্য করিয়া মাধুরী কহিলেন, "উঁহুঁ, হইল না—হইল না!—বাণ বেশী!

গম্ভীরে একদৃষ্টে মাধুরীর সুন্দর বদন নিরীক্ষণ করিয়া কিঞ্চিৎ কম্পিতস্বরে শূরেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ বাণ? —হাঁ হাঁ,—ঠিক বটে,—ঠিক বলিয়াছ, চতুরা তরুণীগণের প্রধান অস্ত্রই নয়ন বাণ!—তাহা ত হইতেই পারে, তাহাতে আবার কমি বেশী কি থাকে? ষোড়শী যুবতীর নয়নবাণ অতিশয় তীক্ষ—প্রখর—সে বাণের বড়ই ধার! আমাদের যুদ্ধবর্ণনায় —আমি একজন বীরপুরুষ কি না,—আমাদের যুদ্ধবর্ণনায় কবিরা বলেন, "সন্ধান পূরিয়া এড়ে চোখ চোখ বাণ!"

মাধুরী এইখানে পরিহাসের আভাস পরিত্যাগ করিলেন। শূরেশ্বর সত্য বলিলেন কি রহস্য করিলেন কিম্বা মর্ম্মার্থ বোধে

আপন অজ্ঞতার পরিচয় দিলেন, সতী সাধ্বী সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শান্তবদনে কহিলেন, "দেহ প্রাণ যাঁহাকে সমর্পণ করা হইয়াছে, তাঁহাকে নয়নবাণে ভুলাইবার আকিঞ্চন পাইতে হয় না, সে ভাবের ছন্দাংশও আমি জানি না, সরল ভাবেই সরল সত্যকথা আমি বলিয়াছি। গণিতশাস্ত্র মতে বাণ শব্দার্থে পঞ্চ; তুমি আমাকে ষোড়শী বিবেচনা করিয়াছ, আমি বলিয়াছি বাণ বেশী। ইহার অর্থ এই যে, আমি এখন পঞ্চাধিক ষোড়শী; —আমার বয়ঃক্রম এখন একবিংশতি বর্ষ; যখন বিবাহ হইয়াছে, তখন আমি ছিলাম ঊনবিংশতি-বর্ষীয়া।"

শূরেশ্বরের বদন গম্ভীর হইল। একটু চিন্তা করিয়া তিনি কহিলেন, "ভারতের আর্য্যকুল-কন্যা ঊনবিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকে, ইহা প্রায় শুনা যায় না।"

মাধুরী কহিলেন, "প্রায় শুনা যায় না; আমিও তাহা জানি, কিন্তু আমার অবস্থা স্বতন্ত্র। পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি, অতি শৈশবে আমি মাতৃপিতৃ-হারা, সময়ে বিবাহ দিবার নিমিত্ত যাঁহারা যত্ন করেন, তাঁহারা কেহই ছিলেন না; স্বয়ং নির্ব্বাচন করিয়া পতিগ্রহণ করিবার রীতি এদেশে পূর্ব্বে রাজবংশেই প্রচলিত ছিল, স্বয়ংবর-প্রথা ভারতের সাধারণ গৃহস্থ-গৃহে বিদ্যমান ছিল না, এখনও নাই। এই হইল এক কারণ,—দ্বিতীয় কারণ এই যে, বিবাহ করিতে আমার মন ছিল না, বিবাহ করিব না বলিয়াই একপ্রকার সংকল্প করিয়া রাখিয়াছিলাম; কি কারণে সে সংকল্প, তাহাও তুমি পূর্ব্বে শুনিয়াছ।"

শূরেশ্বর কহিলেন, "পূর্ব্বে যাহা যাহা শুনিয়াছিলাম, সমস্তই আমার মনে ছিল, যাহা কিছু ভুলিয়াছিলাম, এখন তাহা স্মরণ

হইল, কিন্তু মাধুরী, তোমার বয়সের কথা আজ তুমি হঠাৎ কেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে ?"

অবনত বদনে মৃদু হাস্য করিয়া মাধুরী উত্তর করিলেন, "পরিণয়ের দুই বৎসর অবসানে একবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে আমি সন্তানের জননী হইব, সেই আহ্লাদে।"

নিকটে একটু সরিয়া বসিয়া, সস্নেহে লজ্জাবতীর লজ্জাবনত চিবুকে হস্ত প্রদান করিয়া, সগৌরব প্রফুল্ল বদনে শূরেশ্বর বলিলেন, "আহ্লাদে!—আনন্দময়ি! কবে তুমি আহ্লাদিনী নও? সর্ব্বদাই তোমার হৃদয়ে বদনে আনন্দ লহরী ক্রীড়া করে। উত্তম! আজ আমি তোমাকে আর একটা নূতন আহ্লাদের শুভসমাচার প্রদান করিব!"

আরক্ত বদন উত্তোলন করিয়া, বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া, প্রকৃতি-সিদ্ধ মধুর বচনে মাধুরী কহিলেন, "সংসারে তুমিই আমার সর্ব্বানন্দ, তোমার সুখেই আমি সদানন্দ, তাহার উপর নূতন আহ্লাদের সমাচার আজ তুমি আমারে কি শুনাইবে ?"

কোমলাঙ্গীর সুকোমল করপল্লব আপন করপল্লবে ধারণ করিয়া, অনিমেষে বিধুমুখীর বিধুবদন নিরীক্ষণ পূর্ব্বক শূরেশ্বর কহিলেন, "তোমার রত্নগর্ভে অচিরে যে সন্তান রত্ন প্রসূত হইবে, পুত্রই হউক অথবা কন্যাই হউক, সে সন্তানের বিলক্ষণ পয় আছে। সন্তানের জননী হইবার অগ্রে তুমি রাজরাণী হইয়াছ।"

মাধুরীর হৃদয় কম্পিত হইল। সংশয়চকিতনেত্রে প্রিয়তমের সহাস্য বদন সন্দর্শন করিয়া, বিস্ময়-কম্পিত কণ্ঠে প্রিয়ম্বদা প্রশ্ন করিলেন, "এ আবার কি প্রকার নূতন রহস্য ?"

গম্ভীর বদনে শূরেশ্বর বলিলেন, "রহস্য নহে, যথার্থই।

জয়পুরের মহারাণীর প্রতিমা চিত্র করিয়া যখন তুমি রাজন্য-সমাজে যশস্বিনী হও, এতদিন তোমারে বলি নাই, সেই সময় আমার নিয়োগকর্ত্তা প্রভু মহারাজ আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, আমার কার্য্যদক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ আমাকে রাজা উপাধি প্রদান পূর্ব্বক সৈনিকের কার্য্য হইতে অবসর প্রদান করিয়াছেন; সেই সময়েই আমি রাজা হইয়াছি। রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী তুমি; আমি বুঝিয়াছি, রাণী হওয়াই তোমার ভাগ্য-লিপি; বিধাতার মনে ছিল, বিধাতার প্রসাদেই তুমি আমার গৌরবের সমাংশভাগিনী রাজরাণী।"

অধোবদনে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া, একটী নিশ্বাস ফেলিয়া মাধুরী কহিলেন, মহারাজের অনুগ্রহে তুমি রাজা উপাধি লাভ করিয়াছ, তোমার পক্ষে ইহা গৌরবের বিষয় বলিতে হইবে, কিন্তু উপাধি প্রাপ্ত হইয়া রাজসম্ভ্রম অথবা অন্য কোন উচ্চ সম্ভ্রম লাভে আনন্দ প্রকাশ করা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রকৃষ্ট গৌরব বলিয়া বিবেচিত হয় না। আমাদের রাজত্ব নাই, অবিরত দিবাযামিনীর শ্রমার্জ্জিত অর্থে আমি কায়ক্লেশে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করি, রাজসেবায় অনুরক্ত থাকিয়া সমরক্ষেত্রের অসম-সাহসিক কার্য্যে তুমি সম্ভবমত বৃত্তি প্রাপ্ত হইতে, এরূপ অবস্থায় রাজ সম্মানে সমাদৃত হইয়া উপাধি প্রভাবে তুমি রাজা, আমি রাণী,—ক্ষুণ্ণ হইও না,—এ গৌরবকে নারী-সংস্কারে আমি যথার্থ গৌরব জ্ঞান করি না। শূন্য উপাধির সত্য গৌরব নাই। আমি শুনিয়াছি, অনেক দেশে অনেক লোক ক্ষমতাশালী প্রভু-গণের চিত্তরঞ্জন করিয়া অনেক প্রকার উপাধি লাভ করেন; ভাগ্য বিগুণ হইলে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই গৌরব-সূচক

উপাধির গৌরব রক্ষা করিতে পারেন না, গৌরব দূরে থাকুক, সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় মানসম্ভ্রম বজায় রাখিয়া দিন যাপনের সংস্থানাভাব—অনেকে আপনাদের গৌরবের উপাধিগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলেন, ইহাও আমি শুনিয়াছি। আমার বোধ হয় উপাধি প্রাপ্ত যোত্রহীন লোকেরা যদি উপাধি বিক্রয়ের এক একখানি দোকান খুলিয়া বসেন,তাহা হইলে সে কাজ বেশ চলিতে পারে ; যোত্রহীন অক্ষম ঋণিগণের উপাধিরূপ সম্পত্তি থাকিলে আদালতের ডিক্রী জারিতে সে সম্পত্তিও প্রকাশ্য নীলামে ডাক হওয়া অসম্ভব বোধ হইবে না! এই সকল ফলাফল বিবেচনা করিয়াই গৃহস্থলোকের অথবা শ্রমজীবীলোকের শূন্য উপাধি লাভের পক্ষপাতিনী হইতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। রাজত্ব নাই, অথচ উপাধি আছে রাজা, এইরূপ উপাধি প্রাপ্ত একজন রাজাকে নাট্যরঙ্গের বিদূষকেরা 'কেতাবী রাজা—খেতাবী রাজা' ইত্যাকার হাস্যকর বিশেষণে চিহ্নিত করিয়া উপহাস করে। বিদূষকের বাক্যে তাদৃশ গুরুত্ব না থাকিলেও শূন্য উপাধির প্রকৃত মর্য্যাদা স্বীকার করা যায় না ; স্বীকার করিতে কষ্ট বোধ হয়।"

সুরেশ্বরের অভিমান হইল, মুখের উপর মাধুরীকে তিনি কোন প্রকার রুক্ষ বাক্য বলিতে সাহস করিলেন না, মাধুরীর টাকাতেই তাহার সমস্ত জাক্ জমক্, সুতরাং ভাব গোপন করিয়া কপট হাস্যের সঙ্গে মর্য্যাদা মিশাইয়া গদ্গদস্বরে বলিলেন, "তর্কে তোমারে হারি মানাইতে পারে, তেমন লোক আমার চক্ষে ঠেকে না, কিন্তু মাধুরি! ভাগ্য-প্রসাদে তুমি যেরূপ ক্ষমতাশালিনী, তাহাতে বিনা উপাধিতে তোমাকে রাণী বলিয়া আদর করিতে ইচ্ছা হয়। তোমার ন্যায় রমণীরত্নের অধিকারী আমি

আমিও সেই গৌরবে রাজা বলাইবার যোগ্য পাত্র; ইহার উপর রাজদত্ত সম্মানের যোগ; ঔদাস্য করিও না, বিপরীত তর্ক যুক্তিকে অন্তরে স্থান দিও না, তোমার গুণ-গরিমার পক্ষপাতী হইয়া লোকে তোমাকে অবশ্যই রাজরাণী বলিবে,—আমিও শ্লাঘা করিয়া বলিব, মাধুরী আমার রাজরাণী;—একখানি মুখ না হইয়া আমার যদি সহস্র মুখ হইত, তাহা হইলে বাসুকির ন্যায় সহস্র বদনে আমি বলিতাম, আত্ম গৌরবে মাধুরী আমার রাজরাজেশ্বরী।

মাধুরী আর কথা কহিলেন না, ক্রমশঃ রাত্রি অধিক হইল, উভয়ে শয়ন করিলেন, মাধুরী অল্পক্ষণের মধ্যেই নিদ্রাভিভূতা হইলেন, শূরেশ্বরের নিদ্রা হইল না। নিদ্রা না হইবার কি কারণ, নিশাচরের স্বভাব যাঁহাদের জানা আছে, তাঁহারাই অনুভব করিয়া লইবেন।

এইস্থলে পাঠকমহাশয়ের কিঞ্চিৎ ভ্রম নিরসন আবশ্যক হইতেছে। বিবাহের পরেই শূরেশ্বর নিজ মুখেই প্রচার করিয়াছিলেন, চাকরী ত্যাগ করা হইয়াছে, কথাটা বাস্তবিক মিথ্যা; এ রাত্রে মাধুরীকে বলিলেন, নিয়োগকর্ত্তা মহারাজ তাঁহাকে রাজোপাধি প্রদান করিয়া কর্ম্ম হইতে অবসর দিয়াছেন; এটাও বাস্তবিক মিথ্যা। সত্য এই যে, আলস্য দোষে ও পানদোষে শূরেশ্বর পদচ্যুত হইয়াছেন। ব্যক্তিবিশেষ কথা লইয়া জনপদের লোকেরা কোনপ্রকার বাক্ বিতণ্ডা করেন নাই, কথাটা একপ্রকার সাধারণের অনালোচ্য বিষয়ের মধ্যেই গণ্য হইয়াছিল।

পূর্ণ দশমাসে মাধুরী সুন্দরী একটী পরম সুন্দরী কন্যা প্রসব করিলেন। পিতাসুন্দর, মাতা-সুন্দরী, কন্যাটীও প্রফুল্ল পদ্মিনীর

ন্যায় সুন্দরী হইল, একথা বলাই বাহুল্য। মাধুরী পরম স্নেহ-যত্নে কন্যারত্নের প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, কন্যাটী ক্রমে ক্রমে শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তিন মাসের হইল। দৈবের গতি বিচিত্র! দুর্জ্জয় কালের কালাকাল বিচার নাই! অকস্মাৎ করাল কর বিস্তার করিয়া, সর্ব্বভুক্ করাল কৃতান্ত সেই মধুমতী জননীর স্নেহ ক্রোড় শূন্য করিয়া, চুপি চুপি সেই নবরত্নটী হরণ করিল;—কমল কোরক প্রস্ফুটিত হইতে পাইল না, মুকুলেই শুকাইয়া গেল! স্নেহময়ী মাধুরী শোকার্ণবে নিমগ্না হইলেন!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

হিরণ্ময় ময়ূর।

খেলার পুতলী তুমি, গঠন মধুর!
কার কোলে খেলাইবে সোণার ময়ূর।

আর একবৎসর অতিক্রান্ত হইল। শূরেশ্বর রাহু আত্ম-কল্পনায় উপাধি-সজ্জিত হইয়া আপন নামটীর কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছেন। রাজা উপাধি সংযোগে শূরেশ্বর নামোচ্চারণে হয় ত মিষ্টতা থাকিবে না, রাহু উপাধিও মানাইবে না, এই ভাবিয়া তিনি রাজা শূরানন্দরাও নামে পরিচিত সমাজে নূতন পরিচয় দিয়াছেন। উপাধি উচ্চ হইলেই সম্ভ্রম উচ্চ হয়; সম্ভ্রম উচ্চ হইলেই অহঙ্কারের সঙ্গে ব্যসন ও বিলাসিতা বৃদ্ধি পায়; শূরেশ্বরে ব্যসন বিলাসিতার মান্দ্য ছিল না, তথাপি আধিক্য হইয়া

উঠিয়াছে। দ্যূতক্রীড়া, মদ্যপান, নর্ত্তকী-বিলাস এবং তদানুষঙ্গিক অপরাপর ক্রীড়ায় তাঁহার আসক্তি বাড়িয়াছে। রজনীতে গৃহে প্রত্যাগমনের অবসর প্রায়ই ঘটে না, অর্থের প্রয়োজন হইলেও পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন হয় না, তাঁহার নিজনামে গদীয়ানী গদীতে সহস্র সহস্র মুদ্রা জমা থাকে, সুতরাং রাজা শূরানন্দ আপনাকে আপনি আত্মপ্রভু ও স্বাধীন রাজা মনে করেন।

মাধুরী অসুখী নহেন। মাধুরীর প্রকৃতি যেরূপ মধুময়ী, তাহাতে স্বামীর প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ অথবা অবিশ্বাস জন্মে না, জন-রসনায় প্রতিকূল বাক্য শ্রবণ করিলেও হিংসা-মূলক মিথ্যা অপবাদ মনের করিয়া পতিব্রতা সতী হাসিয়া হাসিয়া সে সকল বাক্য উপেক্ষা করেন। অসুখ নাই, অথচ মনে মনে মাধুরীর দুটী অসুখ। মাসের মধ্যে অর্দ্ধাধিক কাল অদর্শনে পতিসেবার ব্যাঘাত ঘটে, মনের সাধে আদর যত্ন দেখাইতে পারেন না, এই একটী অসুখ; কন্যাটী জন্মিয়াছিল, তিন মাসেই শৈশব লীলা সংবরণ করিয়া অকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইটী দ্বিতীয় অসুখ। শেষের অসুখটী বরং একপ্রকার সহ্য হইয়া আসিতেছে, মায়া-সংসারের নিয়মাধীনে পতির মুখ চাহিয়া সে শোক বরং দিন দিন বিস্মৃতি গর্ভে ডুবিতেছে, প্রথম অসুখের উপশমাভাব। পতির অদর্শনে অথবা পতির অযত্নে সতী নারীর প্রাণ কেমন ব্যাকুল হয়, সকলে তাহা বুঝিতে পারে না, পতি-প্রাণা বুদ্ধিমতী মাধুরীও প্রতিবাসিনীগণের নিকটে সেই ব্যাকু-লতা সাধ্যমতে গোপন করিয়া রাখেন।

মাধুরীর একটী প্রিয়ম্বদা প্রতিবাসিনীর নাম চন্দ্ররেখা।

বাল্য কালাবধি চন্দ্ররেখার সঙ্গে মাধুরীর সবিশেষ প্রীতি। উভয়েই সমবয়স্কা, নিয়তই প্রায় দেখা সাক্ষাৎ হয়, হৃদয়ের কথা-ব্যথার বিনিময় হয়, সুখে সুখী দুখে দুখী এই যে একটী সহানুভূতি বাক্য, উভয়ের প্রীতি বিনিময়ে তাহারও সার্থকতা সম্পাদিত হয়। একদিন অপরাহ্নে প্রিয়সখী চন্দ্ররেখা মনোরম বেশ বিন্যাস করিয়া মাধুরীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সময়োচিত সম্ভাষণের পর চন্দ্ররেখা বলিলেন, "আর রৌদ্র নাই, বাহিরের উত্তাপ প্রায় বিগত। সূর্য্যদেব পাটে বসিতে যাইতেছেন, এই সময়ের বহিঃসমীরণ অতি সুস্নিগ্ধ, চল একবার তোমার সাধের কুসুমোদ্যানে কিয়ৎক্ষণ পরিভ্রমণ করিয়া আসি।"

কোন কারণে মাধুরীর শান্ত চিত্তও সেই সময় কিঞ্চিৎ অস্থির হইয়াছিল, নিয়ম মত পরিশ্রমের কার্য্যও সমাপ্ত হইয়াছিল, তৎক্ষণাৎ তিনি সম্মত হইলেন; উভয়েই একসঙ্গে বায়ু সেবন করিতে গমন করিলেন।

সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে পুষ্পকুঞ্জের যে সকল পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, সেই সকল পুষ্প সৌরভে পুষ্পোদ্যান আমোদিত, সুস্বর বিহঙ্গ কূজনে কুঞ্জবন কূজনিত, মৃদুমন্দ গতিতে শীতল সমীরণ প্রবাহিত। মৃদু মন্দ গমনে এক একটী পুষ্পতরুর নিকটবর্ত্তিনী হইয়া অঙ্গুলী সঙ্কেতে দেখাইয়া মাধুরী মধুর বচনে বলিতেছেন, "দেখ সখি, এই ফুলটী কেমন সুন্দর! রৌদ্রের উত্তাপে নিত্য নিত্য এই ফুল ম্লান হইয়া যায়। আমার মনে হয় সূর্য্য দর্শনে এই ফুল যেন লজ্জা পায়, লজ্জায় যেন মুকুলিতাঙ্গি হইয়া সুবাস বিতরণে বিরত হইয়া থাকে, গবাক্ষ দ্বার হইতে যখনি আমি দেখি, তখনি মনে বড় কষ্ট পাই। আর দেখ, ইহার কাছে ঐ ফুলটী কেমন মলিন

হইয়া আসিতেছে, পবন আমাদের দেবতা, হইলে কি হয় পবন বড় দুষ্ট, রসিকতা আছে কিন্তু বড় চঞ্চল; ছুটিয়া ছুটিয়া ফুলের সঙ্গে খেলা করিতে আসিতেছে, ফুল ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া হেলিয়া হেলিয়া পড়িতেছে, স্পর্শ করিতে দিবে না বলিয়াই যেন পত্রান্তরালে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে, চঞ্চল পবন তথাপি ক্ষান্ত হইতেছে না! এমন সুখের সময় ঐ ফুলটী অমন মলিন কেন জান? উহার নাম সূর্য্যমুখী; সূর্য্য দর্শনেই উহার আমোদ, সূর্য্য দর্শনেই উহার হাস্য, সূর্য্য দর্শনেই উর্দ্ধবদন, সূর্য্য প্রেমেই উহার বদন উজ্জ্বল; সূর্য্য এখন অস্ত যাইতেছেন একটু পরেই বিরহ ঘটিবে, সেই দুঃখেই সূর্য্যমুখী মলিনা, দেখ দেখ, সূর্য্য-মুখী যেন ঘুম ঘোরে ঢুলিতেছে! সূর্য্য বিরহে কমলিনী যেমন ম্লানমুখী হয়, সূর্য্যমুখীও ঠিক তদ্রূপ; সূর্য্যমুখী বিরহিণী।"

শেষ কথা শুনিয়াই চন্দ্ররেখা একবার মাধুরীর মাধুরী মাখা মুখকমলের প্রতি নেত্রপাত করিলেন। মনে কি ভাবের উদয় হইল, চন্দ্ররেখাই জানিলেন; মুখে কিছু ফুটিলেন না, মাধুরীও তখন তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন না। একে একে আরও অনেকগুলি ফুলের পরিচয় দিতে দিতে মধুমতী মাধুরী আরও খানিক দুর পরিক্রমণ করিলেন। আলো আছে অথচ আলো-কাধার প্রভাকর নিষ্প্রভ; সেই সময় কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভের অভিলাষে উভয়ে একটী শিলাতলে উপবেশন করিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে কুসুম কাননের পরিমলময় বায়ুসেবনে স্বভাবতই ক্লান্তি দুর হয়, কিন্তু মাধুরীর ললাটে ও নাসাগ্রে মুক্তার ন্যায় বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম লক্ষিত হইল। চন্দ্ররেখা তদ্দর্শনে রহস্য করিয়া বলিলেন,

"সখি! তুমি ঘামিতেছ! উত্তাপ বিরহে তোমার এই সন্তাপের তাৎপর্য্য কি?"

মৃদু হাসিয়া বসনাঞ্চলে ঘর্ম্মকণা মোচন করিতে করিতে মাধুরী সেই সময় চকিত নেত্রে চন্দ্ররেখার মুখচন্দ্র অবলোকন করিলেন। মুখ দেখিয়াই মাধুরী একটু চমকিয়া উঠিলেন; চমকিতভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন সখি! তোমার ঐ প্রফুল্ল মুখপদ্ম আজ এমন মলিন মলিন দেখিতেছি কেন? কখন ত আমি তোমার এমন ম্লানমুখ দেখি নাই, অকস্মাৎ তোমার বিরহ উপস্থিত হইল নাকি?

কষ্টে ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাস্য আনয়ন করিয়া চন্দ্ররেখা বলি-লেন,—"কৈ না, ম্লান হইব কেন, বিরহ আমার কিসের? তুমি নাকি ফুলদলের বিরহের কথা বলিয়া পদ্মিনীর সঙ্গে তোমার সূর্য্যমুখীর উপমা দিতেছিলে, তাহাতেই বোধ হয় বিরহ স্বপ্ন দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেছ। সূর্য্য বিরহে পদ্মিনী বিরহিণী হয়, সূর্য্যবিরহে সূর্য্যমুখী বিরহিণী হয়, আমি কাহার বিরহে বিরহিণী হইব? আমার হৃদয়াকাশের সূর্য্যদেব দিবারজনীর মধ্যে একবারও অস্ত যান না।

কথাগুলি মাধুরী শুনিলেন, কিন্তু ভাল লাগিল না; যথার্থই চন্দ্ররেখা ম্লানমুখী। চন্দ্ররেখা ধর্ম্মশীলা, পতিব্রতা সাধ্বী, চন্দ্ররেখার স্বামীও পবিত্র-চরিত্র সাধু; স্বামীসুখে চন্দ্ররেখার চিত্ত সর্ব্বদা প্রফুল্ল, চিত্তের প্রফুল্লতার প্রসাদে চন্দ্ররেখার বদনও নিরন্তর প্রফুল্ল থাকে; তবে এ মলিনতা কি প্রকারে কোথা হইতে আসিল? অবশ্যই ইহার কোন নিগূঢ় কারণ আছে। এইরূপ অনুমান করিয়া প্রশান্তবদনে মাধুরী কহিলেন,—"না

ভাই, তোমার উত্তর শুনিয়া আমি তুষ্ট হইতে পারিলাম না। বোধ হয় তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ। কখন আমার কাছে মিথ্যা বল নাই, আজ অকস্মাৎ মিথ্যা বলিবে ইহাতে বিশ্বাস করিতেও মন চাহে না, কিন্তু প্রত্যক্ষের অপলাপ করা কাহারও পক্ষে সহজসাধ্য নহে। প্রত্যক্ষে দেখিতেছি, ঐ চন্দ্রমুখখানি পরিম্লান; রাহুগ্রস্ত না হইলে অথবা মেঘাবৃত না হইলে চন্দ্রে মলিনতা সম্ভবে না; দুষ্টকীট প্রবেশ না করিলে প্রফুল্ল কুসুমে মলিনতা সম্ভবে না; বল প্রিয়ম্বদে সত্য করিয়া বল, ঐ নির্ম্মল প্রফুল্ল পদ্মফুলে কি প্রকার ক্রুর কীট প্রবেশ করিয়াছে।

কথা ঘুরাইয়া চন্দ্ররেখা বলিলেন,—"কবিগণের বাক্য কল্পনামূলক হইলেও প্রায় সকলকে সত্য বলিয়া মানিয়া লন। কবিরা বলেন,—"সূর্য্যের নাম নলিনীবল্লভ; সূর্য্যোদয়ে পদ্মিনী প্রফুল্ল হয়; আমি কিন্তু সে কথায় বিশ্বাস করি না। পদ্মিনী যতক্ষণ জলে থাকে, সূর্য্য ততক্ষণ পদ্মিনীকে প্রফুল্ল করেন, জল হইতে তুলিয়া পদ্মিনীকে স্থলে রাখ, সেই পদ্মিনীকান্ত প্রেমিক চূড়ামণি প্রভাকর তৎক্ষণাৎ প্রেম ধর্ম্ম ভুলিয়া, নিদারুণ নিষ্ঠুর হইয়া প্রখর-করস্পর্শে সেই প্রণয়িনী পদ্মিনীকে তিলেকের মধ্যে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন! কমলিনীর সহিত সূর্য্যদেবের এই প্রকার প্রেম! আমার মনে হয় আশ্রয়টাই মূল। পতিব্রতা সতী যদি আশ্রয়চ্যুতা হয়, তাহা হইলে তাহার প্রাণাধিক পতি নৃশংসমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সতীর প্রাণ বিদলন করেন! সেইখানেই প্রেমের পরীক্ষা।"

পরীক্ষার নাম শুনিয়াই মাধুরী একটু কাঁপিলেন। কাহার প্রতি কিছু যেন কটাক্ষ আছে, সখীবাক্য শ্রবণে তাহাই যেন

তাঁহার মনে সহসা সমুদিত হইল। পুনরায় তিনি আগ্রহ সহকারে বলিতে লাগিলেন,—"না ভাই. কথাটা চাপা দিও না; সূর্য্যের কথায়, পদ্মিনীর কথায়, কবিগণের সঙ্গে তর্ক করিও, আমার সঙ্গে সে তর্ক নিষ্ফল। স্থলস্থিতা পদ্মিনীকে পদ্মিনীবল্লভ দগ্ধ করেন, সে তুলনার সঙ্গে তোমার বদনের মলিনতার কি সম্পর্ক?"

চন্দ্ররেখা ভাবিলেন, বিভ্রাট! সংশয়ে সংশয়ে আরও ভাবিলেন, বুঝি তবে গোপন করা গেল না, বুঝি তবে ধরা পড়িলাম। যাহা বলিব না মনে করিয়া রাখিয়াছিলাম, যাহা বলিব না মনে রাখিয়া দৃঢ় সংকল্পে এখানে আসিয়াছিলাম, এই বুদ্ধিমতী চতুরার কাছে বুঝি সে সঙ্কল্প টলিয়া গেল। তর্কের উপর তর্ক, প্রশ্নের উপর প্রশ্ন, আশৈশব সরল পবিত্র প্রণয়ে বাঁধা, কেমন করিয়াই বা সংকল্প রক্ষা করি? জনরবের কথা নহে, চাক্ষুসপ্রমাণ সিদ্ধ, সেই সত্য কথা আমার মুখে যদি প্রকাশ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই সরলার সরলপ্রাণে নির্ঘাত আঘাত বাজিবে! সতী কামিনীর মহিমা আমি বুঝি, সতীত্ব মাহাত্ম্যে সতী কামিনীরা সামান্য আভাসেই ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান বুঝিয়া লইতে পারেন। উপায় কি করা যায়? ব্যগ্রতা যেরূপ দেখিতেছি, অপ্রকাশ রাখাও আমার পক্ষে এখন দুঃসাধ্য বোধ হইতেছে। পরিণাম ভয়ানক! ও কে? কে আমার কর্ণে কি বলে?—হাঁ, ঠিক বলিতেছে! ঠিক যেন দৈববাণী! দেখি দেখি, দেবতার কথা সত্য ফলে কি না! আশা! দৈববাণীর সঙ্গে আশাও যেন আমারে উপদেশ দিতেছে,—সুফল ফলিতে পারে, সতীত্ব আলানে মত্ত গজ যদি আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমার দুর্ভাবনা অবশ্যই

নিবারণ হইবে। সত্যই সেই দুর্ভাবনা আমাকে পীড়ন করিতে-ছিল, কৃপাময়ী আশার উপদেশে একটু যেন শান্তি পাইতেছি। মাধুরী সত্যই ধরিয়া ফেলিয়াছে, দুর্ভাবনায় সত্যই আমার বদন ম্লান; আর চাপিয়া রাখিতে পারা গেল না। অমঙ্গলের আশ-ঙ্কাকে অন্তরে রাখিয়া মঙ্গলের আশাকেই পুরোবর্ত্তিনী করি। আমার বদন ম্লান;—আমার নিজের জন্য নহে, মাধুরীর জন্য। এ সঙ্কটে আশাই আমার উত্তরসাধিকা। দায়ে পড়িয়া প্রকাশ করিতেছি আশা অবশ্যই কল্যাণদায়িনী হইবে। প্রকাশ করি। শেষকালে যাহা থাকে ভাগ্যে!—আমার ভাগ্য, তাঁহার ভাগ্য আর এই পতিপরায়ণা মাধুরীর ভাগ্য!

এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া চন্দ্ররেখা অপ্রাসঙ্গিক আরও কয়েকটা ছাড়া ছাড়া কথায় মনোভাব গোপন রাখিবার চেষ্টা পাইলেন, মাধুরীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"মাধুরী সাধ্বী দৃঢ়ব্রতে হৃদয় দৃঢ় কর, দৃঢ় হৃদয়ে ধৈর্য্যকে আশ্রয় দাও, যাহা শুনিবার জন্য তোমার এতদূর আগ্রহ, বলিতেছি,—উতলা হইও না, ধৈর্য্য সহকারে শ্রবণ কর।"

মাধুরী কহিলেন,—"উতলা আমি কখনই হই না, ধৈর্য্য আমাকে পরিত্যাগ করে না, তুমি বল, যাহা বলিতে ইচ্ছা হয় অসঙ্কোচে বলিয়া যাও, স্থির হইয়া শুনিতেছি।"

উজ্জ্বল নয়নে মাধুরীর মুখপঙ্কজে চাহিয়া চন্দ্ররেখা বলিতে লাগিলেন,—"যেমন রূপবতী তুমি, যেমন গুণবতী তুমি, তদনুরূপ পতি লাভ করিয়া চিরজীবন তুমি সুখে থাক, ইহাই আমাদের

অভিলাষ; বিবাহ করিব না, তোমার সেই নিদারুণ সঙ্কল্প শুনিয়া আমরা অন্তরে অন্তরে বিষম বেদনা অনুভব করিয়াছিলাম; এখন তুমি বিবাহ করিয়াছ, দিব্য রূপবান্ পতি পাইয়াছ, আমরাও তোমাদের মিলন শুনিয়া সুখী হইয়াছি, কিন্তু—"

একটু চমকিয়া বাধা দিয়া মাধুরী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিন্তু কি চন্দ্ররেখা ?. আমাদের সুখে সুখী হইয়াছ বলিতেছ, ইহার উপর তবে একটা কিন্তু রাখিতেছ কিজন্য ?"

ম্লানবদনে চন্দ্ররেখা উত্তর করিলেন, যাহার সুখে উল্লাসে হৃদয় নৃত্য করে, তাহার কোন প্রকার অসুখের সম্ভাবনা জানিতে পাইলে প্রাণে বড় ব্যথা লাগে। রাজা বাহাদুর অন্তরে বাহিরে দুই প্রকার ক্রীড়া করেন, অনেকের মুখেই আমরা অনেক প্রকার কথা শুনি। এক একটা কথা এতদূর কষ্টকর যে, শুনিবামাত্র চক্ষে জল আইসে। তোমাকে তিনি ভাল বাসেন, তুমিই কেবল ঐ কথা বল, আর কাহারও মুখে সে কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। শুনিতে পাই, বাজারের বাইজী মহলে তাহার বেশী ঘনিষ্ঠতা,—অনেকগুলি নর্ত্তকী তাঁহার প্রণয়িনী। অনেকগুলির মধ্যে একটা নাকি তাঁহার প্রাণ, ধন, সর্ব্বস্বই। সেই নর্ত্তকীর নাম মন্দুরা। এক এক মহলে কত কি কাণ্ড হয়, তাহা শুনিলে তুমি চমকিয়া যাইবে। মদের মজলিস, জুয়ার মজলিস, নাচের মজলিস, ভোজের মজলিস, গানের মজলিস, নানা মজলিসে রাজা বাহাদুরের হাজার হাজার টাকা উড়িয়া যায়। শুনিতে পাই সব, তোমাকে কিছু বলি না, তোমার মনে কষ্ট দেওয়া আমার উচিত হয় না.

ইহাও বুঝি, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তোমার কষ্টের হেতু ক্রমশঃই প্রবল হইয়া উঠিতেছে, সুতরাং এখন আর তোমায় না বলিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারা গেল না। যতক্ষণ তিনি তোমার নিকটে থাকেন, ততক্ষণ তুমি মনে কর ভালবাসা ঠিক, অসাক্ষাতে কি হয়, তাহা তুমি জান না। এখন অবধি তাহার চাল চলনের দিকে একটু একটু দৃষ্টি রাখিও।

মৃদু হাসিয়া মাধুরী বলিলেন,—"তিনি আমার প্রভু, তিনি আমার পূজ্য, তাঁহার চাল চলনের দিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য আমি গুপ্ত দূতী হইতে পারিব না, গুপ্তচর নিযুক্ত করিতেও পারিব না। অনেক লোকে অনেক কথা কয়, অনেকবার আমি ঐরূপ কথা শুনিয়াছি, গ্রাহ্যই করি না। আমার সুখ দেখিয়া যাহারা হিংসা করে, মিথ্যা করিয়া তাহারা দোষের কথা বলে, ইহাই আমি মনে করি। যদিও কতক কতক করাও হয়, তাহাতেই বা কি! সকল কার্য্যেই পুরুষের স্বাধীনতা আছে, আমার স্বামী যাহাতে আমোদ পান, তাহাই তিনি করেন, আমার প্রতি অবহেলা করেন না।

স্বামীর স্বাধীনতার উপর কথা কহিতে আমার অধিকার নাই। আরও মনে কর, যাহাদের মুখে ঐ সকল নিন্দার কথা তুমি শুনিয়াছ, নিন্দা করা তাহাদের স্বভাব, হিংসা করা তাহাদের কার্য্য; তদ্‌ভিন্ন আর কিছুই নহে।

চন্দ্ররেখার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। অধোবদনে কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে মুখখানি তুলিয়া, অর্দ্ধকম্পিত কণ্ঠে পুনরায় তিনি কহিলেন, তোমার মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়া সহজ কথা নয়। যাহারা নিন্দা করে, যাহারা হিংসা করে,

তেমন লোক সংসারে অনেক, এ কথা সত্য, কিন্তু তেমন লোকের মুখে শুনিয়া তোমায় কোন কথা বলা আমার স্বভাব নয়। তুমি আমায় যেমন প্রাণের সঙ্গে ভালবাস, শৈশবাবধি আমিও তোমায় সেইরূপ ভালবাসি; ছোটলোকের মুখে কোন প্রকার মিথ্যা জনরব শুনিয়া আমি তোমার প্রাণে ব্যথা দিতে আসিয়াছি এমন মনে করিও না; আমার স্বামী স্বচক্ষে দেখিয়াছেন,--তোমার স্বামী একখানা খোলা গাড়িতে একটা বাইজী সঙ্গে লইয়া, তাহার মুখের কাছে মদের গেলাস ধরিয়া, রাস্তায় রাস্তায় হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন। তাহা একদিন নহে দশদিন দেখিয়াছেন, দেখিয়া আসিয়াই আমায় বলিয়াছেন, আমি তবু মনে মনে চাপিয়া চাপিয়া রাখিয়াছি, একদিনও তোমার কাছে কোন কথা প্রকাশ করি নাই। আমার স্বামী কদাচ আমার কাছে মিথ্যা কথা বলেন না, কখন কাহারও নিন্দা করেন না, বিশেষতঃ তোমার সম্বন্ধের কথা, যে কথা শুনিয়া তুমি মনে ব্যথা পাইবে, মিথ্যা করিয়া তেমন তিনি কখনই বলিবেন না, ইহাই আমার বিশ্বাস।

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া মৃদুস্বরে মাধুরী কহিলেন,—তবে আর অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই: তোমার স্বামীর প্রকৃতি আমি ভাল জানি। তিনি আমাদের পরম হিতৈষী। তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, সে কথা মিথ্যা হইবার নহে। কিন্তু কি করিব? স্বামী যদি আমার কাছে আমোদ না পাইয়া অন্যস্থানে আমোদ অন্বেষণ করেন, তাহাতে আমার হাত কি? তিনি যাহাতে তুষ্ট থাকেন, আমাকেও তাহাতে তুষ্ট থাকিতে হয়; তুষ্ট না থাকিয়া কি করিব?

কি করিবে? - চমকিতা হইয়া চন্দ্ররেখা বলিয়া উঠিলেন, তুমি কি করিবে? সে কি? সকলই ত তুমি করিতে পার। তোমার টাকাতেই ঐ সকল কুৎসিত কাণ্ড হইতেছে। টাকা কমাইয়া দাও, একমাসের মধ্যেই তিনি সোজা হইয়া আসিবেন। স্বামীকে সোজা করিতে কতক্ষণ? অধিকন্তু তোমার স্বামী তোমার কায়দায়; তাহাকে স্বাধীন বলা তোমার ভুল। টাকা কমাইয়া দাও, হাতে হাতে ফল পাইবে।

কিঞ্চিৎ ক্ষুন্ন হইয়া মাধুরী কহিলেন, আমার স্বোপার্জ্জিত ধনে আমার যেমন অধিকার, আমার প্রভুরও সেইরূপ অধিকার। যাহা কিছু আমি উপার্জ্জন করি, তাহার অর্দ্ধেক আমি নিজে রাখি, অর্দ্ধেক তাঁহাকে দি; অর্দ্ধেকে যদি না কুলায়, আরও যদি বেশী চান, তাহাও আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রদান করি। এখন কি বলিয়া টাকা কমাইয়া দিব, বুঝিতে পারি না।

মাধুরীর একখানি হস্ত আপন ক্রোড়ে সংস্থাপন করিয়া সস্নেহ বচনে চন্দ্ররেখা কহিলেন, "হাঁ ভাই, ঠিক বলিয়াছ অর্দ্ধেক দিয়াছ, অকুলান হইলে বেশী দিয়াছ, এখন কি বলিয়া কমাইয়া দিবে, তাহা বুঝিতে পার না। ঠিক কথা। সতীব্রতের কি পদ্ধতি, তুমিই তাহা জানিয়াছ। পতিগত প্রাণ, পতির আনন্দে আনন্দ, পতির বিষাদে বিষাদ, ইহাই ত সতীর ধর্ম্ম। পতি ধ্যান, পতি জ্ঞান, পতি সর্ব্বস্ব। পতির প্রতি সতীর মন টলাইতে পারে, তাদৃশ কঠিন প্রাণ কঠিন লোক ইহ সংসারে অতি কম। প্রাণে প্রাণে তুমি পতিব্রতা সতী; পতির বিপক্ষে সত্য কথা বলিয়াও তোমার বিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়া কাহারও

সাধ্য নহে। খরচের টাকা কমাইয়া দিতেও তুমি ইতস্ততঃ কর; কিন্তু ভাই, রাগ করিও না, একটী বিশ্বাসের কথা আজ আমি তোমাকে বলিব। সর্ব্বান্তঃকরণে আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি, তাহা তুমি জান, এখন যাহা বলিব, তাহাও মঙ্গলের জন্য, এটীও মনে রাখিও। এইখানে চন্দ্ররেখা পূর্ব্বাপেক্ষা মৃদুস্বরে মাধুরীর কাণের কাছে বলিতে লাগিলেন,—রাগ করিও না, অবিশ্বাস করিও না, আমার প্রতি বিরক্ত হইও না, ঠিক শুনিয়াছি, রাজা শূরানন্দরাও আদৌ মিথ্যা কথা। সিপাহী শূরেশ্বর রাহু, এই নাম সকলে জানিত, রাজার সেনাদল হইতে পদচ্যুত হইয়া সেই সিপাহী তোমার কাছে নূতন প্রকার পরিচয় দিয়াছেন। নাম-কাটা সিপাহী, সে কথাটা অল্পলোকে জানে, বেশী লোকে জানে না। রাজা উপাধি অমূলক। রাণী হইবার গৌরবে তুমি সেই মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করিয়াছ, বাস্তবিক স্বামীর গৌরবে—স্বামীর উপাধিতে তুমি রাণী হও নাই, ঘরে বসিয়া নিজগুণে নিজেই তুমি রাণী।

সিপাহীর দলে যৎসামান্য বেতন ছিল, শূরেশ্বর রাহুর তাহাই সম্বল; সে সম্বল গেল, বিনা সম্বলে আপনি রাজা উপাধি লইয়া—তোমার টাকায় তিনি এখন রাজাগিরি করিতেছেন, অপব্যয়ের সাগরে সাঁতার দিতেছেন, লোকে দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতেছে, তুমি কিছুই জান না। তোমার স্বামী, কেবল সেই খাতিরে জানা শুনা লোকেরা স্পষ্ট কিছু বলে না, গোপনে গোপনে কানা-ঘুষা করে। আমি তোমায় সাবধান করিতে আসিয়াছি, এখন অবধি সাবধান হও, আমার প্রতি যদি পূর্ব্বভালবাসার ঠিক থাকে, তবে আমার

কথায় অবহেলা করিও না, রাণী বলাইবার তুচ্ছ অভিলাষ। স্বোপার্জ্জিত অর্থগুলি অপব্যয় সাগরে নিক্ষেপ করিও না, যে পক্ষের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইতেছে, সে পক্ষের প্রশ্রয় দিও না।

মাধুরীর সুন্দর বদন সহসা আরক্ত হইল। নীরবে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া প্রশান্ত স্বরে তিনি কহিলেন, উপাধির কথা তুলিয়া তুমি আমায় ভৎর্সনা করিতেছ, বাস্তবিক উপাধি আমি গ্রাহ্য করি নাই; উপাধিতে কিছু উপকার, কিম্বা সত্য সত্যই মান সম্ভ্রম আছে, তাহাতেও আমার বিশ্বাস নাই। রাণী বলাইবারও অভিলাষ আমি রাখি না। আমার স্বামী যখন উপাধির কথা তুলিয়া আমাকে রাণী করিবার উল্লাস প্রকাশ করেন, তখনও আমি তাঁহাকে ঐকথা বলিয়াছিলাম। তিনি যদি আপন ইচ্ছায় রাজ উপাধি লইয়া সন্তুষ্ট থাকেন,—থাকুন, আমার সঙ্গে সে উপাধির কোন সম্বন্ধ থাকিবে না, এখনও নাই। আমি গরিবের মেয়ে, নিজের পরিশ্রমে ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছি, রাণী উপাধি লইয়া লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হইতে আমার বাসনা নাই। আমি যেমন আছি, এইরূপ থাকিব; এই ভাবে থাকিয়াই সংসার লীলা সম্বরণ করিব, এইমাত্র আমার বাসনা।

চন্দ্ররেখা কহিলেন, তোমার বাসনার সঙ্গে আমার বাসনার মিলন হইতেছে না। সংসারে সতী নারী যাহা লইয়া সুখী হয়, তাহা লইয়াই তুমি সুখে থাক, এই আমার বাসনা। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সচ্চরিত্র, পত্নী-বৎসল পতি সত্যই সতী নারীর সুখের সামগ্রী; পতির চরিত্র সংশোধন করিয়া লইয়া, সংসারে তুমি নূতন সতীত্বের আদর্শ দেখাও, ইহাই আমার বাসনা। টাকা কমাইয়া দাও, তাহা হইলেই অতি সহজে তাঁহার বাইজী-বিলাস

কমিয়া আসিবে, সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর উপসর্গও দূর হইয়া যাইবে।

বিস্ফারিত নেত্রে প্রিয় সঙ্গিনীর মুখ পানে চাহিয়া কিঞ্চিৎ উত্তেজিত স্বরে মাধুরী কহিলেন,—দেখ, বারবার তুমি আমার কর্ণে পতিনিন্দা বিষ বর্ষণ করিতেছ, তুমি না হইয়া অপর কেহ হইলে তাহাকে আমি আমার সম্মুখে আসিতে নিষেধ করিতাম, ইহ জীবনে আর তাহার মুখ দর্শন করিতাম না। সখি! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, পতির উপরে প্রভুত্ব করিতে আমি অক্ষম, এই কথাটী স্মরণ রাখিয়া অভ্যাস মত আমায় হিতোপদেশ প্রদান করিও।

চন্দ্ররেখা বুঝিলেন, তাহার উপদেশ বাক্যগুলি বিফল হইয়া গেল। অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হইয়াছিল, তারকাবেষ্টিত তারাপতি প্রেমানন্দে হাস্য করিতেছিলেন, আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া চন্দ্ররেখা কহিলেন, রজনী অগ্রসর হইতেছে, আজ আর ও সকল কথার আলোচনায় কালহরণ করিবার অবসর নাই, আর এক দিন আসিয়া তোমায় আমি বুঝাইব. আজ বিদায় হইলাম।

চন্দ্ররেখা চলিয়া গেলেন, কত কি চিন্তা করিতে করিতে মাধুরী মন্থরপদে পূর্ব্ব কুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যদিও চন্দ্ররেখার মুখে ব্যক্ত হইল,—শূরেশ্বরের রাজা উপাধি অমূলক, তথাপি যতদিন পারা যায়, শূরেশ্বরকে আমরা রাজা শূরানন্দ বলিয়াই সম্মান দিব। আপন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই শুক পক্ষীর পিঞ্জর সমীপে গিয়া মাধুরী জিজ্ঞাসা করিলেন—শুক! আজিকার সংবাদ কি! পক্ষ-সঞ্চালন পূর্ব্বক শুক উত্তর করিল, পত্র আসিয়াছে, শ্রীলোচন

সে পত্র রাখিয়াছে। পত্র আসিলেই বুঝিতে পারা যায়, রাত্রে প্রভু আসিবেন না! আজিকার পত্রেও বোধহয় তাহাই—

শুকের কি বোধ হইতেছিল, তাহা শ্রবণ করিবার অগ্রেই মাধুরী চঞ্চলা হইয়া বারাণ্ডায় গমন করিলেন, শ্রীলোচনকে ডাকিলেন। রাজা শূরানন্দের নিজভৃত্যের নাম শ্রীলোচন। মাধুরীর আহ্বানে শ্রীলোচন সম্মুখে আসিয়া নমস্কার করিল।

মাধুরী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভুর কি সংবাদ শ্রীলোচন! গাত্রবস্ত্র হইতে বাহির করিয়া শ্রীলোচন একখানি পত্র মাধুরীর হস্তে দিল, মাধুরী পাঠ করিয়া দেখিলেন, বন্ধুগৃহে নিমন্ত্রণ, রাত্রে সেইখানেই আহার হইবে, তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে না।

এরূপ পত্র প্রাপ্ত হওয়া, এরূপ পত্র পাঠ করা, প্রায় সর্ব্বদাই মাধুরীর অভ্যাস হইয়াছিল; সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাহার বিস্ময় জন্মিল না, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পত্রখানি যখন তিনি পাঠ করেন, শ্রীলোচন তখন সন্দিগ্ধ-নয়নে তাঁহার মুখপানে চাহিয়াছিল, কিছু তিনি অনুমান করিতে পারিয়াছেন কি না, মুখ দেখিয়া শ্রীলোচন তাহা বুঝিয়া লইবে, এইরূপ আশা করিয়াছিল, কিন্তু কিছুই বুঝিল না; সতীবদন প্রসন্ন। নিত্য নিত্য প্রভু যাহা যাহা করিতেন, যাহা যাহা করেন, শ্রীলোচন সমস্তই জানিত; ভবিষ্যতে কি হইবে, শ্রীলোচন সর্ব্বদা সেই ভাবনা ভাবিত। আকার ইঙ্গিতে মাধুরীকে কিন্তু কিছুই জানিতে দিত না। পত্র পাঠ করিয়া মাধুরী নিশ্বাস ফেলিলেন, তদ্দর্শনে শ্রীলোচনের কষ্ট হইল; কিছু যেন বলিবে, এইরূপ মনে করিয়া সসম্ভ্রমে সম্বোধন করিল—রাণী-মা!

রাণী-মা তৎক্ষণাৎ তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া প্রশান্ত বদনে কহিলেন,—"হাঁ, তোমরা তবে আহারাদি করিয়া নিশ্চিন্ত হও, দরজা বন্ধ করিয়া শয়ন করিও। পত্রের ভাব যেরূপ, তাহাতে বোধ হয় রাত্রিকালে তিনি আর ফিরিবেন না। তুমি এখন আপনার ঘরে যাও, আমার একটী কার্য্য আছে, সেইটী সমাধা করিয়া শয়ন করিব।

নিশ্বাস ফেলিয়া শ্রীলোচন বিদায় হইল, গৃহে প্রবেশ করিয়া মাধুরী একখানি পত্র লিখিতে বসিলেন। কাহার নামে পত্র, কিসের পত্র, কি কি কথা লেখা হইল, তাহা কিছু জানা গেল না, দুই তিনবার লিখিয়া, দুই তিনবার আপন মনে পাঠ করিয়া মাধুরী কেমন উন্মনা হইলেন, কাগজগুলা দুই তিনবার ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, লেখা হইল না।

যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া মাধুরী সুন্দরী প্রায় অর্দ্ধরাত্রি সময়ে শয়ন করিলেন। অন্যমনস্ক চন্দ্ররেখা কি বলিয়া গেল, অপর লোকেরা কে কি বলে, কেন তাহারা আমার প্রাণে বেদনা দেয়, এই সকল চিন্তা করিতে করিতেই অল্পক্ষণ মধ্যে মাধুরী নিদ্রাভিভূতা হইলেন। উষাকালে নিদ্রাভঙ্গ হইল।

প্রত্যূষে পুষ্পকাননে পরিভ্রমণ করা মাধুরীর নিত্য অভ্যাস; স্বামী গৃহে আসিয়াছিলেন কি না, কাহাকেও সে কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া মাধুরী পুষ্প-উদ্যানে গমন করিয়াছেন, গৃহের অপরাপর লোকেরা তখন নিদ্রাগত; সূর্য্যোদয়ের পর মাধুরী ফিরিয়া আসিলেন, প্রভাতের যে যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট ছিল, একে একে সে গুলি সম্পাদন করিলেন, বেলা এক প্রহর অতীত। একজন পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল, অনেক রাত্রে—

প্রায় শেষ রাত্রে রাজাবাহাদুর বাটীতে ফিরিয়াছেন, রাণী কোথায়, রাণী কোথায়, এই কথা বলিয়া বিস্তর ডাকাডাকি করিয়াছেন, উদ্দেশে উদ্দেশে শুক পক্ষীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছেন, আরও কত কি হাঙ্গামা করিয়াছেন, সব কথা আমার মনে হয় না।

মাধুরী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রাজা বাহাদুর এখন কোথায়? দাসী উত্তর করিল, এখনও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। মাধুরী বলিলেন, ঝগড়া করিয়াছেন, হাঙ্গামা করিয়াছেন, ও সব কথা তুই কেন বলিস্! কর্ত্তা তিনি, তাহার নামে ওসব কথা বলিতে নাই। তুই যা, তিনি জাগিলেই আমার সঙ্গে দেখা করিতে বলিস্।"

দাসী চলিয়া গেল; মাধুরী একখানি সাদা মলমলের উপরে ফুল কাটিতে বসিলেন। পঞ্চ বর্ণের ফুল। গৃহে পূর্ব্বদিকের একটী গবাক্ষ দ্বার উন্মুক্ত ছিল, সেই পথ দিয়া গৃহমধ্যে রৌদ্র আসিতেছিল, বসান ফুলের উপর সেই সূর্য্যরশ্মি পতিত হওয়াতে ফুলগুলি এক একবার ইন্দ্রধনুর বর্ণ ধারণ করিতেছিল, প্রফুল্ল নয়নে চাহিয়া চাহিয়া মাধুরী সেই শোভা দর্শন করিতেছিলেন। রাজা আসিয়া উপস্থিত।

কার্য্য বন্ধ রাখিয়া, আসন হইতে উঠিয়া, মাধুরী সুন্দরী সমাদরে পতির অভ্যর্থনা করিলেন, উপবেশন করিতে বলিলেন; রাজা বাহাদুর মুখ ভারি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, বসিলেন না। পতির মুখপানে চাহিয়া দেখিয়া সতীর হৃদয় কম্পিত হইল। বদন রক্তবর্ণ, চক্ষু রক্তবর্ণ, মস্তকের কেশ রুক্ষ রুক্ষ অবিন্যস্ত, পরিহিত বস্ত্র শিথিল, বস্ত্রের স্থানে স্থানে নানা প্রকার দাগ।

দাঁড়াইয়া থাকিতে কষ্ট হইতেছে, রাজা তথাপি উপবেশন করিতে অসম্মত হইয়া ভিত্তিগাত্রে পৃষ্ঠদেশ সংলগ্ন করিয়া সগর্জ্জনে মাধুরীকে বলিতে লাগিলেন, রাণি! তোমার আচরণ কি? রাত্রে আসিয়া কতই ডাকিলাম, কতবার দ্বারে আঘাত করিলাম, একটীবারও উত্তর পাইলাম না। তোমার পাখীটা আমাকে চিনিতে পারিল না, কর্কশ চীৎকার করিয়া তাড়াইবার চেষ্টা করিল, কেন তুমি আসিবার পূর্ব্বে অচেতনে নিদ্রা গিয়াছিলে? আমার প্রতি তোমার অবহেলা দিন দিন বাড়িতেছে, আর আমি সহ্য করিব না, আমার দুটী বন্ধু অতি শীঘ্র সমুদ্র-যাত্রা করিবেন, আমি তাহাদের সঙ্গে—

আর শুনিতে না পারিয়া সজল নয়নে চাহিতে চাহিতে মাধুরী বলিলেন, কি অপরাধে আমার প্রতি এত লাঞ্ছনা? কিসের দুঃখে দেশ ত্যাগ করিয়া সমুদ্র-যাত্রায় অভিলাষ? আমি তোমার প্রতি অবহেলা করিতেছি, তাহার প্রমাণ তুমি কি পাইয়াছ? কল্য সন্ধ্যার পর পত্র পাইলাম। রাত্রে বাড়ীতে আহার করা হইবে না, এমন ত অনেক দিনই হয়, যে রাত্রে আহারে নিমন্ত্রণ থাকে, সে রাত্রে বাড়ীতে আসাই হয় না, ইহাই আমি জানি; কল্যও আসা হইবে না, ইহাই ভাবিয়াছিলাম; শীঘ্র শীঘ্র নিদ্রা আসিয়াছিল। নিশ্চিন্ত হইয়া অচৈতন্যে ঘুমাইয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই। নিদ্রায় যদি অপরাধ হইয়া থাকে, চরণে ধরি, ক্ষমা কর। তোমার নিমিত্তই আমার সংসার, তোমার নিমিত্তই আমার পরিশ্রম, তোমার নিমিত্তই আমার উপার্জ্জন, তোমার নিমিত্তই আমার জীবন; তুমি ভিন্ন সংসারে আর আমার কি আছে? জ্ঞানে

অজ্ঞানে পদে পদে তোমার কাছে অপরাধিনী, দয়া করিয়া ক্ষমা কর।

মাধুরী অনেকগুলি কথা কহিলেন, সকল কথায় কান না দিয়া কেবল একটী কথায় রাজা বাহাদুর আকৃষ্ট হইয়া বিমোহিত হইলেন। মাধুরী বলিলেন—তোমার নিমিত্তই আমার উপার্জ্জন, ঐ কথাটী সার কথা। রাজা বাহাদুর অত খিট্‌খিটে হইয়াছেন, রাগ করিয়াছেন, দেশত্যাগী হইবার ভয় দেখাইয়াছেন, পাখীটার উপরেও চটিয়া গিয়াছেন, ইহার কারণ আছে। গত রাত্রে নিমন্ত্রণ ছিল, সেটাও মিথ্যা কথা। জুয়ার আখড়ায় জুয়াবাজী বসিয়াছিল, কাঁচা জুয়ারই কাঁচা রাজা পাঁচ হাজার টাকা হারিয়াছেন, কিছুই সম্বল নাই, কোথা হইতে সেই টাকা শোধ করা হইবে, কোথা হইতে নূতন খেলায় নূতন বাজি আসিবে, সেই ভাবনাতেই নারীর কাছে মেজাজ গরম। নারীর টাকাতেই নবাবি চলিতেছে, নারীর টাকাতেই পরনারী মিলিতেছে, নারীর টাকাতেই জুয়াবাজি চলিতেছে; নারীর টাকাতেই সব, উদর পর্য্যন্ত নারীর টাকায় পরিপুষ্ট, সেই নারীকে তিরস্কার না করিলে টাকা পাইবার সুবিধা হইবে না, ইহা জানিয়াই রাগ। চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কটু কথা বলিলেই সতী স্ত্রীর মনে ভয় হয়, যাহা কিছু সঞ্চিত থাকে, স্বামী সেবার জন্য সতী তাহা বাহির করিয়া দেন, ইহা জানা ছিল; ইহার উপর মাধুরী নিজ মুখেই বলিলেন, তোমার নিমিত্তই উপার্জ্জন। এই কথায় রাজা বাহাদুরের আহ্লাদ জন্মিল, শুষ্কবদনে একটু হাস্য আনয়ন করিয়া পার্শ্বদেশে উপবেশন করিলেন। মাধুরীও প্রফুল্ল বদনে নিকটে বসিয়া সদালাপ আরম্ভ করিলেন।

সদালাপে শূরানন্দের মন নাই, তাঁহার মন অন্য দিকে। কথা শুনিতে শুনিতে হঠাৎ তিনি মাধুরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই ছবিখানি কি সমাপ্ত হইয়াছে? মাধুরী উত্তর করিলেন, অষ্টাহ পূর্ব্বে সমাপ্ত করিয়া যথাস্থানে প্রেরণ করা হইয়াছে।

কৌতুকানন্দে উৎসাহিত হইয়া রাজা বাহাদুর কহিলেন, তাহা ত বটেই,—তাহা ত বটেই,—অষ্টাহ পূর্ব্বে,—হাঁ হাঁ, আমি ভুলিতেছিলাম, অষ্টাহ পূর্ব্বে আমার পেয়াদা আমাকে—না না, পেয়াদা নয়,—আবার ভুলিতেছি,-তোমার ঐ চাঁদমুখখানি দেখিলেই বিষয় কর্ম্মের সব কথায় আমার ভুল হয়; তবে কি জান, তুমি নাকি রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, তোমার কাছে ভুল অধিকক্ষণ দাঁড়াইতে পারে না,—মহারাণীর সেই ছবিখানি বড় সুন্দর হইয়াছে,—চমৎকার সুন্দর বাঃ!—চার হাজার টাকার কম নয়!

মৃদুহাস্য করিয়া মাধুরী কহিলেন,—সে ছবির পারিশ্রমিক দশ হাজার টাকা। ছবিখানি সেইখানে পৌঁছিবামাত্র দশ হাজার টাকা আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অর্দ্ধেক তোমার, অর্দ্ধেক আমার। তোমার নামের পাঁচ হাজার গত কল্য বৈকালে লক্ষ্মণ দাস রূপচাঁদের গদীতে জমা পাঠাইয়া দিয়াছি।"

"পাঁচ হাজার?—পাঁচ হাজার?—অ্যাঁ?—পাঁচ হাজার?—আমার নামে?" বলিতে বলিতে আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আনন্দে কক্ষবাদন পূর্ব্বক রাজা শূরানন্দ বাহাদুর সত্যই যেন নৃত্য আরম্ভ করিলেন। জুয়াবাজীতে পাঁচ হাজার টাকা হারিয়া, সম্বল বিরহে মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, বুক শুকাইয়া গিয়াছিল; গদীতে পাঁচ হাজার টাকা জমা হইয়াছে, এই শুভ

সংবাদে শুষ্ক মুখ প্রফুল্ল হইল, শুষ্ক বুক লাফাইয়া উঠিল। লম্ফে লম্ফে নাচিতে নাচিতে তৎক্ষণাৎ তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

মাধুরী অবাক। কথা কহিতে কহিতে রাজা বাহাদুর হঠাৎ পলায়ন করিলেন, কারণ কি? গদীতে টাকা জমা হইয়াছে, সেই কথা শুনিয়া অত শীঘ্র প্রস্থান করিলেন কেন? নূতন আহ্লাদের হেতু কিছুই উপস্থিত নাই, টাকা জমা প্রায়ই হয়, তবে ঐরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়া চলিয়া যাওয়া কি জন্য? মাধুরী ভাবিলেন, ভালবাসার নিদর্শন। স্বামী যাহা কিছু করেন, তাহাতেই মাধুরী ভাবেন, ভালবাসার নিদর্শন। সতীর প্রকৃতি এত সুন্দর, এত কোমল, এত সরল। মাধুরী ভাবিলেন, লোকে যাহা বলে, তাহা সত্য নহে; সে সব কথা সত্য হইলে গত রাত্রে গৃহে আসিতেন না। রাত্রি জাগরণে ক্লেশ হইয়াছে, ডাকিয়া ডাকিয়া আমার সাড়া শব্দ পান নাই, তথাপি মন কেমন প্রফুল্ল। আহা! মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে, এত খানি বেলা হইল, স্নান করিলেন না, আহার করিলেন না, অনাহারেই চলিয়া গেলেন, না জানি কত কষ্টই হইবে। কি বুঝি দরকার আছে, সেই জন্যই গেলেন, এখনি হয় ত ফিরিয়া আসিবেন।

মাধুরী ভাবিলেন, এখনি হয় ত ফিরিয়া আসিবেন। রাজা কিন্তু ফিরিলেন না। ক্রমশঃই বেলা হইতে লাগিল, রাজার দেখা নাই। উদ্বেগে উদ্বেগে পতিব্রতা স্নান আহার করিলেন, নাম মাত্র স্নানাহার, কিছুই ভাল লাগিল না। দিন গেল, সন্ধ্যা হইল, রাজা আসিলেন না; রাত্রি হইল, রাত্রি গেল, রাজা আসিলেন না; পতিপ্রেম-পিপাসিনী পতিপ্রাণা সতী চিন্তাকুল

চিত্তে সারা নিশি জাগরণ করিলেন, তিলেকের জন্যও মনে শান্তি পাইলেন না।

প্রভাত হইল। মাধুরী ভাবিলেন, এইবার আসিবেন। ভাবনা বৃথা হইল,—রাজা আসিলেন না। একখানি পাল্কি আসিল। পাল্কিতে কে! রাজা বিজয়চন্দ্রের মহিষী পদ্মাবতী। রাজা বিজয়চন্দ্র যোধপুর রাজসভার প্রধান মন্ত্রী। মহিষী পদ্মাবতী মাধুরীকে কন্যার ন্যায় ভাল বাসেন; মধ্যে মধ্যে স্বয়ং আসিয়া মাধুরীকে আপন বাটীতে লইয়া যান, আদর যত্ন করেন, উত্তম উত্তম সামগ্রী ভোজন করিতে দেন, মনোরঞ্জন গল্প বলেন। সে দিনও রাণী পদ্মাবতী সেইরূপ মাধুরীকে লইয়া যাইতে চাহিলেন। মনের কষ্ট গোপন করিয়া মাধুরী ইতস্ততঃ করিলেন, কিন্তু পদ্মাবতীর নির্ব্বন্ধে কাজেই তাঁহাকে যাইতে হইল।

রাজা বিজয়চন্দ্র যোধপুরে ছিলেন, মাধুরীকে লইয়া রাণী নিশ্চিন্ত মনে আমোদ আহ্লাদ করিলেন। আহারাদির পর অন্তঃপুরের এক পালঙ্কে বসিয়া উভয়ে গল্প করিতেছেন; কখন কি আদেশ হয়, তাহা পালন করিবার নিমিত্ত এক পরিচারিকা অদূরে দাঁড়াইয়া আছে, সময় অপরাহ্ণ। রাণীর মহলের পূর্ব্বদিকে সু-প্রশস্ত রাস্তা। জহরী আয়া মায়ী, জহরী রাণী মা! এই রূপ চীৎকার করিয়া একজন লোক সেই রাস্তা দিয়া ডাকিয়া যাইতেছিল, সেই ডাক দুই তিনবার মাধুরীর কর্ণে প্রবেশ করিল। রাণীকে সম্বোধন করিয়া মাধুরী জিজ্ঞাসা করিলেন, কি আসিয়াছে রাণী মা? হাস্য করিয়া পদ্মাবতী কহিলেন, জহরী আসিয়াছে, মাসের মধ্যে পাঁচ সাত বার আইসে, অলঙ্কার বিক্রয় করে, উত্তম উত্তম অলঙ্কার; তুমি দেখিবে?

আগ্রহ প্রকাশ করিয়া মাধুরী কহিলেন, দেখিব। রাণী পদ্মাবতী তৎক্ষণাৎ পরিচারিকাকে ইঙ্গিত করিলেন, পরিচারিকা নামিয়া গেল, একটু পরেই দুটী লোককে সঙ্গে করিয়া পুনরায় উপরে উঠিল।

দুটী লোক। এক জনের মাথায় সুন্দর সুন্দর চিত্র করা স্বচ্ছ নীলদর্পণের একটী বাক্স, দ্বিতীয় ব্যক্তি বাবু। রাণীর আদেশে বাক্স-বাহক বাক্সটী সেই খানে নামাইল, বাবু লোকটী বাক্সের চাবি খুলিয়া, ডালা তুলিয়া, এক একখানি অলঙ্কার বাহির করিয়া রাণীকে দেখাইতে লাগিলেন। বাবুটীর নাম লহরচাঁদ। রাণী পদ্মাবতী সেই লহরচাঁদকে অনেকবার দেখিয়াছেন, জানা শুনা হইয়াছে, লোকটীর ব্যবহারও ভাল, রাণী তজ্জন্য তাহাকে ভাল বাসেন। বাক্সের গায়ে নাম লেখা আছে—মুলচাঁদ, মতিচাঁদ। সেই দুটী নামের প্রতি মাধুরীর চক্ষু পড়িল। রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া মাধুরী জিজ্ঞাসা করিলেন, মুলচাঁদ, মতিচাঁদ কে?

রাণী উত্তর করিলেন, মুলচাঁদ, মতিচাঁদ দুটী ভাই, তাঁহারাই এখানকার প্রধান জহরী;—এই বাবু সাহেব—এই বাবু লহরচাঁদ তাহাদের গোমস্তা, তাঁহারা বড় লোক, খুব ভাল লোক, এই বাবুটীও খুব ভাল; আমার যখন যাহা প্রয়োজন হয়, ইনিই আমায় আনিয়া দেন। পথে পথে অলঙ্কার বিক্রয় করা ইঁহাদের কার্য্য নহে, এখানকার মধ্যে যাঁহারা যাঁহারা সম্ভ্রান্ত ধনী লোক, মধ্যে মধ্যে তাহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া ইঁহারা জহরাৎ সরবরাহ করেন।

মাধুরী অলঙ্কার ভালবাসেন না, নিজের বসন ভূষণের পারি-

পাটে৷ তাঁহার যত্ন অথবা অভিলাষ কিছুমাত্র নাই, এ কথা—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; অভিলাষ নাই, তথাপি কৌতুহলবশে এক একখানি গহনা হস্তে লইয়া তিনি বারম্বার কারুকার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অলঙ্কার দর্শন করিতে করিতে বাক্সের দিকে চাহিয়া, কি একটী পদার্থ দেখিয়া মাধুরীর নয়ন-পদ্ম বিকসিত হইল; সাগ্রহে লহরচাঁদের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ওটী কি বাবু সাহেব?

বাবু সাহেব সঙ্কেত বুঝিয়া সবুজ বর্ণ শাটিকা-মণ্ডিত একটী পদার্থ বাক্সর মধ্য হইতে তুলিয়া লইয়া আভরণ উন্মোচন করিলেন; ক্ষুদ্র একটী ময়ূর। সুবর্ণ নির্ম্মিত অঙ্গ, হীরকের পক্ষ, নীলকান্ত মণির কণ্ঠ, মরকত পুচ্ছ, পদ্মরাজ চূড়া, অতি চমৎকার গঠন। বাবু লহরচাঁদ সেই ময়ূরটী হস্তে লইয়া বারাণ্ডার এক ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন, অপরাহ্নের সূর্য্য কিরণ যে ধারে প্রভা বিস্তার করিতেছিল, সেই ধারে ময়ূর ধরিয়া দাঁড়াইবামাত্র ময়ূর যেন সজীব হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিল, অঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন মণিরত্ন রবি কিরণে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ধারণ করিয়া বিচিত্র শোভা বিস্তার করিল। ময়ূরের গঠন কৌশল-সম্পন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারের যন্ত্র আছে, কল টিপিলেই ময়ূর নাচে, কল টিপিলেই সঙ্কুচিত হয়, অতি চমৎকার শিল্পনৈপুণ্য। মাধুরী তাহা দর্শন করিয়া পুলকিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, এই রত্ন ময়ূরের মূল্য কত?

লহরচাঁদ উত্তর করিলেন, মূল্য অনেক; কিন্তু মা! এ ময়ূর বিক্রয় করিবার জন্য প্রস্তুত করা হয় নাই; বায়না আছে। এখানকার একজন রাজা,—পূর্ণানন্দ রাও বাহাদুর ইহার জন্য

বায়না দিয়াছেন, তাঁহাকে প্রদান করিবার নিমিত্তই এটী প্রস্তত করা হইয়াছে, মূল্য বিংশতি সহস্র মুদ্রা।

মাধুরীর মুখ পদ্ম পূর্ণ প্রভায় বিকসিত হইল। বারম্বার সেই স্বর্ণ ময়ূরের প্রতি সস্নেহ নেত্রপাত করিয়া মনে করিলেন, অকপট ভালবাসা। আমার জন্য রাজাবাহাদুর বিশ হাজার টাকা দিয়া এই অপরূপ রত্ন-বিহঙ্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। বিলাস আমি ভালবাসি না, কিন্তু পতি যখন আদর করিয়া এইটী আমায় উপহার দিবেন, তখন অবশ্যই আমি পরমাদরে এটীকে কণ্ঠ দেশে ধারণ করিব। অকপট ভালবাসা না হইলে এমন মহামূল্য প্রেম উপহার কখনই আমার ক্রোড়ে আসিত না। আমি পরম ভাগ্যবতী।

মাধুরী যাহা মনে করিলেন, লহরচাঁদ তাহার বিপরীত বুঝাইলেন। লহরচাঁদ শুনিয়াছিলেন, রাজাশূরানন্দের বিবাহ হইয়াছে, তাঁহার মহিষী পরমসুন্দরী, পরম গুণবতী, ইহা তিনি শুনিয়াছিলেন, কিন্তু মাধুরীকে তিনি চিনিতেন না; কখন চক্ষেও দেখেন নাই; অজ্ঞাত পরিচয়ে মাধুরীর রূপ-মাধুরীর প্রতি তাঁহার এই প্রথম নেত্রপাত। কাহার সাক্ষাতে কাহার কথা তিনি বলিতেছেন, তাহাও বুঝিতে পারেন নাই। রাণী পদ্মাবতী আনন্দ প্রকাশ করিয়া মাধুরীর চিবুক ধারণ পূর্ব্বক সস্নেহ বচনে কহিলেন, দেখ মা! এই যেমন সুন্দর, সেইরূপ সুন্দর কণ্ঠে শোভিত হইলে কারিকরের—

যেন মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া লহরচাঁদ বলিলেন, কারিকরের শিল্প-নৈপুণ্যের যথার্থ পুরস্কার হইতে পারিত, কিন্তু মা, বোধ করি তাহা হইবে না। এই ময়ূর যদি রাজা শূরানন্দের

বিবাহিতা মহিষীর কণ্ঠভূষা হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলেই যথার্থ শোভা হইত, কারিকরেরও যথার্থ পুরস্কার হইত। সে সম্ভাবনা নাই।

চমকিত নয়নে চাহিয়া পদ্মাবতী কহিলেন, কি তুমি বুঝিলে? যে কণ্ঠে শোভা পাইলে যথার্থ পুরস্কার হইত, সে কণ্ঠে শোভা পাইবে না, ইহা তুমি কি প্রকারে জানিলে?

লহরচাঁদ কহিলেন, রাজা যাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহার রূপ গুণের কথা আমরা শুনিয়াছি; তেমন রূপবতী রমণী সচরাচর দুর্ল্লভ, কিন্তু রাজা বাহাদুর তাঁহার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ দেখান না; নগরে যে সকল নর্ত্তকী আছে, তাহাদের সঙ্গেই তাঁহার বেশী প্রণয়। সত্য বটে, অনেক রাজার এই রকম দশা,—তথাপি আমি ত বোধ করি, রাজা শূরানন্দ বাহাদুর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিষ্ঠুর। অলঙ্কার পত্র আমাদের দোকান হইতে যতই যায়, রাণীর অঙ্গে না উঠিয়া সেই সকল রত্নাভরণ একজন নাচ ওয়ালীর অঙ্গ উজ্জ্বল করে; এই ময়ূরটীও সেইখানে যাইবে, রাণী দেখিতে পাইবেন না, ইহাই আমার অনুমান; কেবল অনুমান কেন, নিশ্চয়ই সেই বাইজির বক্ষদেশে এই রত্ন শোভা পাইবে। বাইজির নাম মন্দুরা। হায়! বড়ই দুঃখের কথা! সুন্দরী সহধর্ম্মিণীকে অবজ্ঞা করিয়া বাজারের একটা বারাঙ্গনাকে এত আদর করা রাজা শূরানন্দের পক্ষে সুখ্যাতির কথা নহে।

রাণী পদ্মাবতী বিষণ্ণ নয়নে মাধুরীর মুখের দিকে চাহিলেন। মাধুরীর নয়ন বিষণ্ণ হইল না;—যেমন উজ্জ্বল, যেমন কোমল, যেমন শান্ত, রাণী পদ্মাবতী সেই পদ্ম নয়ন ঠিক সেইরূপই দেখি-

লেন। মাধুরীর স্থির বিশ্বাস, সে ময়ূর নিশ্চয়ই তাঁহার ক্রোড়ে আসিবে।

বিশ্বাসকে বক্ষে স্থাপন করিতে—অধিকারীর হস্তে ময়ূর প্রত্যর্পণ করিয়া মাধুরী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাদের আর কি কি অলঙ্কার আছে? লহরচাঁদ কয়েকখানি অলঙ্কার দেখাইলেন, মাধুরী তাহার মধ্য হইতে দুই গাছি কঙ্কণ বাছিয়া লইয়া উচিত মূল্য প্রদান করিলেন, রাণী পদ্মাবতীও একছড়া মুক্তাহার লইলেন। মূল্য পাইয়া লহরচাঁদ তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল! মাধুরী কে—তাহা সে জানিল না।

বেলা প্রায় অবসান। মাধুরী দেবী প্রসন্নবদনে রাণী পদ্মাবতীর নিকট বিদায় লইয়া পদ্মাবতীর শিবিকারোহণে আপন আলয়ে যাত্রা করিলেন।

সন্ধ্যা হইবার পূর্ব্বেই মাধুরী সুন্দরী আপন গৃহে উপস্থিত হইলেন। দিবাভাগে অনাহারে স্বামী কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, ফিরিয়া আসিয়াছিলেন কি না, উৎকণ্ঠিত চিত্তে দাসদাসীগণকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; উত্তর পাইলেন, আইসেন নাই। আরও উদ্বেগ বৃদ্ধি হইল। সন্ধ্যার পর আপন কক্ষে উপবিষ্ট হইয়া পতিব্রতা পতি-চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন, থাকিয়া থাকিয়া রত্ন ময়ূরের কথা মনে পড়িতেছে, ময়ূরটী প্রাপ্ত হইলে তিনি কতই আনন্দ পাইবেন, এইরূপ কল্পনা করিতেছেন, এমন সময় রাজা আসিয়া দর্শন দিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সতী হওয়া পাপ না কি ?

রাজাবাহাদুর যখন গৃহে আইসেন, তখন তাঁহার বদনমণ্ডল প্রফুল্ল থাকে, মনের ভিতরে কোন্ ভাবের খেলা হয়, মাধুরী তাহা বুঝিতে পারেন না ; স্বামী দর্শনেই মাধুরীর আনন্দসিন্ধু উথলিয়া উঠে। এই দিন সন্ধ্যার পরেও সেইরূপ হইল। রাজা আসিয়া গৃহের চৌকাটের উপর দণ্ডায়মান হইবামাত্র মাধুরী শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া সাদরে তাঁহার কর গ্রহণ-পূর্ব্বক কৌচের উপর বসাইলেন, আপনিও পার্শ্বে বসিলেন ; চিন্তাকুল নয়নে পতির মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অকস্মাৎ তখন কথা কহিতে কহিতে বাহির হইয়া গেলে, সমস্ত দিন গেল, গৃহে আসিলে না, আহার হইল কি না, তাহাও জানিতে পারিলাম না, এই রকমে আমার প্রাণে কষ্ট দেওয়া তোমার ন্যায় মহৎ লোকের কি উচিত হয় ?"

হাস্য করিয়া রাজাবাহাদুর কহিলেন, "উচিত হয় না, তাহা বুঝি, কিন্তু প্রিয়তমে, নানাদিকে নানাকার্য্যের ঝঞ্ঝাট, একা প্রাণী আমি, কোন্ দিকে কখন যাই, সময় ঠিক করিতে পারি না। তুমি কেন প্রাণে কষ্ট পাও ? তোমাকে আমি অন্তরে অন্তরে দর্শন করি, সর্ব্বক্ষণ তোমার ঐ চন্দ্রবদন আমার হৃদয়ে বিরাজ করে, তোমাকে ছাড়িয়া, ক্ষণমাত্রও আমি সুখী হইতে পারি না। আহারের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, আহারের জন্য চিন্তা করিতে হয় না। যেখানে যখন যাই, সেই খানেই আদর

পাই, বন্ধুবান্ধবেরা পরমাদরে বিবিধ উপাদেয় সামগ্রী আমাকে ভোজন করান, সে জন্য তুমি কিছুমাত্র ভাবনা করিও না। তুমি কেমন আছ?"

উৎফুল্ল নয়নে পতিমুখ নিরীক্ষণ করিয়া প্রফুল্ল বদনে সতী উত্তর করিলেন, "তোমাকে দর্শন করিয়াই আমি অমরাবতীর সুখ অনুভব করি, তোমার অদর্শনে এক একটী মুহূর্ত্ত আমার পক্ষে যেন এক এক যুগ মনে হয়। এখন তুমি আসিয়াছ, ঘর আলো হইয়াছে, সমস্ত ভাবনা দূরে গিয়াছে, আমি বেশ আছি।"

মাধুরীর মনের ভাব মুখে প্রকাশ পাইল, সর্ব্বদাই মুখে প্রকাশ পায়। যে মনে কপটতা নাই, সে মনের অসুখ অতি বিরল। রাজা শূরানন্দ লুকোচুরি খেলা জানেন, মনোভাব লুকাইয়া বাহ্য কৌতুকে খেলা করা তাঁহার নিত্য অভ্যাস, মাধুরীকে ভুলাইবার অভিপ্রায়ে তিনি এইখানে সতীমহিমা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। আত্মগৌরবে সতীত্বগৌরবে আপনাকে গৌরবিণী জ্ঞান করিয়া মাধুরী সতী ক্রমশঃই আমোদিনী হইতে লাগিলেন। কীর্ত্তনের উপসংহারে শূরানন্দ কহিলেন, ভারতবর্ষের সতীরা অন্যদেশের সতীর কাছে এক অপরাধে অপরাধিনী। ভারতবর্ষের সতীরা নির্জ্জন বাস ভালবাসেন, অবগুণ্ঠন ভালবাসেন, অন্তঃপুর ভালবাসেন, কোন প্রকার উৎসবে একাকিনী যাইতে ভালবাসেন না, বন্ধু বান্ধবের সঙ্গেও আলাপ করিতে ভালবাসেন না; নৃত্য-গীতে অনুরাগ নাই, এই সকল কারণে অন্য দেশের সতী কামিনীরা ভারতের সতীগণকে অমার্জ্জিত সতীত্বের উপাসনাকারিণী বলিয়া হাস্য করেন।

মৃদু হাসিয়া মাধুরী কহিলেন, "তাঁহারা হাস্য করেন, তাঁহাদের সে হাস্য ভারতের সতীরা বড় ভালবাসেন। সতীর হাস্য সতীকেই ভাললাগে, সতীর পতিকেই ভাললাগে, আর কাহাকেও ভাল লাগে না। আর একটী কথা। জ্ঞান হইয়া অবধি অনেকগুলি পুস্তক আমি পাঠ করিয়াছি; বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিবার সুবিধা পাই নাই, অবসরও হয় নাই, মাতৃভাষায় যাহা কিছু প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতেই বুঝিয়াছি, যে সব কথা তুমি বলিতেছ, সেগুলি বিলাতী লোকের সিদ্ধান্ত। অন্তঃপুর পরিত্যাগ করা, অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ করা, উৎসবের মেলায় একাকিনী গমন করা, বন্ধুবান্ধবের সহিত আলাপ করা, এই যে কথাগুলি, ইহা ভারতের সতীত্বের চিরদিন বিরোধী; বিলাতের লোকেরা ভারতের সতীত্বের প্রকৃত মর্য্যাদা জানেন না, ভারতের সতীত্ব বাস্তবিক কি পদার্থ, অসংশয়ে সেটী বুঝিতে বিলাতের লোকগুলির এখনও অনেক বিলম্ব আছে। ভারতের সতীর সহমরণ এক প্রথা ছিল। তুমি পুরুষ মানুষ, পণ্ডিত লোক, অনেক ইতিহাস জান, তোমারে আমি কি আর বেশী বুঝাইব; তবু মনে কর, লর্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর যখন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল, বাঙ্গালাদেশের রাজা রামমোহন রায় সেই সময় সৎপরামর্শ দিয়া সতীদাহ নিবারণের এক আইনজারি করাইয়া লন। সেই আইন পাঠ করিয়া বিলাতের লোকেরা স্থির করিয়া লইয়াছেন, মৃত পতির সহিত এক চিতায় দগ্ধ হওয়াই ভারতের সতীত্ব,—যাহারা এইরূপে পতির চিতায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহারাই সতী। এই সিদ্ধান্তটা কতদূর ভুল, তুমিই একবার নিজ মনে ভাবিয়া দেখ। কি কি

গুণ থাকিলে ভারত কামিনী সতী নামে বাচ্য হয়, বিলাতের লোকেরা সেটী অনুধাবন করেন না, পতির সঙ্গে এক চিতায় পুড়িয়া মরিলেই ভারতকামিনী সতী হয়, ইহাই বিলাতী লোকের ধ্রুব বিশ্বাস। পরমায়ু থাকিতে আগুণে ঝাঁপ দিয়া পুড়িয়া মরা পাপ,—আত্মহত্যা ;—এই কারণে ইংরাজী আইনের দ্বারা ঐ প্রথা রহিত করা হইয়াছে। যদি কোন স্ত্রীলোক পতিবিয়োগে সহমৃতা হইবার চেষ্টা করে, হাকিমের লোকেরা তাহাকে ধরিয়া বিচারে অর্পণ করে, বিচারে তাহার কারাবাস দণ্ডাজ্ঞা হয়। যাহারা কোন স্ত্রীলোকের সহমরণ চেষ্টায় সহায়তা করে, তাহারাও দণ্ড পায়। এই দৃষ্টান্তে বিলাতের অনেক লোকের ধারণা হইয়াছে, সতী হওয়া পাপ।

ঐ পাপটা ভারতবর্ষ হইতে দূর হইয়া গিয়াছে, এইরূপ যাঁহাদের সংস্কার, তাঁহারা সতীমহিমা বুঝিতে জানেন না, বুঝিতে পারেন না, এই কারণে পবিত্র সতীত্বের প্রতি তাঁহাদের আদর নাই। আমরা সামান্য গৃহস্থ-কন্যা, আমরা যে প্রকারে সতীত্ব ব্রত পালনের চেষ্টা পাইয়া থাকি, বিদেশী লোকেরা সেইরূপ চেষ্টাকে মূর্খতা ও অসভ্যতা বলিয়া ঘৃণা করেন।

রাজাবাহাদুর কহিলেন, তুমি সতী, তোমার মনের পবিত্রতাকে পুষ্প চন্দন দিয়া পূজা করিতে হয়। ভারতের সতীর একটী ত্রুটি এই আছে, তাঁহারা নৃত্য গীত আমোদ প্রমোদে সর্ব্বলোকের মনোরঞ্জন করিতে অক্ষম। সেই ত্রুটীটী যদি না থাকে, তাহা হইলে ভারতের সতীত্ব সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়।

মাধুরী কহিলেন, আপনি স্বামী, আপনি গুরু, আপনার সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করিতে আমার সাধ্য নাই। স্বামীকে আমরা

পরম দেবতা জ্ঞান করি, স্বামীর সেবাই আমাদের জীবনের ব্রত। যে দেশে যাহারা নাচিয়া গাইয়া সর্ব্বজনের মনোরঞ্জন করিয়া সতী হয়, সে দেশে তাহারা বাঁচিয়া থাকুক। আমরা তাহাদের পন্থার অনুসরণ করিতে পারিব না, এই পর্য্যন্ত জানি।

অন্যদিকে চাহিয়া কি একটী চিন্তা করিয়া রাজা বাহাদুর বলিলেন, ছবিখানি খুব ভাল হইয়াছে। সেই রকম যদি আর একখানি হয়, তাহা হইলে—

ভাব বুঝিতে পারিয়াই মাধুরী কহিলেন, হইতে বাকি নাই, অনেক হইয়াছে, আবার একখানি হইলে তোমার যদি উপকার হয়, মনে কর চিত্র করা হইয়াছে, বিক্রয় করা হইয়াছে, দশ হাজার টাকা আসিয়াছে, ইচ্ছা হইলে সেই দশ হাজার টাকা তুমি স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পার।

আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া রাজা বাহাদুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন; মাধুরীর কর ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, সতী নারীর কার্য্যই এইরূপ মহৎ। পতির মনের ভাব বুঝিয়া পতির অভাবমোচন করিতে সতী যেমন পারেন, তেমন আর কেহই পারেন না। তোমার তুল্য আর একজন চিত্রকরী যদি আমি খুঁজিয়া পাইতাম, তাহা হইলে—

মাধুরী জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা হইলে কি হইত? রাজা উত্তর করিলেন, তোমার রূপের একখানি ছবি চিত্র করাইয়া লইতাম।

একটী নিশ্বাস ফেলিয়া মাধুরী কহিলেন, আমিও তাহাই মনে করিয়াছি। অকালে যদি আমি মরি। যাঁহারা আমায়

ভালবাসেন, সেই চিত্রপট দর্শন করিয়া তাঁহারা কতক পরিমাণে সান্ত্বনা পাইবেন। চিত্রকরী অন্বেষণ করিতে হইবে না, দর্পণের সম্মুখে বসিয়া আমি আমার নিজের প্রতিরূপ চিত্র করিতে পারিব; আরম্ভ করিয়াছি, সেই ছবি দর্শন করিতে তোমার আকিঞ্চন, আর বিলম্ব করিব না, শীঘ্র শীঘ্র সমাপ্ত করিব।

রাজা বাহাদুর কথা কহিতেছিলেন, কিন্তু মন অন্যদিকে ছিল। মনে তিনি ভাবিতেছিলেন—দ্বিতীয় ছবি চিত্র করা হইয়াছে, বিক্রয় করা হইয়াছে, দশ হাজার টাকা আসিয়াছে, সেই টাকাগুলি কখন তাঁহার হস্তে আসিবে?

কি সূত্র ধরিয়া নূতন কথা আরম্ভ করা হয়, রাজা তাহা চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় একজন দাসী আসিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। শিরোনামের হস্তাক্ষর দেখিয়াই রাজা হাস্য করিলেন। পত্রিকা পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ বিমর্ষবদনে মাধুরীকে কহিলেন, প্রাণাধিকে! আজ রাত্রেও গৃহে থাকা হইল না, আবার এই নিমন্ত্রণ পত্র আসিল, বিশেষ আত্মীয়তা, অবিলম্বে সেখানে যাইতে হইবে। মহোৎসব আছে,—আমি চলিলাম।

পূর্ব্বকথা মাধুরীর মনে ছিল, তিনি তাড়াতাড়ি একখানি পত্র লিখিয়া আপন নাম স্বাক্ষর করিয়া রাজা বাহাদুরের হস্তে দিলেন। লালা মাণিকচাঁদের পত্র। মাধুরীর নিজ হিসাবের সঞ্চিত টাকাগুলি মাণিকচাঁদের গদিতে জমা হয়।

পত্র পাঠ করিয়া রাজাবাহাদুর দেখিলেন, দশহাজার টাকা। আনন্দে তাহাকে যেন উন্মত্ত করিয়া তুলিল, মাধুরীর নিকট

বিদায় লইবার অপেক্ষা না রাখিয়া পত্রখানি হস্তে লইয়াই তিনি দ্রুতপদে বাটী হইতে বাহির হইলেন।

মাধুরীর কষ্ট হইল। মাধুরী ভাবিলেন, বেশী লোকের সঙ্গে আলাপ থাকাটা সর্ব্বদা সুখের হয় না, আত্মীয়তার খাতিরে প্রায় নিত্য নিত্যই এক এক স্থানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে হয়, গৃহবাসের অবকাশ অতি অল্পই হইয়া থাকে। আজ আমি মনে করিয়াছিলাম,—রাজাবাহাদুর গৃহে থাকিবেন, গুটীকতক মনের কথা তাঁহাকে বলিব, সে ইচ্ছায় বাধা পড়িল। বিচ্ছেদ প্রায় নিত্যই ঘটে, বিচ্ছেদের জন্য মাধুরী ততটা চঞ্চলা হইলেন না, একাকিনী বসিয়া বসিয়া নানা কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একবার মন মধ্যে প্রশ্ন উঠিল, রাজার এত অভাব হয় কেন? যখন যাহা প্রয়োজন হইতেছে, তৎক্ষণাৎ দিতেছি, মহাজনীর গদিতেও দফা দফা কত টাকা পাঠাইতেছি, তথাপি অভাব দূর হয় না; এত টাকা লইয়া রাজা কি করেন? লোকে যাহা বলে, তাহাই কি সত্য? না, তাহা কখনই সত্য হইতে পারে না। আমার সুখে যাহারা অসুখী, তাহারাই নিন্দা করে। আমাকে অবজ্ঞা করিয়া রাজা বাহাদুর বাজারে-কামিনীর সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করিবেন, ইহা মনে করিলেও আমাতে পাপ স্পর্শিতে পারে। অত টাকা তবে কি হয়? যাহা হইবার, তাহাই হয়। স্বামীর খরচের হিসাব লইবার আমি কে? আমার উপার্জ্জন আছে, আমি তাঁহাকে আমার উপার্জ্জনের অর্দ্ধাংশ ইচ্ছাপূর্ব্বক দান করি; তাহার উপার্জ্জন নাই, মনে করিলে তিনি অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন, প্রয়োজন হয় না। একজনের পরিশ্রমে এক

প্রকারে বেশ চলিয়া যাইতেছে, আর কেন তিনি অধিক পরিশ্রম করিবেন? আমি এইরূপ মনে করি, তিনিও হয় ত ঐরূপ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। বড় বংশে জন্ম, পরের উপকারে অনুরাগ, তাহাতেই বেশী টাকা খরচ হয়; সৎকার্য্য যাহা করে, তাহা স্বর্গের ভাণ্ডারে তোলা থাকে, তাহার জন্য উদ্বেগ আনয়ন করা নির্ব্বোধের কার্য্য। আর আমি উদ্বিগ্ন হইব না; আমার স্বামী যাহা করেন, তাহাই ভাল; তাঁহার সুখেই আমার সুখ, তবে আমি মধ্যে মধ্যে একটু অসুখী হই, তাহার অন্য কারণ আছে। সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখিতে পাই না, সেই নিমিত্তই অসুখ হয়।

এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে রাত্রি হইয়া গেল, আহারাদি করিয়া মাধুরী শয়ন করিলেন। স্বামী আসিবেন না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত, তথাপি পতিবিরহে সতীর মন চিন্তাশূন্য থাকে না, চিন্তা করিতে করিতে অনেক রাত্রে মাধুরী ঘুমাইয়া পড়িলেন।

এই স্থলে একটু ইঙ্গিত রাখা আবশ্যক। দাসী আসিয়া রাজার হস্তে যে পত্রখানা দিয়াছিল, সে পত্র সত্য নহে, জাল। গৃহে আসিবার অগ্রে রাজাবাহাদুর তাঁহার একটী প্রণয়িনীকে ঐরূপ উপদেশ দিয়া আসিয়াছিলেন, সেই উপদেশ অনুসারেই সেই পত্র আসিয়াছিল। সরলা মাধুরী সে ছলনা বুঝিতে পারেন নাই।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

এই এক লীলা!

পাঁচদিন পরে ছত্র মহলের একখানা বাড়ীতে ভারী ঘটা, রাত্রি অনুমান ছয় দণ্ড। বহির্ভাগে শত শত দীপাবলী, বৃক্ষে বৃক্ষে দীপমালা, প্রাচীরগাত্রে—স্তম্ভশীর্ষে নানা বর্ণের দীপাধারে নানা বর্ণের আলো, বাড়ীর মধ্যে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইতেছে, বামাকণ্ঠে গীতধ্বনি উঠিতেছে, মধ্যে মধ্যে করতালির সহিত বারবার বাহবা পড়িতেছে, মহা-মহোৎসাহ!

বাহিরে দাঁড়াইয়া শোভা দর্শন করিলে মনে হয়, বাড়ীতে কোনপ্রকার উৎসব আছে। চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হয়, সাধারণ উৎসব নহে। সে প্রকার উৎসব হইলে দর্শক লোকের গতিবিধি থাকিত, বহুলোকের কলরব শুনা যাইত। রাত্রি অধিক হয় নাই, সমারোহ দর্শন করিতে স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত,—বালক বালিকা পর্য্যন্ত ছুটাছুটী করিত, কিছুই নহে; রাস্তায় জনপ্রাণীর সমাগম নাই; গভীর রজনীতে পল্লী যেমন নির্জ্জন থাকে, সম্মুখের পন্থা তদ্রূপ নির্জ্জন।

উৎসব নহে, জনতা নাই, অথচ উৎসব। এ উৎসব তবে কি প্রকার? রং আছে। বাড়ীখানি দেখিতে সুন্দর, বড়মানুষী কেতা, ভিতর বাহির সুসজ্জিত। ভিতরের একটী সুপ্রশস্ত কক্ষে মজলিস হইয়াছে। দুটী স্ত্রীলোক মনোহর বেশভূষা করিয়া সুমধুর সঙ্গীত ধ্বনিতে শ্রোতৃবর্গের কর্ণ শীতল করিতেছে, যন্ত্র বাদকেরা যন্ত্রালাপ করিয়া সেই সঙ্গীতধ্বনির অধিক মধুরতা

সম্পাদন করিতেছে। শ্রোতা লোক অধিক নহে, আট দশটী মাত্র, তাহাদের মধ্যেও অর্দ্ধেক স্ত্রীলোক।

এ মজলিস কেন বসিয়াছে, প্রথম দর্শনে তাহা নিরূপণ করা যায় না। গায়িকারা গান করিতে করিতে বারম্বার গৃহের দরজার দিকে কটাক্ষপাত করিতেছে, বাদকেরাও ঘন ঘন সতৃষ্ণ নয়নে সেই দিকে চাহিয়া দেখিতেছে, তাহাদের মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হয়, তাহারা যেন কোন লোকের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে।

একটী সঙ্গীত সমাপ্ত হইল। রেশমী রুমালে ললাটের ঘর্ম্ম মোচন করিয়া একটী রমণী দরজার দিকে মুখ ফিরাইয়া আপন মনে কহিল, এত বিলম্ব কেন হইতেছে? যে দিন তিনি আইসেন, সেদিন এত রাত্রি হয় না, আজ তাঁর কেন এমন হইল? অন্য কোন দিকে ঢলিয়া পড়িলেন নাকি?

দ্বিতীয়া গায়িকা হাস্য করিয়া কহিল, সেটা কিছু বিচিত্র কথা নয়। নলিনী মনে করে,—মধুকর আমার, কিন্তু সেই মধুকর কত ফুলের মধু পান করিয়া বেড়ায়, নলিনী তাহা জানিতে পায় না। তোমার মধুকর এখন কোথায়, কি করিতেছে, তুমি তাহা কিরূপে জানিবে?

প্রথমা বলিল,—তুই বুঝি তবে জানিস্? মধুকরের সঙ্গে তোর বুঝি তবে ভাব আছে? সে কথা আমি জানি, কিন্তু সকল সময় সকল ফুল ফোটে না; রাত্রিকালে পদ্মিনী মুদিত থাকে, মধুকর তখন কোথায় যায়? যে ফুল ফুটিয়াছে, সে ফুলের সৌরভ মধুকরের নাসিকায় অগ্রে যায়, সৌরভ ধরিয়াই মধুকর সেই দিকে উড়িয়া আইসে, সে কথা তুই জানিস?

দ্বিতীয়া বলিল, জানি—জানি—জানি ; তুমি একটী ফুল, তুমি ফুটিয়া রহিয়াছ, ঘরের ভিতর সৌরভ ছুটিয়াছে, ঘরের বাহিরেও সৌরভ উড়িয়া যাইতেছে। সৌরভ পান করিতে ভ্রমরের যদি পিপাসা হইয়া থাকে, বাতাসের সঙ্গে উড়িয়া আসিবে, ভাবনা কি ? মধুকর আসিতেছে, তুমি আরও ভাল করিয়া ফুটিয়া সৌরভ ছড়াও। তোমার সৌরভে মত্ত হইয়া মধুকর এইখানে মধুচক্র নির্ম্মাণ করিবে। ধৈর্য্য ধারণ কর, আনন্দের রাত্রি, আনন্দ কর, আর একটী গান গাও।

উভয়ে মিলিয়া আর একটী গীত ধরিল,—গীতটী বিরহ। গীতের ছটায়, গীতের ভাব-লহরীতে বিরহিণীদের চক্ষে জল আসিল। প্রধানা গায়িকা বোধহয় বিরহিণী ; গীত সমাপ্ত করিয়া সেই বিরহিণী বলিল, আমার বড় পিপাসা হইয়াছে, মধুকরেরা মধু পান করে, মধুপানের পিপাসা হয়, আমাদের কি পিপাসা হইতে পারে না ? আমরা কি মধু পান করিতে পারি না ? মধু আনয়ন কর। দ্বারের পার্শ্বে একটী স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়াছিল - বোধহয় কিঙ্করী, তাহার দিকে চাহিয়াই বিরহিণী আদেশ করিল, মধু আনয়ন কর।

আজ্ঞা মাত্রই মধু আসিল, মধু-ভাণ্ডের সহিত মধুপাত্রের কুটুম্বিতা হইল, অন্ততঃ যাঁহারা মধু পান করিতে জানেন, তাঁহারা পাত্রগুলির সুবিচার করিলেন ; যাঁহারা জানেন না, তাঁহারা নাচিলেন, গাহিলেন, বাজাইলেন, হাসিলেন, সাবাসি দিলেন, করতালি দিলেন ; প্রায় একঘণ্টা এইরূপ গণ্ডগোল। নেপথ্য গৃহে তিনবার ঘণ্টাধ্বনি হইল।

একটী রক্তাসনা সুন্দরী যুবতী সহাস্য বদনে বাহির হইয়া

আসিল। মস্তকে বেণী, কর্ণে দুল, নাসাগ্রে নোলক, হস্তে বলয়, কণ্ঠে পুষ্প মাল্য; বামহস্তে একখানি ময়ূর-পুচ্ছের পাখা। এই সুন্দরী প্রবেশ করিয়াই ময়ূরপুচ্ছ সঞ্চালন করিয়া, সকলের দিকে চাহিয়া, একটু চুপি চুপি বলিল, চুপ্ কর! চুপ্ কর! মূর্ত্তি আসিতেছেন। যাঁহারা থাকিলে তিনি দেখা দেন না, আমাদের প্রতি দয়া করিয়া তাঁহারা ক্ষণকালের জন্য অন্য ঘরে যাইতে পারে না।

মজলিস পরিষ্কার হইল। রহিল কেবল আগেকার গায়িকা দুটী, যেটী নূতন আসিল, সেই সুন্দরীটী, আর আশু পরিত্যক্ত যন্ত্রগুলি। নূতন যুবতীটী চক্ষু নাচাইয়া নাচাইয়া ভঙ্গি করিয়া বলিল, মূর্ত্তির আজ নূতন মূর্ত্তি। জানালা দিয়া দেখিয়া কত যে আমি হাসিয়াছি, সে কথা আর বলিতে পারি না। একটী গায়িকা বলিল, সে মূর্ত্তির সহস্র মূর্ত্তি আছে, দিন দিন নূতন নূতন মূর্ত্তি দেখিয়া আমার ত একটুও হাসি পায় না, বরং রাগ হয়। একদিন আমি—

আর বলা হইল না। মূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এক মূর্ত্তি নহে, যুগল-মূর্ত্তি। একটী নর, একটী নারী। নরের আকৃতি দীর্ঘ, মস্তকে চূড়া, গাত্রে আকণ্ঠ গৈরিক বসনের আল্‌খাল্লা, হস্তে একটী একতারা, চরণে নূপুর। মুখের উপর আবরণ,—বসনের আবরণ। সেই আবরণেও বড় বড় চক্ষু আছে, গজ-কর্ণের ন্যায় বড় বড় কর্ণ আছে, মহিষ-শৃঙ্গের ন্যায় এক সুদীর্ঘ নাসিকা আছে, রক্তবর্ণ দুখানি ওষ্ঠ আছে; গৈরিক বসনের উপর গলদেশে শুভ্র কুসুমের তিন ছড়া বড় বড় ফুলের মালা। নারীমূর্ত্তি আকারে কিছু ক্ষুদ্র, পরিধান সবুজ বর্ণ পেসোয়াজ,

ঘন ঘন স্বর্ণবর্ণ ফুল কাটা, কণ্ঠে মুক্তাহার। কর্ণে কর্ণ—ফুল, হস্তে একটী বাঁশী, মূর্ত্তি এলোকেশী, পৃষ্ঠদেশে বাহুপার্শ্বে দুখানি বিচিত্র পাখা; দেখিলেই বোধ হয় পরীরাজ্যের পরীজাদী।

গৃহে তিনটী রমণী উপস্থিত ছিল, তিন জনেই এক কালে দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাসিয়া হাসিয়া প্রেমাধার যুগল-মূর্ত্তির অভ্যর্থনা করিল। পুরুষ মূর্ত্তি নূপুর বাজাইয়া নাচিতে নাচিতে একতারার সুরে সুর মিলাইয়া দিয়া একটী প্রেম সঙ্গীত ধরিলেন, নারী মূর্ত্তি বাঁশী বাজাইয়া মোহনসুরে সেই সঙ্গীতের উত্তর দিলেন।

ইহার পরেই মধুপান। পার্শ্বগৃহে আর একবার ঘণ্টাধ্বনি। আর একটী সুন্দরী কামিনী বেহাগ রাগিণীতে গান ধরিয়া নৃত্য করিতে করিতে রঙ্গভূমে দর্শন দিল। হইল ভাল! পঞ্চ নাগরী একটী নাগর, পূর্ণমাত্রায় মধুপান। পক্ষ বিস্তার করিয়া পরী-সুন্দরী ঘুরিয়া ফিরিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। পক্ষপুটে আলোক-রশ্মি পতিত হওয়াতে এককালে নীল, পীত, লোহিত ইত্যাদি নানা বর্ণ শোভা পাইতে লাগিল। চমৎকার দৃশ্য!

পূর্ণমাত্রায় মধুপান। পুরুষ মূর্ত্তি সেই সময় শ্রেণী-বিভাগ করিলেন। পঞ্চ কামিনীকে গৃহের মধ্যস্থানে সারি সারি দাঁড় করাইয়া, সম্মুখভাগে আপনি একাকী দাঁড়াইলেন; হাস্য করিয়া কহিলেন, কি চমৎকার! কি চমৎকার! নব্য মহাভারত! বেদব্যাসের প্রাচীন মহাভারতে পঞ্চপাণ্ডবের এক দ্রৌপদী, আমার এই নব্য মহাভারতে পঞ্চ দ্রৌপদীর একটী মাত্র পাণ্ডব!

দক্ষিণ হস্তে একতারা—বাম হস্ত বক্ষে স্থাপনপূর্ব্বক মূর্ত্তি কহিলেন,—"একমাত্র পাণ্ডব! সেই পাণ্ডব এই আমি

অর্জ্জুনের উপর দ্রৌপদীর অধিক ভালবাসা ছিল, মনে কর, আমিই অর্জ্জুন, এই একতারা আমার গাণ্ডীব। তোমরা পঞ্চ দ্রৌপদী, তোমরা পাঁচ জনেই আমাকে সমান ভালবাস, ভাবিয়া দেখ কত ভাগ্যবান পুরুষ আমি।

ভালবাসাক্ষেত্রে এইরূপ শ্লাঘা প্রকাশ করিয়া নব্যভারতের রসিক নাগর লম্ফে লম্ফে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নাগরীরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। একটী নাগরের বহু নাগরীর প্রতি সমান ভালবাসা, মুখের উপর এই কথা শুনিলে নাগরীরা ঈর্ষ্যানলে জ্বলে; এই পঞ্চ নাগরীও ঈর্ষ্যানলে জ্বলিল। একজন অলক্ষিতে বৃহৎ এক পাত্র মধু লইয়া নৃত্যশীল নাগরের মাথায় ঢালিয়া দিল, আর একটী নাগরী পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাহার মাথার চূড়া খুলিয়া লইল, তৃতীয়া নাগরী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গেরুয়া আলখাল্লায় টান দিতে লাগিল, আর একজন আসিয়া ছোঁ মারিয়া অর্জ্জুনের গাণ্ডীব কাড়িয়া লইল, পঞ্চ নাগরী ছুটিয়া আসিয়া একটানে মহাবীর অর্জ্জুনের মুখের মুখসটা ছিঁড়িয়া ফেলিল। দিব্যমূর্ত্তি সুপ্রকাশ।

মুখস বিরহে মহাবীর অর্জ্জুন আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। মুখস বিরহে প্রকাশ হইল, রাজা শূরানন্দ বাহাদুর!

রমণীরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, একজন বলিল,—"বাঃ বাঃ বাঃ! অর্জ্জুন এই যে সাক্ষাৎ কামদেব হইয়া দাঁড়াইলেন। পুনরায় পূর্ণমাত্রায় মধুপান চলিল। পরী-বিবি কামদেবের সম্মুখে আসিয়া রতি দেবীর ন্যায় প্রেমালাপ আরম্ভ করিলেন। কৌতুকের ছলে আর একটী নায়িকা হাসিতে হাসিতে আসিয়া কামদেবের গায়ের আলখাল্লাটা ছিঁড়িয়া ফেলিল।

সাঁচ্চা কাজ করা সবুজ বর্ণ চাপ্‌কান, আর তদুপযুক্ত অপরাপর সজ্জা সকলের চক্ষে ধাঁধাঁ লাগাইয়া দিল।

ছয়জনে একাসনে বসিলেন। নায়িকারা কৌতুক বিলাসে রাজা শূরানন্দকে বিলক্ষণ মাতাইয়া তুলিল। কেহ বলিল, আমি তোমাকে বড় ভালবাসি। কেহ বলিল, তুমি আমায় বড় ভালবাস। কেহ বলিল, রাজা আমাদের পাঁচ জনকেই বড় ভাল বাসেন। এইরূপে সকলেই সকল রকম ভালবাসার ব্যাখ্যা করিল, রাজা কিন্তু এ বিষয়ে বটে, একটী কথাও বলিলেন না। কথা কহিলেন, কিন্তু তাহাতে ভালবাসার প্রসঙ্গ থাকিল না। রাজার মুখখানি কিছু ম্লান। কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া তিনি কহিলেন, ভূতের উপদ্রব কমিল না। যেখানে বনিয়াদ খোঁড়া হইয়াছিল, যেখানে তরঙ্গ খেলিয়াছিল, যেখানে জোয়ার ভাটা বহিয়াছিল, যেখানে বড় বড় জাহাজ চলিয়াছিল, ভূতেরা যেখানে ডুবিয়া মরিয়াছিল, সেখানে এখন বাড়ী হইয়াছে। সেই বাড়ীতে ভূতের বাসা আছে, এক ভূত নিত্য নিত্য আমাকে যন্ত্রণা দেয়! আমি বোধ করি, মানুষ মরিয়া যে ভূত হয়, তাহারা অনেক ঠাণ্ডা; কিন্তু ভূত মরিয়া যে ভূত হয়, তাহারা বড় দুরন্ত!

পরী-বিবি কহিলেন, তোমাকে নমস্কার! তুমি রাজা, তোমাকে ভালবাসিতে পারে, এমন মেয়ে মানুষ ক'জন আছে, তাহা আমি গণনা করিয়া বলিতে পারি না। মাধুরী তোমায় প্রাণের সঙ্গে ভালবাসে, অথচ মাধুরীকে তুমি—

পানপাত্র হস্তে লইয়া রাজাবাহাদুর কহিলেন, মাধুরী কে? মাধুরী ভূত! মাধুরী আমার স্বাধীনতার বৈরী; মাধুরীকে যত শীঘ্র আমি চক্ষের অন্তর করিতে পারি, তাহার চেষ্টা

করিতেছি! দেখ পরীবিবি, তোমাকে আমি যত ভালবাসি, মাধুরী তাহার সহস্রাংশের একাংশও পায় না।

পরী-বিবি কহিলেন, তুমি আমাকে ভালবাস, তাহার প্রমাণ কি? রাজা বলিলেন, কি প্রমাণ চাও?

পরীবিবি কহিলেন, আমি তোমার একটী কাণ কাটিয়া লইব; কাটিতে যদি দাও, তবে বুঝিব ভালবাসা।

রমণীরা মাথা ঘুরাইয়া, করতালি দিয়া হাসিয়া উঠিল। পরীবিবি কহিলেন, রাজারা খোসামোদ ভালবাসে,—ইহাই আমি জানিতাম; রাজারা খোসামোদ করে, ইহা তুমি আমাকে নূতন দেখাইলে। মাধুরী অপেক্ষা আমাকে তুমি বেশী ভাল-বাস, এই মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করিবে কে?

রাজা কহিলেন, মাধুরী আমার কণ্টক। তোমাদের লইয়া আজ রাত্রে যদি আমি লক্ষ্ণৌ সহরে যাত্রা করি, মাধুরী আমাদের কোন সন্ধান পাইবে না। কি বল, রাজি আছ?

পরীবিবি কহিলেন, কথাগুলি শুনিতে বেশ। মাধুরী তোমার কণ্টক, মাধুরী তোমার স্বাধীনতার বৈরী, মাধুরী ভূত, এই সব কথা শুনিলে কেবল হাসি পায়। মাধুরীর টাকাগুলি তোমার কণ্টক নহে, মাধুরীর টাকাগুলি তোমার স্বাধীনতার বৈরী নহে, মাধুরী ভূত, টাকাগুলি ভূত নহে! কেমন এই সব ঠিক নয়?

এতক্ষণ কেবল পরীবিবি কথা কহিতেছিলেন, আর চারিটী সুন্দরী চুপ করিয়া ছিল, হঠাৎ একজন বলিয়া উঠিল, আচ্ছা রাজা, মাধুরী ভূত সে কথা তোমাকে কে বলিল? বনিয়াদে সমুদ্র, সমুদ্রে জোয়ার ভাটা, বনিয়াদে মানুষ ডুবি, বড় বড় ভূতের

জাহাজ, সে সব কথাই বা তুমি কাহার মুখে শুনিলে? আরও এক দিন তোমার মুখে এ সব কথা আমি শুনিয়াছিলাম। তুমি এ দেশের নূতন লোক, ঐ সব পুরাতন কথা তোমাকে কে বলে?

প্রশ্নকারিণীর মুখপানে চাহিয়া রাজাবাহাদুর উত্তর করিলেন, তোমরাই বলিয়াছ। তোমরা ভিন্ন আর আমার আছে কে? পাখী উড়িয়া যায়, তোমরা আমাকে চিনাইয়া দাও, বনিয়াদে মানুষ মরে, বনিয়াদে জাহাজ ভাসে, নূতন বাড়ীতে ভূতেরা বাসা করে, এ সব কথা তোমরাই আমাকে শুনাইয়া দাও, মাধুরীর বাড়ীর পূর্ব্বকাহিনী তোমরাই আমাকে বলিয়া দিয়াছ।

বিস্ময় মানিয়া নর্ত্তকী কহিল, আমরা?—আমরা তোমাকে কবে সে সব কথা বলিলাম? তোমার সঙ্গে মাধুরীর কথা, মাধুরীর বাড়ীর কথা, বনিয়াদে ভূতের কথা, আমাদের একদিনও হয় নাই।

রাজা কহিলেন, হয় নাই? আলবত হইয়াছে মনে, করিয়া দেখ, আড়ম্বর করিব না, রাম—রাম—রাম! ভূত-শুদ্ধি কর! মনে করিয়া দেখ; অনেক দিনের কথা, মাধুরীর সঙ্গে তখন আমার বিবাহ হয় নাই, অমাবস্যার সন্ধ্যাকালে দেবালয়ের অতিথিশালায় তোমরা তিনটীতে অন্ধকারে ভূতের ভয়ে জড়-সড় হইয়াছিলে, কত রকম ভূতের গল্প আরম্ভ করিয়াছিলে, মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল, পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া, দরজার ধারে লুকাইয়া আমি দাঁড়াইয়াছিলাম, সমস্তই শুনিয়াছি।

অন্তরে হাসি আসিল, মুখে হাসি বাহির হইল না। ললাটে

করস্পর্শ করিয়া নর্ত্তকী বলিল, আরে যাঃ। সব শুনিয়া ফেলিয়াছ! মাধুরী যদি এই সব কথা শুনিতে পায়, তাহা হইলে তোমাকে এক দিনের মধ্যে দেশছাড়া হইয়া পলাইতে হইবে!

রাজা বলিলেন, আমি ত তাহাই চাই। দেশছাড়া হইবার পরামর্শই ত করিতেছিলাম, তোমাদের লইয়া লক্ষ্ণৌ সহরে চলিয়া যাইব, এই মাত্র সেই কথাই আমি বলিতেছিলাম।

নর্ত্তকী হাস্য করিল। মজলিসে যুগল মূর্ত্তি দর্শন দিবার অগ্রে যে সুন্দরীটী আসিয়া "চুপকর, চুপকর" বলিয়া "মূর্ত্তি আসিতেছে" এই শুভ সংবাদ ঘোষণা করিয়াছিল, সেই সুন্দরীকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া ঐ নর্ত্তকী নয়নেঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা রাজা, চাহিয়া দেখ দেখি এই মেয়েটীকে চিনিতে পার? এটী আমাদের বীজু বাইজীর ভাইঝী; এটীর নাম পদ্মিনী। কেমন পছন্দ হয়?

রাজা বাহাদুর আপনার সুদীর্ঘদেহ অর্দ্ধেক অবনত করিয়া, পদ্মিনীর একখানি হস্ত ধারণপূর্ব্বক ওষ্ঠের নিকটে লইয়া গিয়া, নূতন উৎসাহে দুইবার চুম্বন করিলেন। পরীবিবি বাঁশী বাজাইয়া দিলেন। শঙ্খবিরহে বংশী-ধ্বনি হইল। সকলে হাস্য করিল।

অভিনয় মন্দ হইল না। পরিশ্রমের পুরস্কার। এক সঙ্গে মধুপান। নিশা প্রায় অবসান, মজ্‌লিস ভঙ্গ হইবার আয়োজন। এই সময় নায়িকাগুলির সত্য পরিচয় প্রদান করিবার অবসর। মজ্‌লিসে যখন গীত-বাদ্য হইতেছিল, দলের মধ্যে তখন উপস্থিত ছিল—দুটী প্রধানা গায়িকা, তাহাদের নাম চম্পা আর কস্তুরা। অনন্তর সংবাদবাহিকা হইয়া যে নায়িকাটী

প্রবেশ করিল, তাহার নাম পদ্মিনী ; রাজার সঙ্গে যে নায়িকাটী পরীবিবি সাজিয়া আসিলেন, তাঁহার নাম মন্দুরা, শেষ কালে বেহাগ রাগিণীতে গীত ধরিয়া যে সুন্দরী প্রবেশ করিল, তাহার নাম অম্বা। পঞ্চ নায়িকার পরিচয় এই। অম্বা, চম্পা, কস্তুরা, এই তিনটী সুন্দরীর সহিত রাজাবাহাদুরের পুরাতন প্রণয় ; মন্দুরাও পুরাতন প্রিয়তমা ; পদ্মিনীটী নূতন। এই পঞ্চ নায়িকার সহিত রাজা শূরানন্দ বাহাদুরের এই এক নূতন লীলা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বিভীষিকা।

একমাস অতীত। এই একমাসের মধ্যে রাজাবাহাদুর ঊর্দ্ধ সংখ্যায় দশ রাত্রি গৃহে আসিয়াছিলেন। দিনমানে আসাও অতি কম। অতিরিক্ত অপব্যয়ের টাকার অকুলান পড়িলেই রাজাটী ভালমানুষ সাজিয়া মাধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, সতী সাবিত্রী বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন, প্রিয়তমা প্রণয়িনী বলিয়া আদর করেন, অভিসন্ধি সিদ্ধ হইলেই অদৃশ্য হন ; এই একমাস ঐভাবে চলিয়াছে। মাধুরী কিন্তু একদিনের জন্যও অযত্ন করেন নাই, বিনা দ্বিরুক্তিতে টাকা দিতে আপত্তি করেন নাই, অদর্শনে মানসিক কষ্ট কত, পতির নিকটে তাহা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেন নাই, সতীমূর্ত্তি সাক্ষাৎ ভগবতী-মূর্ত্তির ন্যায় সর্ব্বক্ষণ প্রসন্নমুখী।

মাধুরীর প্রধানা পরিচারিকা আপন জননীর শক্ত পীড়ার সংবাদ পাইয়া স্বদেশে গিয়াছে, মাধুরী তাহার স্থলে আর একটী কিঙ্করী নিযুক্ত করিয়াছেন; সেই নূতন কিঙ্করীর নাম অলোকা। এই অলোকা প্রকৃত পক্ষে কিঙ্করীর কার্য্য করে না; লেখা পড়া জানে, বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ, দেখিতেও সুশ্রী, বয়সও অল্প। মাধুরী তাহাকে সহচরীর ন্যায় জ্ঞান করেন, সময়ে সময়ে সখী বলিয়া আদর করেন, এক একবার নাম ধরিয়া ডাকেন। আলোকা চতুরা হইলেও রাজা বাহাদুরের সঙ্গে যখন কথা কয়, তখন তাহার ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া রাজা যেন মনে মনে কোন প্রকার সন্দেহ রাখেন। সর্ব্বদা দেখা হয় না, তথাপি যে দিন যখন দেখা হয়, রাজা সেইদিন অমনি বক্র নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মুখভারী করেন। একদিন মাধুরী তাহা দেখিয়াছিলেন, রাজা চলিয়া যাইবার পর অলোকাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া অতঃপর রাজার সম্মুখে বাহির হইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। অলোকা সেই আদেশ প্রতিপালন করিতেছিল, পাঁচ সাত দিন অলোকাকে দেখিতে না পাইয়া রাজা একদিন মাধুরীকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার সেই নূতন সখীটী কোথায় গেল?

মৃদু হাসিয়া মাধুরী কহিলেন, ছেলে মানুষ, রাজা দেখিলে ভয় পায়, সেই জন্য তোমার সম্মুখে—

হাস্য করিয়া রাজা কহিলেন, কেন, রাজারা কি বাঘ ভাল্লুক, রাজা দেখিয়া ভয় হয় কি জন্য?

মাধুরী কহিলেন, একজনের ভয়ের কারণ অপরে নির্দ্দেশ করিতে পারে না। আমি বরং তাহাকে বুঝাইয়া বলিব, ভয়টা ছাড়িয়া দিতে পারে, এ জন্য চেষ্টা করিবে।

এক দৃষ্টে মাধুরীর নয়ন নিরীক্ষণ করিয়া রাজা কহিলেন, এখন কোথায় ? মাধুরী উত্তর দিলেন, উপরে বসিয়া সখীদের সঙ্গে তাস খেলা করিতেছে। ডাকিব ?

আপন মনে গুঞ্জন করিতে করিতে রাজা বলিলেন, ডাকিতে হইবে না ; ভয়টা ছাড়িয়া দিতেও অনুরোধ করিতে হইবে না; যেমন আছে, সেই ভাবেই থাকুক। তোমাকে আমি একটী কথা বলিব। তাহার উপর আমার কিছু কিছু সন্দেহ হয়। মনে হয় যেন, সেই সখী,—ছেলে মানুষ হউক আর যাহাই হউক আমার মনে হয়, সেই সখী যেন কোন লোকের গুপ্ত দূতী। তোমার আমার উভয়েরই চাল-চলনের দিকে দৃষ্টি রাখে। তুমি সাবধান থাকিও ; তাহার সাক্ষাতে কোন প্রকার বিশ্বাসের কথা কিংবা কোন গোপনীয় কথা ব্যক্ত করিও না !

মুহূর্ত্তকাল নীরবে থাকিয়া মাধুরী কহিলেন, অল্পদিনে কেবল চক্ষের মিলনে কাহারও চরিত্র বুঝিয়া লওয়া কাহারও পক্ষে সুসাধ্য নহে, কি লক্ষণ দেখিয়া তাহার প্রতি তোমার সন্দেহ জন্মিয়াছে, তাহাও আমি বুঝিতে পারিলাম না। যাহাই হউক, যে কার্য্য করিতে তুমি আমাকে নিষেধ কর, সে কর্ম্ম আমি কদাচ করি না। অলোকাকে বিশ্বাস করিব না, এই কথা শুনিয়া মনে আমার বড় কষ্ট হইল, কিন্তু তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব না। বিশেষতঃ আমার কোন গোপনীয় কথা কিংবা গোপনীয় কার্য্য নাই, তাহা তুমি জান, জানিয়াও নিষেধ করিতেছ ; তবে দেখিতেছি, ভাল করিয়া অলোকাকে পরীক্ষা করিতে হইবে।

সে দিনের এই পর্য্যন্ত কথা। তাহার পর একপক্ষ অতি-ক্রান্ত হইয়া গেল, অলোকার কোন কার্য্যেই মাধুরী কোন

প্রকার সন্দেহের লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না। রাত্রিকালে রাজাবাহাদুর প্রায়ই ঘরে থাকেন না, মাধুরী প্রায়ই একাকিনী নিদ্রা যান। একরাত্রে আহারাদি সমাপন করিয়া, শয়ন কক্ষে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া, গৃহের দীপ নির্ব্বাণ করিয়া, মাধুরী শয়ন করিলেন। রাত্রি প্রায় দুই প্রহর। যাহাকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, তিনি যদি নিশ্চিন্ত শয়ন করিবার অবসর পান, শীঘ্রই তাঁহার নিদ্রা আইসে; অতি শীঘ্রই মাধুরী নিদ্রাভিভূতা হইলেন।

এক ঘণ্টা পরে গৃহ মধ্যে খুট খুট করিয়া কি যেন শব্দ হইতেছে, শয়নের খট্টাখানি যেন অল্প অল্প দুলিতেছে, এইরূপ বুঝিতে পারিয়া, সহসা মাধুরীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। চমকিতভাবে নয়ন উন্মীলন করিয়া তিনি দেখিলেন, ঘরে আলো জ্বলিতেছে, মস্তকের বালিশের নিকটে কে একজন দাঁড়াইয়াছিল, সুট করিয়া সরিয়া গেল। একবার মনে হইল ভ্রম, একবার মনে হইল স্বপ্ন, দুই তিন বার নয়ন দুই হস্তে মার্জ্জনা করিয়া ভাল করিয়া দেখিলেন, দৃষ্টির ভ্রম নহে, স্বপ্নও নহে, সত্য সত্যই দীপাধারে একটী বাতি জ্বলিতেছে। বিস্ময় বোধ হইল, শয্যার উপর মাধুরী উঠিয়া বসিলেন। দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, দ্বার সমভাবে অর্গল-বদ্ধ রহিয়াছে।

চিন্তার সঙ্গে মাধুরীর অন্তরে একটু আতঙ্কের সঞ্চার হইল; দীপ নির্ব্বাণ করিয়া শয়ন করিয়াছেন, বেশ মনে আছে? তবে কোথা হইতে কে আসিয়া আলো জ্বালিল? কোথা দিয়া কে প্রবেশ করিল? সংশয় আতঙ্কে মাধুরী ভাবিতে লাগিলেন, কাহাকে দেখিলাম? শয্যার নিকটে কে দাঁড়াইয়াছিল,

—সরিয়া গেল ? কোথায় গেল ? পুরুষ কি নারী, ঠিক চেনা গেল না। ভাব কি ?

মাধুরী এইরূপ ভাবিতেছেন, আর চমকি নয়নে গৃহের ইতস্ততঃ নেত্র সঞ্চালন করিতেছেন, হঠাৎ দেখিলেন দেয়ালে দেয়ালে নানা মূর্ত্তির নানা প্রকার ছায়া! ছায়াগুলি যেন নাচিয়া নাচিয়া খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, একবার সরিয়া যাইতেছে, আবার আসিতেছে, এই প্রকার ছায়া-ক্রীড়া। মাধুরীর ভয় বাড়িল। নিশাকালে রুদ্ধ-দ্বার গৃহমধ্যে কে প্রবেশ করিবেন, কে এমন ছায়া-বাজী দেখাইবে, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ভূতের অস্তিত্বে মাধুরীর বিশ্বাস ছিল, ভূতের কার্য্যে বিশ্বাস ছিল না, সুতরাং ভূতের ভয় তাহাকে আকুল করিতে পারিল না, তথাপি কেমন এক প্রকার অজ্ঞাত ভয়ে তিনি চঞ্চলা হইলেন। একবার মনে করিলেন, চীৎকার করিয়া কাহাকেও ডাকিবেন, গভীর রাত্রে গভীর নিদ্রায় সকলেই অচেতন, কেহ যদি শুনিতে না পায়, আরও আতঙ্ক বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা; একবার মনে করিলেন, শয্যা হইতে নীচে নামিয়া খট্টাতলে অথবা অন্য স্থলে কিছু আছে কি না অন্বেষণ করিবেন, তাহাতেও সাহস হইল না; কাযে কাযে দুটী কল্পনাই পরিত্যাগ করিতে হইল। শয্যার উপর বসিয়া শঙ্কিত নেত্রে চারিদিকে চাহিতেছেন, এমন সময় খট্টাতলে হাস্য ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল, খট্টাতল হইতে একটী স্ত্রীলোক অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনে চক্ষু ঢাকিয়া বাহির হইয়া আসিল; হস্তে খান কতক ছবি!

দেখিয়াই আত্ম-বিভ্রমে মাধুরী শিহরিয়া উঠিলেন, মনে করিলেন, কি আশ্চর্য্য! অনুমান করিয়া রাজা যাহা বলিয়া-

ছিলেন, এ যে দেখি, হাতে হাতে তাহাই ফলে। মনে এরূপ আন্দোলন করিয়া কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, অলোকা! তুই এখানে কেমন করিয়া আসিলি? অসুখ করিয়াছে, আহার করিলি না, শীঘ্র শীঘ্র শয়ন করিতে গেলি, এই বুঝি তোর অসুখ? রাত্রিকালে কে তোরে এখানে আসিতে বলিয়াছিল? কোন পথ দিয়া আসিয়াছিস্?

অলোকা একটু হাসিয়া বলিল, ঠিক পথ দিয়াই আসিয়াছি। রাত্রে এখানে আমার একটী কার্য্য ছিল, সেই কার্য্যের জন্য চুপি চুপি—

মা। চুপি চুপি চোরের মত লুকাইয়া কার্য্য করিতে হয়, এমন কার্য্য কি? কোন পথে আসিয়াছিস, ঠিক করিয়া না বলিলে এখনি আমি অনর্থ বাধাইব। আমি ঘুমাইতেছিলাম, আমার মাথার কাছে দাঁড়াইয়া কি করিতেছিলি, আমি জাগিলাম, অমনি সরিয়া গেলি, ব্যাপার কি?

অ। ব্যাপার আমি বুঝিতে পারি না। ঠিক পথে আসিয়াছি। তুমি যখন আহার করিতে বসিলে, আমি অন্য ঘরে ছিলাম, সেই সময় সেই একটা দিয়াশালাই আর এই ছবিগুলি লইয়া চুপি চুপি এই ঘরে প্রবেশ করি, খাটের নীচে এক কোণে লুকাইয়া বসিয়া থাকি, তুমি আহার করিয়া ঘরে আসিলে, দরজা বন্ধ করিয়া, বাতি নিবাইয়া শয়ন করিলে, নিশ্বাস বন্ধ করিয়া আমি বসিয়া রহিলাম। তুমি ঘুমাইলে, নিশ্বাসের আওয়াজে বুঝিতে পারিলাম, তখনও বাহির হইলাম না; যখন বুঝিলাম গাঢ় নিদ্রা তখন ধীরে ধীরে বাহির হইয়া বাতি জ্বালিলাম। তাহার পর যাহা হইয়াছে, তাহা তুমি জান।

মা। কি আমি জানি? কিছুই আমি জানি না। কাহার দূতী হইয়া কি করিতে তুই এখানে লুকাইয়া ছিলি, আমার বালিশের কাছে দাঁড়াইয়া কি করিতেছিলি, সত্য বল্? যদি না বলিস্, আমি তোর বিস্তর লাঞ্ছনা করিব।

অ। লাঞ্ছনা করিতে হয়, কর, সে কথা আমি বলিব না।

মা। বলিতেই হইবে। না বলিলে কিছুতেই আমি ছাড়িব না। বিশ্বাস করিয়া সখী বলিয়া আদর যত্ন করি, তোর এই কর্ম্ম? কে তোরে এ কার্য্য করিতে বলিয়াছে, এখনি আমি শুনিতে চাই।

অ। শুনিতে চাও; কিন্তু আমার মুখে বাহির না হইলে ত শুনিতে পাইবে না; আমি বলিব না, বলিতে পারিব না।

মাধুরী বারম্বার পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, অলোকা বারম্বার অস্বীকার করিল, শেষ কালে মাধুরী কুপিতা হইলেন দেখিয়া অগত্যা বলিল, আমি আসিয়াছি, বাতি জ্বালিয়াছি, তোমার মাথার বালিশের নীচে একখানা পত্র রাখিয়াছি, খাটের নীচে হইতে ছবিগুলি নাচাইয়াছি, দেয়ালে দেয়ালে ছায়া নাচিয়াছে, এই পর্য্যন্ত আমি জানি। তুমি না জাগিলে ছবি নাচাইতাম না, ভয় পাইয়া তুমি ঘুমাইবে, বাতি নিবাইয়া, দরজা খুলিয়া, চুপি চুপি আমি বাহির হইয়া যাইব, ইহাই আমার মতলব ছিল, তুমি না জাগিলে এতক্ষণ কখন আমি চলিয়া যাইতাম।

মাধুরীর সন্দেহ হইল। এক হস্তে অলোকার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া একটু মিষ্ট বাক্যে তিনি বলিলেন, অলোকা তোরে আমি ভালবাসি, চোরের মতন আমার শয়ন ঘরে

প্রবেশ করিয়াছিস, ক্ষমা করিতে পারিতাম, এখন পারি, কিন্তু কথা বড় শক্ত। তোর নিজের বুদ্ধিতে একার্য্য হইয়াছে, এমন আমার বিশ্বাস হয় না; কে তোরে শিখাইয়া দিয়াছে, কাহার পত্র আনিয়া তুই আমার বিছানায় রাখিয়াছি, সত্য করিয়া বল, কোন ভয় নাই, একথা আর কেহ জানিতে পারিবে না, আমার মুখে কেহই কিছু শুনিবে না। অলোকা সত্য কথা বল, সত্য কথায় বড় বড় অপরাধেরও ক্ষমা আছে।

অলোকা বলিল, সত্য কথাই আমি বলিয়াছি। তাহার অধিক আর যাহা জানিতে হয়, পত্রখানা পাঠ কর, জানিতে পারিবে।

বালিশের নীচে হইতে একখানা শীল করা লোহিত বর্ণ পত্র বাহির করিয়া মাধুরী কম্পিত হস্তে মোড়কটা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। কে লিখিয়াছে, সর্ব্বাগ্রে স্বাক্ষরের দিকে নেত্রপাত করিয়া তাহা দেখিলেন, দেখিয়াই পত্রখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, গর্জ্জন করিয়া বলিলেন অলোকা! এ পত্র তোরে কে দিয়াছে?

অলোকা উত্তর করিল—পাঠ কর, পাঠ কর, উহাতেই সব লেখা আছে। কে লিখিয়াছে, কে দিয়াছে, পাঠ করিলেই জানিতে পারিবে। এই বলিয়া সেই পত্রখানা কুড়াইয়া লইয়া মাধুরীর হস্তে অর্পণ করিল।

"হস্তে" পত্র লইয়া মাধুরী একবার উজ্জ্বল নেত্রে অলোকার দিকে চাহিলেন। অলোকা অন্যদিকে চাহিয়া ছিল, মাধুরীর নয়নের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখিতে পাইল না; কি মনে ভাবিয়া মাধুরী শশব্যস্তে লম্ফ দিয়া খট্টার নীচে নামিলেন, তাকের উপর হইতে

একটা চাবি কুলুপ লইয়া গৃহের প্রবেশ দ্বারে চাবি বন্ধ করিয়া দিলেন, অলোকার দিকে চাহিতে চাহিতে আবার আসিয়া খট্টার উপর বসিলেন। পত্র পাঠ করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু অলোকার চাতুরীতে বিরক্ত হইয়া কাজে কাজে পাঠ করিতে হইল। রক্তবর্ণ পত্রিকা, শ্বেতবর্ণ বর্ণমালা, মনে মনে পাঠ করিয়া মাধুরী অত্যন্ত ঘৃণায় পুনরায় অলোকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অলোকা! সত্য করিয়া বল্,—বার বার বলিতেছি, সত্য করিয়া বল্, এ পত্র তোরে কে দিয়াছে?

মাধুরীর কথা শুনিয়া অলোকা চারিদিকে চায়, কথা কহে না। দ্বারে চাবিবন্ধ, পলায়নের উপায় নাই! মাধুরী পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন; অলোকা অবশেষে উত্তর করিল, পাঠ করা হইয়াছে গো, এবার আমাকে ফিরাইয়া দাও, আমি লইয়া যাই, চাবি খুলিয়া দাও, আমি বাহির হই, কেহই কিছু জানিবে না, রাত্রের কার্য্য রাত্রির সঙ্গেই ফুরাইয়া যাউক, কেহই কিছু জানিবে না, কেহই শুনিবে না, কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করিবে না, আপদ চুকিয়া যাইবে।

মাধুরী কহিলেন, সত্য সত্যই এ আপদ শীঘ্র চুকিবার নয়। কে দিয়াছে সে কথা না বলিলে তোরে আমি কয়েদ করিয়া রাখিব, কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। এখনও মিষ্ট কথা বলিতেছি, এখনও চাতুরী খেলিলে তোর পক্ষে ভাল হইবে না। শীঘ্র বল্, কে দিয়াছে?

ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া অলোকা বলিল, আমি আর কি বলিব, পত্রেই সব লেখা আছে, আমি বলিব না।

ঐকথা বার বার। অলোকাও বলিবে না, মাধুরীও ছাড়ি-

বেন না, অনেকক্ষণ বাক্-যুদ্ধ। অবশেষে এড়াইতে না পারিয়া অবনত বদনে মৃদুস্বরে অলোকা বলিল, 'কর্ত্তা'।

পত্রখানা মুষ্টি মধ্যে শক্ত করিয়া ধরিয়া মাধুরী জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ কর্ত্তা? রাজা?

অলোকা উত্তর করিল—হাঁ, রাজাবাহাদুর। আজ তিনদিন হইল, রাজাবাহাদুর আমাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া গুটীকতক কথা বলিলেন, সাবধান করিয়া দিলেন, তাহারপর ঐ পত্রখানি আমার হস্তে দিয়া নিশাকালে তোমার অজ্ঞাতে তোমার বিছানার নীচে রাখিতে বলিয়াছিলেন।

মাধুরী জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই গুটীকতক কথা কি কি, তাহা তুমি আমাকে বলিতে পার?

অন্তরে একটু কাঁপিয়া অলোকা উত্তর করিল, না পারিয়া কি করিব? যখন ধরা পড়িয়াছি, তখন কাযে কাযেই বলিতে হইবে। রাজা বলিয়াছিলেন, রাণী যখন একাকিনী ঘুমাইয়া থাকিবেন, সেই সময় তাহার মাথার বালিশের নীচে এই পত্রখানি রাখিয়া দিও, লুকাইয়া থাকিও, রাণী যদি জাগিয়া না উঠেন,—চুপি চুপি বাহির হইয়া আসিও; রাণী যদি জাগেন, ভয় দেখাইয়া আলো নিবাইয়া বাহির হইয়া আসিও। এই পর্য্যন্ত রাজার কথা। আদেশ মত করিয়াছি আমি সব, বাকি ছিল পলায়ন, পলায়ন করিতে পারি নাই। চিঠিতে কোন দোষের কথা আছে, কিম্বা আমি একার্য্য করিলে কোন দোষ হইবে, তাহা আমি জানিতাম না, ভাবিও নাই; রাজাও মনীব, রাণীও মনীব, এইটী স্থির জানিয়াই রাজার আদেশ পালন করিতে আসিয়াছিলাম। দোহাই রাণীমা, আমাকে যেমন হারাম মনে করিও না।

মাধুরী ভাবিলেন, রাজার এই কার্য্য! রাজা আমাকে বলিয়াছিলেন, অলোকাকে বিশ্বাস করিও না! সে কথার তাৎ-পর্য্য কি? রাজা বিশ্বাস করিয়াছেন, আমাকে বিশ্বাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন, ইহাও একটা মন্দ খেলা নয়! পত্রে যাহার নাম দস্তখত দেখিলাম, সে আমার কে? সে আমাকে কোন্ সাহসে সে সকল কথা লিখিতে পারিল? সে পত্র রাজার হস্তেই কেমন করিয়া গেল? সন্দেহ হয়, সন্দেহ করিতেও পারি না। কাহার প্রতি সন্দেহ করিব? পতির প্রতি? তাহা পারিব না। পতির প্রতি সন্দেহ করিলে নরকে বাস হয়, সে কার্য্য আমি কখনই করিতে পারিব না। তবে কি করিব? পত্রখানা রাখিয়া দিব, কোন না কোন ছল করিয়া রাজাকে একদিন দেখাইব। মনে মনে এরূপ আন্দোলন করিয়া সরলা পতিব্রতা সরল অন্তরে অলোকাকে বলিতেছিলেন, অলোকা যাহা হইবার, তাহা হইল, রাজা জিজ্ঞাসা করিলে তুমি বলিও, ঠিক ঠিক কার্য্য করিয়াছি। আমি জাগিয়াছি, তোমাকে ধরিয়াছি, পত্রখানা দেখিয়াছি, তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, এ সকল বৃত্তান্ত তাঁহার কাছে কিছুই প্রকাশ করিও না। তিনি যদি—

অকস্মাৎ দ্বারে আঘাত। গৃহ মধ্যে উভয়েই চুপ। পুনরায় আঘাত। বার বার তিনবার। গৃহের ভিতর হইতে কেহই উত্তর দিল না, আঘাতকর্ত্তা অবশেষে রাণী রাণী বলিয়া দুইবার আহ্বান করিলেন।

রাণী চুপি চুপি অলোকাকে বলিলেন, পূর্ব্বে যেখানে লুকা-ইয়াছিলে, সেইখানে গিয়া লুকাও, আমি দ্বার খুলিয়া দিতেছি।

অলোকা লুকাইল, মাধুরী ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া দিলেন, রাজা প্রবেশ করিলেন। বাতি জ্বলিতেছে, তাহা দেখিয়াই কিঞ্চিৎ বিস্মিত বদনে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি নিদ্রা য়াও নাই? এত রাত্রি পর্য্যন্ত—রাত্রি কোথা, ভোর হইয়াছে, ভোর বেলা পর্য্যন্ত আলো জ্বালিয়া কি করিতেছিলে?

মাধুরী উত্তর করিলেন, মজা দেখিতেছিলাম। বোধহয় স্বপ্ন। একটী সখী আসিয়াছিল, ছায়াবাজি দেখাইতেছিল, একখানা পত্র—

চমকিত হইয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, পত্র? কিসের পত্র? ছায়াবাজির সঙ্গে পত্র কেন আসিল? স্বপ্নই বটে! লোকে জাগ্রতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতে পারে না, দেখা যেমন অসম্ভব, স্বপ্নে ঐ প্রকার খাপ ছাড়া কথারও সেইরূপ অসম্ভব। তুমি রহস্য করিতেছ।

দুইদিক যাহাতে রক্ষা হয়, এমন একটী উপায় মনে মনে উদ্ভাবন করিয়া মাধুরী কহিলেন, সম্ভব অসম্ভব ৺ভগবান জানেন,কিন্তু একখানা পত্র আমি পাইয়াছি। অতি কুৎসিত পত্র। যে ব্যক্তি লিখিয়াছে—তাহার নাম আমি জানি, কিন্তু স্বপ্নে সে প্রকার পত্র ঘরের ভিতর কিরূপে আসিল, তাহা জানি না।

রাজার বদন গম্ভীর হইল। স্বহস্তে গৃহ দ্বারে অর্গল বদ্ধ করিয়া তিনি বলিলেন, পত্রখানা আমাকে দেখাইতে পার? স্বপ্নে পত্র আসিয়াছে, আশ্চর্য্য কথা, নূতন কথা! দেখি, পত্র আমাকে দেখাও।

চিন্তা করিয়া মাধুরী বলিলেন, তোমার কাছে কিছুই আমার গোপন নাই। যাঁহার হাতে ধন মান জীবন সমস্তই

অর্পণ করিয়াছি, তাঁহার কাছে আর গোপন করিব কি? পত্র আমি দেখাইব, কিন্তু এখন পারিব না, আজ পারিব না। আর একদিন—

রাজা বলিলেন, এখনই আমি দেখিব। দেখাও—আমি আদেশ করিতেছি, এখনি দেখাইতে হইবে, দেখাও,—শীঘ্র দেখাও। না দেখাইলে তোমার স্বপ্নের কথায় আমি অবিশ্বাস করিব।

মাধুরী বলিলেন, আমার সকল কথাতেই তুমি অবিশ্বাস করিতে পার, কিন্তু পত্র আমি দেখাইব। তুমি বলিতেছ, প্রভাত হইয়া গিয়াছে, সে পত্র প্রভাতে পাঠ করিবার যোগ্য নহে, একদিন নিশাকালে বাহির করিয়া দেখাইব; কিন্তু একটী অঙ্গীকার।

রাজা বলিলেন, কি অঙ্গীকার? মাধুরী কহিলেন,—"পত্র-খানা দেখিয়া আমার হস্তে ফিরাইয়া দিতে হইবে। আমার ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয়, দ্বিতীয় রজনীতে যদি তোমার পাদপদ্ম দর্শন করিতে পাই, তাহা হইলে পাঠ করিয়া শুনাইব, নিজের চক্ষে যদি দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহাতেও আপত্তি করিব না; কিন্তু ঐ অঙ্গীকার। পাঠান্তে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

রাজা অঙ্গীকার করিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ দর্শন করা চাই, এই তাঁহার দৃঢ় পণ হইল। বিস্তর কথা কাটাকাটির পর মাধুরী আর পতির অবাধ্য হইতে পারিলেন না, মুষ্টিমধ্যেই পত্রখানা ছিল, হস্ত বিস্তার করিয়া রাজাকে দেখাইলেন, চিল যেমন ছোঁ মারিয়া মৎস্য তুলিয়া উড়িয়া যায়, রাজা সেইরূপ ছোঁ মারিয়া মাধুরীর হস্ত হইতে পত্রখানা লইয়া পলায়নের চেষ্টা করিলেন,

মাধুরী পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়াও তাঁহাকে ফিরাইতে পারিলেন না। চঞ্চলহস্তে দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া রাজা বাহাদুর দ্রুতপদে বাহির হইলেন, কিন্তু অসাবধানতাবশতঃ পত্রখানা পশ্চাতে পড়িয়া গেল, জানিতে পারিলেন না, রাজা সক্রোধে দ্রুত পদ-সঞ্চারে উপর হইতে নীচে নামিয়া গেলেন। মাধুরী তাড়াতাড়ি রাজার "হস্তভ্রষ্ট" পত্রখানা কুড়াইয়া লইলেন।

রাজা চলিয়া গেলেন, খট্টাতল হইতে অলোকা বাহির হইল, মাধুরী তাহাকে কহিলেন, অলোকা! উত্তম খেলা হইল। যদি বাঁচি, এ খেলার কথা অনেক দিন মনে থাকিবে। তুমি সাবধান থাকিও, রাজা যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহার আদেশ মত কার্য্য করিয়াছ, সঙ্ক্ষেপে কেবল এইমাত্র উত্তর দিও। অলোকা স্বীকার করিল। প্রভাত। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যো-দয়। অলোকা আপন কার্য্যে নিযুক্ত হইল, মাধুরী পুষ্পোদ্যানে পুষ্প চয়ন করিতে গেলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পরীর নাচ।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার তিনদিন পরে, চতুর্থ দিবস অপরাহ্নে রাণী পদ্মাবতী আসিয়া মাধুরীকে আপন বাটীতে লইয়া গেলেন। এই চারিদিবস রাজাবাহাদুর গৃহে আইসেন নাই, অভিসন্ধি সিদ্ধ না হওয়াতে তাঁহার লজ্জা হইয়াছে, লজ্জা অপেক্ষা ক্রোধ অধিক। লজ্জা ক্রোধ লইয়া যাহা করিতে হয়, রাজা তাহা

করুন, মাধুরী মানসিক কষ্ট সত্ত্বেও পদ্মাবতীর অনুরোধ রক্ষা করিলেন।

সন্ধ্যা হইল। মাধুরীকে নিকটে বসাইয়া পদ্মাবতী কহিলেন, বৎসর বৎসর বসন্তকালে এখানে কন্দর্প দেবের পূজা হয়, ঋতু-রাজের অর্চ্চনার নিমিত্ত উৎসব হয়, তাহা তুমি জান; আজ সেই বসন্ত উৎসব। আমি জানি, সেই উৎসব তুমি একবারও দর্শন কর নাই, সকলের নিমন্ত্রণ হয়, সকলে যায়, তুমি যাও না; আজ আমি তোমাকে লইয়া যাইব। বেশ ঘটা হয়; নৃত্য, গীত, ভোজ, মল্ল-ক্রীড়া, মায়া-যুদ্ধ, পুষ্পপসার, আরও অনেক রকম কৌতুকজনক ক্রীড়া হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এ বৎসর মায়াবতীর নৃত্য হইবে। সে নৃত্য অতি চমৎকার। মায়াবতী একটী পরী, তাহার রূপলাবণ্য অতুল, তুমি দর্শন করিলে প্রীতি-লাভ করিবে, সেই নিমিত্তই আজ আমি তোমাকে কামদেবের মন্দিরে লইয়া যাইব। মন্দিরে রতিকামের অপরূপ প্রতিমা আছে, সেই প্রতিমার পূজা করিলে নারীগণ সৌভাগ্যবতী হয়।

মাধুরী কহিলেন, উৎসবের জনতায় প্রবেশ করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই। উৎসব কেবল নাম, এখনকার উৎসবে প্রকৃত উৎসব— অতি অল্প, নষ্ট চরিত্র লোকেরা উৎসব দেখিবার ছলে কেবল তামাসা দেখিতে যায়; আমি শুনিয়াছি, তাহারাই বেশী তামাসা দেখায়, তাহাদের তামাস। অতিশয় কুৎসিত; দর্শন-শ্রবণের যোগ্য নহে।

পদ্মাবতী কহিলেন, জনতা হয়, হইয়াই থাকে; বাজে লোক আইসে, আসিয়াই থাকে; তাহাতে তোমার আমার কি?

আমরা যেখানে বসিব, নষ্টলোকে তাহার ত্রিসীমায় ঘেঁসিতে পারিবে না। তুমি চল; দেখিয়া যদি খুসি না হও, কখন যাইও না, আমিও আর তোমাকে অনুরোধ করিব না। চল; আর কিছু দেখ আর নাই দেখ, নাচটী দেখিয়াই চলিয়া আসিও, আমিও উঠিয়া আসিব। নাচিবে একটী পরী, সেই পরীর নাম মায়াবতী; কেবল এই কথাই আমি তোমাকে বলিয়াছি। বস্তুতঃ পরীও নহে, তাহার নামও মায়াবতী নহে; এই নগরের একটী বাইজি আজ রাত্রে পরী সাজিয়া কন্দর্পের নাট-মন্দিরে নৃত্য করিবে, সেই বাইজির নাম মন্দুরা।

মন্দুরা নাম শুনিয়াই মাধুরী চমকিয়া উঠিলেন। যেখানে বসিয়া উভয়ে কথোপকথন হইতেছিল ;তাহার নিম্নভাগে কুসুম কানন; সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া পদ্মাবতী কহিলেন, ঐ ফুল গুলি তুলিয়া লইলে ভাল হয়, পুষ্পাঞ্জলি দিবার উপযুক্ত সামগ্রী। পুষ্পোদ্যানের দিকেই পদ্মাবতীর দৃষ্টি ছিল, মাধুরী চমকাইলেন, তাহা তিনি দেখিতে পাইলেন না। মাধুরী চমকাইলেন কেন, মাধুরীই তাহা জানিলেন। অনেকবার তিনি অনেকের'মুখে মন্দুরার নাম শ্রবণ করিয়াছেন, মন্দুরাকে চক্ষে কখন দেখেন নাই; মন্দুরা পরী সাজিয়া নাট-মন্দিরে নৃত্য করিবে। মন্দুরাকে দেখিবেন, মাধুরীর মনে তখন এই কৌতুহল জাগিল; তখন তিনি আগ্রহ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, যাইব।

রাণী পদ্মাবতী শিবিকারোহণে মাধুরীকে আনিতে গিয়াছিলেন, আসিবার সময় মাধুরীর নিজের শকটারোহণে উভয়েই আসিয়াছেন। রাত্রি অষ্টম ঘটিকার সময় পদ্মাবতীর গৃহেই মাধুরীর আহার হইল, রাত্রি দশঘটিকার সময় মাধুরীর শকটারোহণে

উভয়ে কন্দর্প-মন্দিরে যাত্রা করিলেন, পদ্মাবতীর একটী সখী তাঁহাদের সঙ্গে থাকিল।

দুই ক্রোশ দূরে কন্দর্পের মন্দির। যথাসময়ে দেবালয়ের ফটকের নিকটে গাড়ী পৌঁছিল। দেবালয়ের চতুর্দ্দিক উচ্চ উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত; উত্তর দিকে মন্দির, সম্মুখে সুপ্রশস্ত নাটমন্দির; নাটমন্দিরের পূর্ব্বে পশ্চিমে দক্ষিণে সারি সারি দোহারা ঘর, দোতালা, উপর নীচে টানা বারাণ্ডা; উপরের বারাণ্ডায় কার্ণিসের সঙ্গে নাট-মন্দিরের ছাদের কার্ণিসের সমান সমান মিলন; তিন দিকের বারাণ্ডা হইতেই নাটমন্দিরের নাট্য ক্রীড়াদি অবাধে দেখিতে পাওয়া যায়।

শকট হইতে অবরোহণ করিয়া সহচরী সঙ্গিনী পদ্মাবতী ও মাধুরীর হস্তধারণ পূর্ব্বক পদব্রজে মন্দিরে গিয়া উঠিলেন, ভক্তিভাবে প্রতিমার পূজা করিলেন, পুষ্পাঞ্জলি দিলেন, প্রণাম করিলেন; অনন্তর অপরা কামিনীগণের সঙ্গে উপরে গিয়া উঠিলেন। উপরের বারাণ্ডায় ভদ্রকুলকন্যাগণের বসিবার নির্দ্দিষ্ট আসন; পশ্চিমের বারাণ্ডায় পদ্মাবতী একখানি বহুমূল্য আসন পরিগ্রহ করিলেন; দক্ষিণে মাধুরী, বামদিকে সখী।

নাটমন্দিরে তখনও নৃত্য আরম্ভ হয় নাই, সচরাচর সাধারণ নাট্যশালার রঙ্গভূমির সম্মুখ ভাগে যেমন এক এক যবনিকা বিলম্বিত থাকে, এখানেও সেইরূপ রহিয়াছে। উপর নীচে অনেক লোক। উপরে মহিলাকুল, নীচে পুরুষ। আধঘণ্টা পরে যন্ত্রধ্বনি আরম্ভ হইল; যন্ত্রবাদকেরা সমস্বরে নানা যন্ত্র-আলাপ করিতে লাগিল; অল্পক্ষণ পরেই যবনিকা উঠিল।

নৃত্য-সভা পরিপাটীরূপে সুসজ্জিত; মঞ্চের উপর রক্তবর্ণ

বনাত মোড়া, চারিদিকে উজ্জ্বল আলোকমালা, স্তম্ভে স্তম্ভে পুষ্পমাল্য দোদুল্যমান; স্তম্ভগাত্রে পুষ্পমাল্য বিজড়িত; মনোহর সুবাসে দেবমন্দির ও নাটমন্দির আমোদিত।

যবনিকা উত্তোলিত হইয়াছে, নর্ত্তকী প্রবেশ করিতেছে না, কখন আসিবে, কেমন সুন্দর পরী, কেমন নাচিবে, সকলেই সতৃষ্ণ নয়নে সেই দিকে চাহিয়া তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে, নর্ত্তকী আসিতেছে না। রঙ্গমঞ্চের মধ্যস্থলে রক্তবর্ণ বনাতের উপর বৃহৎ একটা গরুড় পক্ষী শয়ন করিয়া আছে। হট্টলোকেরা গোলমাল করিয়া বলিয়া উঠিল, ভোজবাজী! ভোজবাজী! কাণ্ডই মিথ্যা! একটা কাগজের পাখী পড়িয়া রহিয়াছে, ঐ বুঝি ইহাদের মায়াবতী? এই কাগজী পাখীটা তারে তারে নাচিবে, তাহাই বুঝি ইহাদের মায়াবতীর নাচ?

হট্টলোকের হট্টগোল নিবৃত্তি হইতে না হইতে গরুড় পাখী একবার হাঁ করিল, পাখীর বদন-বিবর হইতে অর্দ্ধনারী মূর্ত্তি প্রকাশ পাইল, দেখিতে দেখিতে পূর্ণমূর্ত্তি বাহির হইয়া অপরূপ ভঙ্গিতে নৃত্য আরম্ভ করিল; গরুড় পক্ষী কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, আর দেখা গেল না। এই মায়াবতী! এই মায়াবতী! পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিতে বলিতে দর্শকলোকেরা আনন্দে বিস্ময়ে করতালি দিতে লাগিল। অপূর্ব্ব দৃশ্য!

পরী-মূর্ত্তি চিত্তচমৎকারিণী। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পূর্ণ যুবতী একটী কামিনী, প্রজাপতির কক্ষপুটের ন্যায় চিত্র বিচিত্র দুখানি পক্ষ তাহার দুই বাহুপার্শ্বে ঝকমক করিতেছে, তাহার উপর আলোক প্রভা পতিত হওয়াতে সেই পক্ষপুট ক্ষণে ক্ষণে বিবিধবর্ণের রঞ্জিত হইতেছে, পরীকামিনী এক একবার চারিদিকে ঘুরিয়া

ফিরিয়া তালে তালে নৃত্য করিতেছে, নৃত্যের সঙ্গে সমান তালে সুমধুর সঙ্গীত, মুখে মৃদু মধুর হাস্য।

যাহারা গোলমাল করিতেছিল, তাহারা মহাবিস্ময়ে এককালে স্তম্ভিত। চারিদিকেই আনন্দ ধ্বনি। এক এক মজলিসে এক একজন নর্ত্তকী নানা বেশ-ভূষায় পরী সাজিয়া নৃত্য করে,কিন্তু এমন সুন্দরী পরী, এমন সুন্দর নাচ কেহ কখন কোথাও দর্শন করেন নাই, দর্শকেরা চুপি চুপি পরস্পর এইরূপ কথা বলিতে লাগিলেন। উপরের বারাণ্ডায় বসিয়া মাধুরী সুন্দরী রঙ্গ ভূমির ঐ শোভা দর্শন করিতেছেন, নানা ভঙ্গীর মনোহর নৃত্য দর্শনে তাঁহার মনে নূতন নূতন ভাবের আবির্ভাব হইতেছে। মায়াবতী নামটী কল্পিত, পরীসজ্জা কৃত্রিম, এই নর্ত্তকীর প্রকৃত নাম মন্দুরা, নৃত্য দর্শন করিতে করিতে মাধুরী সেই সব কথা মনে করিতেছেন। রাণী পদ্মাবতী যখন তাঁহাকে পরীর নাচ দেখিবার আমন্ত্রণ করেন, প্রবৃত্তি নাই বলিয়া প্রথমে তিনি তখন অস্বীকার করিয়াছিলেন; শেষ যখন শুনিলেন, মন্দুরা বাইজি পরীসজ্জা পরিয়া মায়াবতী নাম লইয়া আসরে আবির্ভূতা হইবে, তখন মাধুরীর ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তিনি আগ্রহ প্রকাশ করিয়া সম্মতি জানাইয়াছিলেন। ইহার কারণ কি? প্রথমে অস্বীকার, দ্বিতীয়বারে স্বীকার, অল্পক্ষণের মধ্যে এইরূপ মতি-পরিবর্ত্তনের হেতু কি? হেতু উত্তম। মন্দুরা নামটী অনেকবার তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, মন্দুরা কেমন, তাহা তিনি দেখেন নাই; মন্দুরা পরী সাজিবে, নাটমন্দিরে মন্দুরা নাচিবে, এই পরিচয় পাইয়া, মন্দুরাকে দেখিবার অভিলাষে সহসা পূর্ব্ব-ভাবের পরিবর্ত্তন।

মন্দুরা নাচিতেছে, একদৃষ্টে মাধুরী সেইদিকে চাহিয়া আছেন। সকলের চক্ষুই পরীর দিকে, সকলের মুখেই বারম্বার বাহোবা ধ্বনি। পশ্চিমের বারাণ্ডায় মাধুরীর আসন; পরী যখন পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া অঙ্গ-ভঙ্গী সহকারে হাস্য করিতে করিতে নৃত্য করে, মাধুরী তখন অনিমেষ লোচনে তাহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করেন। একবার ঐরূপে পশ্চিমাভিমুখী হইয়া পরীসুন্দরী পক্ষ সঞ্চালন পূর্ব্বক নয়ন-ভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতেছিল, পরী যেন উড়িয়া যাইতেছে,—দর্শকের চক্ষে এইরূপ বোধ হইতেছিল, হঠাৎ পরীর বুকের ওড়না খানা বাতাসে একটু সরিয়া গেল, কণ্ঠের স্বর্ণহার-নিবদ্ধ ক্ষুদ্র একটী স্বর্ণময়ূর তাহার বক্ষদেশে দৃষ্ট হইল, ময়ূরের অঙ্গে হীরা মণি ভূষণ দর্শনে সকল লোকের আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল, মাধুরী চমকিতা। মাধুরীর প্রফুল্ল বদন অকস্মাৎ মলিন ভাব ধারণ করিল, ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হইতে লাগিল, তথাপি মাধুরী এক দৃষ্টে সেই হিরণ্ময় ময়ূর দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে একবার তাঁহার দুটী চক্ষু চারিদিকে ঘুরিয়া আসিল; কি দেখিলেন, কি বুঝিলেন, অপরে তাহা জানিতে পারিল না; আবার সেই ময়ূর! ইতি পূর্ব্বে রাণী পদ্মাবতীর নিকেতনে জহরী লহরচাঁদ যে হিরণ্ময় ময়ূর প্রদর্শন করিয়াছিল, সেই ময়ূর এই মায়াবতীর বক্ষে; মাধুরী দেখিলেন, যথার্থই সেই ময়ূর। মনে তখন তাঁহার কিরূপ ভাবোদয় হইল, তিনিই তাহা জানিলেন, মুখখানি শুকাইয়া গেল; ময়ূর দেখিতে দেখিতে পুনর্ব্বার মজলিসের দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন।

এবারে মাধুরী কি দেখিলেন? দেখিলেন, তাঁহার দীর্ঘাকার স্বামী রমণীরঞ্জন বেশ বিন্যাস করিয়া দশছড়া ফুলের মালা গলায়

দিয়া, রঙ্গমঞ্চের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, অর্দ্ধনৃত্য-ভঙ্গীতে অনবরত নর্ত্তকীর অঙ্গে পুষ্প বৃষ্টি করিতেছেন, নয়নে নয়নে সঙ্গতি হইতেছে, উভয়ের ওষ্ঠেই হাস্য-রেখা বিকাশ পাইতেছে। মাধুরী এই শোভা দেখিলেন। দেখিয়াই নেত্র নিমীলন করিলেন; আর তাহা দেখিবেন না, কিংবা হয় ত দেখিতে পারিবেন না, সেই নিমিত্তই নেত্র-নিমীলন। কেবল তাহাই নহে, হঠাৎ যেন তাঁহার নিদ্রা আসিল, বসিয়া বসিয়া অবশ অঙ্গে পদ্মাবতীর গাত্রে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন।

পদ্মাবতী মনে করিলেন, মাধুরীর অসুখ হইয়াছে, আপন ক্রোড়ের দিকে আকর্ষণ করিয়া সস্নেহ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি মা! কি হইয়াছে? এমন করিতেছ কেন? নিদ্রা আসিতেছে?

নিমীলিত নেত্রেই মাধুরী উত্তর করিলেন, হুঁ, নিদ্রা আসিতেছে। রাণী পদ্মাবতী ব্যস্ত হইলেন। বারাণ্ডার পশ্চাতে সারি সারি ঘর, সকল ঘরেই শয্যা প্রস্তুত ছিল, সখীর সাহায্যে রাণী পদ্মাবতী মাধুরীকে লইয়া একটী ঘরে একখানি কৌচের উপর শয়ন করাইলেন।

পদ্মাবতীর পুত্রকন্যা জন্মে নাই, মাধুরীকে তিনি আপন গর্ভজাতা কন্যার ন্যায় স্নেহ করেন, মাধুরীও তাঁহাকে মাতৃতুল্য ভক্তি করিয়া থাকেন। নৃত্য দর্শন করিতে করিতে হঠাৎ মাধুরীর অসুখ হইল, পদ্মাবতী উদ্বিগ্ন হইলেন; স্বতন্ত্র একখানি কৌচে বসিয়া অল্পক্ষণ তিনি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, তাঁহার সখীটী সযত্নে মাধুরীর ললাটে মস্তকে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল।

মুদ্রিত নয়নে মাধুরী আপন মনে কত কি ভাবিতেছেন, রাণী তাহা জানিলেন না। রাণী মনে করিলেন, মাধুরী নিদ্রিতা। মজলিসে তখনও নৃত্য হইতেছিল, সখীকে সঙ্গে লইয়া তিনি টিপি টিপি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে পুনর্ব্বার বারাণ্ডায় গমন করিলেন, মাধুরী একাকিনী সেই কৌচের উপর শয়ন করিয়া রহিলেন; নিদ্রায় নহে, জাগরণে।

মায়াবতীর নাচ তখন সমাপ্ত হইয়াছিল, আর এক যোড়া নূতন বাইজী আসরে অবতীর্ণ হইয়াছিল, নূতন বাইজীর নৃত্য দর্শনে দর্শকেরা নিবিষ্টচিত্তে একাগ্র হইয়াছিলেন, মায়াবতী সেই অবকাশে নাচের পোষাক ছাড়িয়া, একখানি শুক্ষ বস্ত্রের ঝালর দেওয়া পাখা হস্তে লইয়া উপরে গিয়া উঠিল, যে ঘরে মাধুরী শয়ন করিয়াছিলেন, তাহার পাশের ঘরে একখানি চেয়ারে গিয়া বসিল। ঘরগুলি শ্রেণীবদ্ধ, ঘরের ভিতর দিয়া অন্য ঘরে প্রবেশ করিবার দরজা, সমস্ত দরজায় মোটা মোটা পরদা ফেলা; পাশের ঘরে কেহ আছে কি না, এক ঘরে বসিলে তাহা জানিতে পারা যায় না। পাশের ঘরে মাধুরী, মন্দুরা তাহা জানিল না, পাশের ঘরে মন্দুরা, মাধুরীও তাহা জানিলেন না। যে ঘরে মন্দুরা, সেই ঘরে আর একটী লোক প্রবেশ করিলেন। দুইজনে কথা কহিতে লাগিলেন। কথার ভিতরে দুই তিনবার মাধুরীর নাম হইল, মাধুরীর কপট নিদ্রা, ঐ দু'টী লোকের কথা দিব্য স্পষ্ট স্পষ্ট তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল; অন্য লোকে তাঁহার নাম কেন করে, বুঝিবার নিমিত্ত মাধুরী সেই দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়া কাণ পাতিয়া রহিলেন; বুঝিলেন, দু'টী লোকের কণ্ঠস্বর; একটী পুরুষ, একটী স্ত্রীলোক।

কথা চলিতেছে। পুরুষ-কণ্ঠে ব্যক্ত হইল, "ওকথা মনে করিও না, মাধুরীকে আমি ভালবাসি, সেটা কেবল মুখের কথা মাত্র, প্রাণের কথা কেবল তোমার সঙ্গে; তোমার সঙ্গেই আমার প্রাণে প্রাণে ভালবাসা; প্রণয়-প্রসঙ্গে তুমি ভিন্ন আর কাহাকেও আমি জানি না।"

স্ত্রীকণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "ও কথায় কেহ বিশ্বাস করে না; সাধ করিয়া তুমি যাহাকে বিবাহ করিয়াছ, তাহার প্রতি প্রাণের ভালবাসা নাই, এ কথা অগ্রাহ্য। মাধুরী ধনবতী, রাজরাণীর তুল্য ঐশ্বর্য্যশালিনী। আমি সামান্য পেশাদার, কোন প্রকারে দিনগুজরাণ করিয়া পসার বজায় রাখি, মাধুরীর সঙ্গে কি আমার তুলনা হয়? অধিকন্তু মাধুরী পরম রূপবতী, মাধুরীর মতন রূপ আমার নাই।"

পুরুষ কহিলেন, মাধুরীকে তুমি দেখিয়াছ? মাধুরী এখানে আসিয়াছে, স্বচক্ষে আমি তাহাকে দেখিয়াছি, মাধুরী আমাকে দেখিতে পায় নাই! তোমার নৃত্য দর্শন করিয়া মাধুরী এককালে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছে। তোমাতে আমাতে কি সম্পর্ক, মাধুরী তাহা জানে না। আর রূপের কথা বলি। তোমাকে আর মাধুরীকে যদি পাশাপাশি দাঁড় করান যায়, লোকে দেখিবে,— তুমি একটী হীরামন, মাধুরী একটা পেঁচা।

স্ত্রীলোক বলিল, খোসামোদ করিতে তোমরা ভাল জান, খোসামোদে আমাকে কিন্তু তুমি ভুলাইতে পারিবে না। হীরামন দাঁড়ে থাকে, পেঁচা থাকে কোটরে; বাসা দেখিয়া অনেক পক্ষীর বৈভব জানা যায়; মাধুরীর বাড়ীখানি বড় চমৎকার!

পুরুষ কহিলেন,—সেই বাড়ী আমি তোমাকে দান করিব;

তুমি বাস করিলেই সেই বাড়ী বেশ মানাইবে। বাড়ী আমার, মাধুরীর আর কেহ নাই; তাহার গর্ভে একটা ভূত জন্মিয়াছিল, চলিয়া গিয়াছে, এখন আর আমি ভিন্ন সে বাড়ীর অধিকারী কেহই নাই। মাধুরীকে আমি পরিত্যাগ করিব, মাধুরী অবাধ্য; আমার অজ্ঞাতে উৎসব দেখিতে আসিয়াছে, তাহাকে আমি ক্ষমা করিব না। আরও, আমি প্রমাণ পাইয়াছি, মাধুরী অসতী; একখানা পত্র আছে; পত্রখানা মাধুরীর হস্তেই আছে, সেখানা আমি বাহির করিয়া লইব,—অনর্থ বাধাইব; দশজনকে দেখাইয়া জন্মের মতন বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিব।

মাধুরী আর বেশী কথা শুনিবার জন্য শয়ন করিয়া রহিলেন না, ঐ পর্য্যন্ত শুনিয়াই শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। পার্শ্ব গৃহে আরও অনেক কথা হইতে লাগিল, সে দিকে আর মাধুরীর কর্ণ গেল না; নিঃশব্দে কৌচের উপর হইতে নামিয়া, নিঃশব্দে দরজার পরদা সরাইয়া দ্বিতীয় গৃহে প্রবেশ করিলেন। অলক্ষিতে দুইজনের দিকে দুইবার কটাক্ষপাত করিয়াই বারাণ্ডার দিকে বাহির হইয়া গেলেন।

পাশের ঘরে কে কে কথা কহিতেছিল, তাহা বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না; স্ত্রীলোকটী মন্দুরা বাই, পুরুষটী রাজা শূরানন্দ। মাধুরী বাহির হইয়া যাইবার পর, শূরানন্দ কহিলেন, ঐ সেই মাধুরী। মন্দুরা কহিল, মাধুরী এইখানে ছিলেন, তবে হয় ত আমাদের সকল কথা শুনিতে পাইয়াছেন; আমি কিন্তু কোন মন্দ কথা বলি নাই। রাজা কহিলেন, আমিই বা কোনটা মন্দ বলিয়াছি; সমস্তই আমার স্বরূপ স্বরূপ কথা।

যে দিকে মাধুরী গেলেন, সেইদিকে একবার চাহিয়া মন্দুরা

বলিল, চমৎকার রূপ! সাক্ষাৎ বিদ্যাধরী! ঐরূপের তুমি নিন্দা কর রাজা? অমন রূপ সংসারে ক'জনের আছে? কাপড় খানিও অতি সুন্দর, ঐ রকম একখানি কাপড় পাইলে সেই কাপড় পরিয়া আমি নাচি; চমৎকার কাপড়!

মন্দুরার মুখে বস্ত্রের প্রশংসা শুনিয়া রাজাবাহাদুর কহিলেন, নিজেই ফুল কাটিয়াছে; ঐ সকল কার্য্যই জানে; ফুল কাটে, ঝাড় বুটা কাটে, ছবি আঁকে, পুতুল গড়ে, কেবল ঐসব কার্য্যেই পটু; আর কিছুই জানে না। অহঙ্কার দেখিয়াছ! আমি এখানে বসিয়া রহিয়াছি, তুমি একধারে বসিয়া রহিয়াছ, মাঝখান দিয়া গেল, একটীবার চাহিয়াও দেখিল না; একবার দাঁড়াইলও না। এই অহঙ্কার আমি চূর্ণ করিব।

একদৃষ্টে রাজার মুখপানে চাহিয়া মন্দুরা বলিল, ঐ রকম তোমার ছল ধরা! গুণের ভাগ তুমি দেখিতে পাও না, দোষ অন্বেষণ কর, এই তোমার স্বভাব। মাধুরীকে পূর্ব্বে আমি দেখি নাই, এইমাত্র অল্পক্ষণ দেখিলাম! নিজে আমি যাহাই হই, ভাগ্যে ছিল এই পথে আসিয়াছি; কিন্তু মাধুরীকে দেখিলাম,— সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী কমলা! রাজাকে এই পর্য্যন্ত বলিয়া, মন্দুরা মনে মনে বলিল, মাধুরীর সঙ্গে যদি আমার একবার নির্জ্জনে দেখা হয়,তাহা হইলে গুটীকতক মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলি।

মনের কথা মনেই রহিল, রাজাবাহাদুর গাত্রোত্থান করিয়া ভ্রূকুটী ভঙ্গিতে চাহিয়া অব্যক্তস্বরে কহিলেন, কমলা কি বিমলা, সময়ে বুঝিয়া দেখিব; এখন আমি চলিলাম, তুমি আর অধিক-রাত্রি করিও না, সেই খানেই দেখাশুনা হইবে।

রাজা চলিয়া গেলেন। মন্দুরা একাকিনী সেইখানে বসিয়া

পাখার বাতাস খাইতে লাগিল। মনে মনে কত কথার আন্দোলন, তাহা মন্দুরা ভিন্ন আর কেহ জানিল না, আর কেহ শুনিল না। রাণী পদ্মাবতী যেখানে বসিয়া নূতন বাইজিদিগের নৃত্য দর্শন করিতেছিলেন, মাধুরী গিয়া সেইখানে উপস্থিত হই-লেন। ফুল্লমুখী মাধুরীকে নিকটে বসাইয়া সস্নেহে গায়ে হাত বুলাইয়া রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, আসিয়াছ? অসুখ সারি-য়াছে? নিদ্রা হইয়াছিল? মাধুরী কহিলেন, হাঁ মা! অসুখ সারিয়া গিয়াছে; অধিক রাত্রি জাগরণ করিলে আমার ঐ রকম অসুখ হয়; এইবার আমি বাড়ী যাইব; কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমি আসিতেছি।

বারাণ্ডা পার হইয়া রাজা বাহাদুর নামিয়া গেলেন, মাধুরী তাহা দেখিয়াছিলেন; মন্দুরা গেল না, সেই ঘরেই রহিল, ইহাও মাধুরী বুঝিয়াছিলেন। কি মনে হইল, পদ্মাবতীকে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিতে বলিয়া, অন্য দরজা দিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক; গৃহমধ্যে মন্দুরা একাকিনী। আপন ইচ্ছায় নিকটস্থ একখানি আসনে উপবেশন করিয়া মন্দুরাকে সম্বোধনপূর্ব্বক মধুর বচনে মাধুরী কহিলেন, মন্দুরা! তোমার নাম মন্দুরা? এ ঘরে তুমি কত-ক্ষণ আছ? এই ঘরের ভিতর দিয়াই এইমাত্র আমি চলিয়া গিয়াছি, জানিতে পারি নাই; এখন জানিলাম, এইখানে তুমি আছ, আমি তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি।

সুস্থির নয়নে মাধুরীর নয়ন পদ্ম নিরীক্ষণ করিয়া মন্দুরা বলিল, আমার ভাগ্য ভাল। তুমি আমাকে দেখিতে আসিয়াছ, আপ্যায়িত হইলাম। কে তুমি, সে পরিচয় এইমাত্র আমি

প্রাপ্ত হইয়াছি ; ক্ষণমাত্র তোমার রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া আমি বিমুগ্ধ হইয়াছি, কাহার সহিত আমি কথা কহিতেছিলাম, তাহা বোধ হয় তুমি দেখিয়া থাকিবে, সেই জন্যই কি আমাকে তিরস্কার করিতে আসিয়াছ ?

মাধুরী কহিলেন, না না, তিরস্কার আমি জানি না। তোমার রূপ দেখিয়া আমি যেমন তুষ্ট হইয়াছি, তোমার নৃত্য দর্শন করিয়া তদপেক্ষা আমার অধিক সন্তোষ লাভ হইয়াছে। পরের মুখে শুনিতাম, মন্দুরা একটী বাইজী, মন্দুরার নাচ অসাধারণ ; কে মন্দুরা, কিরূপ নাচ, কিছুই আমার জানা ছিল না ; আজ আমার চক্ষু কর্ণের বিরোধ ভঞ্জন হইল ! ভগবানের কৃপায় তুমি দীর্ঘজীবন লাভ কর, সুখে থাক, সঙ্গীতপ্রিয় জনগণের প্রশংসাভাজন হও, আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিতে আসিয়াছি।

ম্লানবদনে মন্দুরা বলিল, আমার সঙ্গে একটী লোকের যে সম্পর্ক, তাহা যদি তুমি শ্রবণ কর, তাহা হইলে বোধ করি আমাকে ধন্যবাদ দিতে তুমি কুণ্ঠিত হইবে। আজ তোমার সঙ্গে আমার এই নূতন পরিচয়, নূতন দেখা, সেই সম্পর্কের কথা বলিয়া তোমার মনে কষ্ট দিব না।

মৃদু হাসিয়া মাধুরী কহিলেন, যাহা তুমি বলিবে, তাহা আমি জানি ; বলিতে যদি ইচ্ছা হয়, স্বচ্ছন্দে বল, আমার মনে কিছুই কষ্ট হইবে না। যাঁহার সঙ্গে তুমি কথা কহিতেছিলে, তাঁহাকে আমি দেখিয়াছি, তিনি আমার স্বামী—পূজ্যদেবতা। তোমার সঙ্গে তাঁহার সদ্ভাব আছে, এই কথা তুমি বলিবে ; যাহা জানি, তোমার মুখে তাহাই শুনিব, তাহাতে কষ্ট পাইব

কেন? মন্দুরা কহিল, তোমার এই বস্ত্রখানি অতি চমৎকার! শুনিলাম, তুমি স্বহস্তে ফুল কাটিয়া এইরূপ সুন্দর করিয়াছ। ঐ রকম একখানি বস্ত্র পাইলে আমার বড় আহ্লাদ হয়।

মাধুরী কহিলেন, কল্যই আমি এই বস্ত্রখানি তোমার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিব। এ খানি গ্রহণ করিতে যদি তুমি সঙ্কুচিত হও, ইহা অপেক্ষা ভাল একখানি প্রস্তুত করিয়া দিব, এ সামান্য বস্তুর নিমিত্ত তোমার আহ্লাদ অপূর্ণ রাখিতে কদাচ আমি তুষ্ট হইব না।

নমস্কার করিয়া মন্দুরা বলিল, শুনিয়াছি তোমার গুণের কথা, শুনিয়াছি তোমার দানের কথা, শুনিয়াছি গরিবের প্রতি তোমার দয়ার কথা! আমাকে তুমি একখানি বস্ত্র প্রদান করিবে, ইহা কিছু বিচিত্র কথা নয়; কিন্তু আমি আর একখানা ভাবিতেছি। অমন লোকের সঙ্গে তোমার বিবাহ ঘটিল কিরূপে? তোমার প্রকৃতি মধুর, তুমি নির্ম্মলা সরলা; তিনি ক্রূরকর্ম্মা কুটিল, তাঁহার প্রতি তোমার ভালবাসা জন্মিল কিরূপে?

প্রশান্তবদনে মাধুরী কহিলেন, তোমার দুটী প্রশ্নই নূতন! সধবারমণীকে কোন রমণী এপ্রকার প্রশ্ন করে, তাহা আমি শুনি নাই। আমাদের দেশের সকল লোকই বলেন, বিবাহটা প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ; প্রজাপতি মাথায় থাকুন, তাঁহার মনে ছিল, সেই নির্ব্বন্ধেই সেই মহাপুরুষের সহিত আমার পরিণয়-সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। ভালবাসার কথা; সেটী এক প্রকার স্বাভাবিক। আমাদের ভালবাসা অনিবার্য্য। ভারতবর্ষের বিধান এই যে, নারীজাতির পতি বিনা গতি নাই; সতী নারীর পতিই

সর্ব্বস্ব; পতির পূজা করাই সতীর ধর্ম্ম; যিনি পূজার পাত্র, তাঁহার প্রতি অন্তরের ভালবাসা অবশ্যই জন্মিবে, এটী এক প্রকার সংসারশাস্ত্রের ধরা-বাঁধা কথা।

মন্দুরা বলিল, শাস্ত্রের কথা, সতীর কথা, সমস্তই ঠিক, কিন্তু সুশীলে! সতী লক্ষ্মি! আমার কথায় রাগ করিও না; তোমার স্বামী অতি অপদার্থ! বিবাহসম্পর্ক দূরে থাকুক, গৃহে থাকিয়া আমি যদি ঐরূপ অপদার্থ পুরুষকে দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে তাহাকে ঘোড়ার ঘাস কাটিতে নিযুক্ত করিতাম কি না সন্দেহ।

মাধুরী উভয় কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান করিলেন। মন্দুরার শেষ কথায় তাঁহার প্রাণে অতিশয় বেদনা অনুভূত হইল। করযোড়ে বাইজীকে তিনি বলিলেন, দেখ ভাই মন্দুরা, তুমি আমার কাছে আমার পতিনিন্দা করিও না; পতি আমার পরমারাধ্য গুরু-দেব, পতিনিন্দা শ্রবণ করিলে সতীকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। তিনি যাহা আছেন, তাহাই থাকুন, আমি তাঁহাকে চিরজীবন দেবতা বলিয়াই জ্ঞান করিব। সে সব কথা ছাড়িয়া দাও। আজ আমি তোমাকে দেখিতে পাইয়াছি, দেখিয়া সুখী হইয়াছি, তোমার সহিত কথা কহিয়া প্রীতি পাইয়াছি। তুমি আমার এই বসনখানি দেখিয়া খুসী হইয়াছ, ইহাও আহ্লাদের কথা! আমি তোমাকে একটী গুহ্য কথা জিজ্ঞাসা করিব, দোষ মনে করিও না, ঠিক ঠিক সত্য উত্তর দিও। যে স্বর্ণময় ময়ূরটী বক্ষে ধারণ করিয়া আজ তুমি নৃত্য করিয়াছ, সেই ময়ূরটী কোন কারিকরের নির্ম্মাণ? সেটীকে তুমি কোথা পাইয়াছ?

কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া মন্দুরা বলিল, একটী রাজা আমাকে

সেই সুন্দর ময়ূরটী উপহার দিয়াছেন। হীরা, মণি, মুক্তা, কাঞ্চন, সর্ব্ব রত্নই সেই ময়ূরের অঙ্গে আছে। মহামূল্য উপ-হার! যখন আমি নৃত্য করি, যত্ন করিয়া সেই ময়ূরটীকে বক্ষঃ-স্থলে রাখি। যিনি দিয়াছেন, সেই রাজাকে তুমি চিনিতে পারিবে; তিনি তোমার স্বামী হন।

শুনিয়া যেন মনে কিছুমাত্র বেদনা হইল না, এই ভাব জানাইয়া অম্লান বদনে মাধুরী কহিলেন, উপহার দিবার উপযুক্ত বস্তুই সেই ময়ূরটী। যিনি দিয়াছেন, তিনি ভাগ্যবান্, যিনি পাইয়াছেন, তিনিও ভাগ্যবতী। কিন্তু ভাই, আমি তোমাকে ঐ ময়ূরের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি বটে, কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে এই কথাটী তাঁহাকে তুমি বলিও না।

ঈষৎ হাস্য করিয়া মন্দুরা বলিল, সাক্ষাৎ তাঁহার সঙ্গে আমার নিত্যই হয়; যে সকল কথা বলিবার প্রয়োজন হয় না, তাহা তাঁহাকে আমি বলি না। বিশেষতঃ তুমি নিষেধ করিতেছ, অবশ্যই আমি এ নিষেধ মান্য করিব। তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও; তোমাতে আমাতে আজ রাত্রে যে যে কথা হইল, তাহার একটী কথাও সেই অপদার্থ রাজার কর্ণে প্রবেশ করিবে না।

মাধুরী কহিলেন," ঐ কথা আবার! পতি-নিন্দা আমি সহিতে পারি না। আমার সাক্ষাতে তাঁহাকে তুমি অপদার্থ বলিও না। তুমি একটী মহামূল্য উপহার পাইয়াছ, আমি খুসি হইয়াছি, একথা তুমিই জানিলে, আর আমিই জানিলাম, আর কেহ যেন জানে না।

মন্দুরা বলিল, কেহই জানিবে না। আর একটা কথা কি জান! রাজা আমার কাছে ভালবাসা জানাইতে আইসেন, আমার

হাসি পায়; আমি যাহাকে ভালবাসি না, তাহার ভালবাসা-কথায় হাস্য ভিন্ন আর কি সম্ভব হইতে পারে? আমার ভাই স্পষ্ট স্পষ্ট কথা; আমাদের হৃদয়ে ভালবাসার স্থান নাই; হাসিতে হয় হাসি, সে হাসিতে মধুরতা থাকে না। রাজা আমাকে এক দিন—

হস্ত সঞ্চালনে বাধা দিয়া মাধুরী শশব্যস্তে বলিলেন, আর আমি শুনিব না; তোমার মঙ্গল হউক, আমি চলিলাম, রাত্রি অনেক হইয়াছে, আর এখানে থাকিব না। তোমার বস্ত্রখানি শীঘ্রই আমি পাঠাইয়া দিব।

মাধুরী উঠিলেন, রাণী পদ্মাবতী যেখানে বসিয়াছিলেন, সেই-খানে গেলেন, তখনও আসরে নৃত্য হইতেছিল; রাণীকে সম্বোধন করিয়া মাধুরী কহিলেন, মা, আবার আমার সেইরূপ অসুখ হই-তেছে, এইবার আমি গৃহে যাইব। রাণীও গৃহ-গমনের নিমিত্ত ব্যস্ত হইতেছিলেন, মাধুরীর হস্তধারণ পূর্ব্বক সখীকে সঙ্গে লইয়া উপর হইতে নীচে নামিলেন; মাধুরীর গাড়ী ফটকের ধারে অপেক্ষা করিতেছিল, তিন জনে সেই গাড়ীতে আরোহণ করিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন।

রাণী পদ্মাবতীর বাটীর সম্মুখে গাড়ী গিয়া থামিল। সখীর সঙ্গে পদ্মাবতী অবরোহণ করিলেন; বাটীর মধ্যে প্রবেশ করি-বার অগ্রে গাড়ীর দরজার ধারে মুখ লইয়া গিয়া মাধুরীকে কহিলেন, একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়াছি; মায়াবতীর নাচ তোমার কেমন লাগিল? মায়াবতীকে তুমি কিরূপ বিবেচনা করিলে?

একটী নিশ্বাস ফেলিয়া মাধুরী কহিলেন,—মায়াবতী পরম

সুন্দরী, মায়াবতীর নৃত্য অতি মনোহর; নৃত্য-নৈপুণ্য দর্শনে আমি পুলকিত হইয়াছি। অবসর পাইলে—সুবিধা ঘটিলে মায়াবতীর সঙ্গে একবার আমি সাক্ষাৎ করিব।

আর কোন কথা হইল না। রাণী পদ্মাবতী আপন বাটীর প্রবেশ দ্বারের চৌকাটে দাঁড়াইলেন, সখীটী পার্শ্বে দাঁড়াইল, মাধুরীকে লইয়া মাধুরীর গাড়ী দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। গাড়ী চলিয়া যাইবার পর সখীকে সম্বোধন করিয়া ম্লান বদনে পদ্মাবতী বলিলেন, আমাদের সে কথায় কাজ কি? লোকে বলাবলি করে, কাণাকাণি করে, অনেকেই জানিয়াছে, আমি কেন সে কথা তুলিয়া মেয়েটীর মনে কষ্ট দিব। আহা! কথাটা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বড়ই আক্ষেপের কারণ হইবে! মেয়েটীকে আমি মেয়ের মতন ভালবাসি, সরলা স্বর্ণপ্রতিমা, পতিব্রতা সতী, পতির বিরুদ্ধে কোন একটা সত্য কথাও কখন কর্ণে স্থান দেয় না। ভগবান করুন, ভাগ্যবতী হইয়া মাধুরী আমার চির জীবন সুখে থাকুক।

এইরূপ বলাবলি করিতে করিতে দরজা বন্ধ করিয়া সখী-সঙ্গিনী রাণী পদ্মাবতী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। মাধুরী ওদিকে আপন বাটীতে পৌঁছিয়া নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে শয়ন কক্ষে প্রবেশিলেন। অলোকা তত রাত্রি পর্য্যন্ত নিদ্রা যায় নাই, মাধুরী হয় তো তাহারে অবিশ্বাস করিয়াছেন, সে রাত্রের ঘটনা স্মরণ করিয়া হয় ত কুপিতা হইয়াছেন, এইরূপ ভাবিয়া তদবধি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্নে মন যোগাইতেছে, কেনই বা তেমন কার্য্য করিয়াছিল, এই বলিয়া মনে মনে অনুতাপ করিতেছে; সেই জন্যই নিদ্রা যায় নাই, জাগিয়া ছিল। মাধুরী কোন কথা জিজ্ঞাসা

করিবার অগ্রেই আপনা হইতে বলিল, রাজা মহাশয় গৃহে আইসেন নাই। বারাণ্ডার পিঞ্জর হইতে প্রতিধ্বনি করিয়া শুক পক্ষী বলিল, রাজা মহাশয় গৃহে আসিবেন না। কাহারও কোন কথায় কোন উত্তর না দিয়া বসন পরিবর্ত্তন করিতে করিতে মাধুরী মৃদুস্বরে অলোকাকে বলিলেন, অলোকা! রাত্রি বোধ হয় বেশী নাই, তুমি আপন গৃহে গিয়া শয়ন কর।

অলোকা বাহির হইয়া গেল, ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া মাধুরী শয়ন করিলেন। সহচরী-চিন্তা। মাধুরী চিন্তা করিতেছেন, সকল জনরব মিথ্যা হয় না। আমার ভাগ্যকে লক্ষ্য করিয়া লোকে যাহা বলে, তাহা সত্য। স্বচক্ষে যাহা দেখিলাম, স্বকর্ণে যাহা শুনিলাম, তাহার উপর অন্য প্রমাণ প্রয়োজন করে না। যাঁহার হস্তে জীবন সমর্পণ করিয়াছি, আমার অসাক্ষাতে তিনি নিজ মুখে একজন বারাঙ্গনার সাক্ষাতে যাহা বলিলেন, সমস্তই শুনিলাম।

হায় হায়! আমার জীবনে আর কি ফল! চন্দ্ররেখার মুখে শুনিয়াছিলাম, আমার রাজার রাজা উপাধিটী সত্য নহে। সত্য হউক মিথ্যা হউক, তিনি আমার হৃদয়-রাজ্যের রাজা। যাঁহারা রাজা হন, যাঁহারা ধনবান হন, যাঁহারা বড়লোক হন, তাঁহাদের অনেকেই যাহা ইচ্ছা, তাহাই করেন; পুরুষের কোন কার্য্যে দোষ হয় না; যদিও হয়, কেহ তাহা ধরে না। তিনি স্বামী, তাঁহার দোষ ধরিতে নাই; সেই জন্যই লোকে যখন যাহা বলিত, তাহা শুনিতাম, স্বামীর প্রতি অভক্তি আসিত না। এখন এ কি হইল?

আচ্ছা, বড়লোকে যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারেন,

অযোগ্য স্থলেও কুৎসিত আমোদ প্রমোদ করেন, ইহা শুনিয়াছি; কিন্তু বিবাহিতা পত্নীর শ্রমার্জ্জিত টাকায় কেহই ঐ প্রকারে বাজে খরচ করেন না। আমার ভাগ্যে বিপরীত! একি বলিতেছি! তিনি আমার প্রভু, তিনি আমার সর্ব্বস্ব, তাঁহার ইচ্ছা মত কার্য্যের ভাল মন্দ বিচার করা আমার অনধিকারচর্চ্চা; সে বিচার করিলে পাপ হয়। আমার জীবনের সুখ ফুরাইয়াছে, এ জীবন এখন বিড়ম্বনাসার! আত্মহত্যা মহাপাপ! তাহা যদি না হইত, এজীবন রাখিতাম না। এখনকার উপায় কি?

শয়ন করিয়া থাকা ভাল লাগিল না! ভাবিতে ভাবিতে আপনা আপনি চক্ষে জল আসিয়াছিল, নেত্র মার্জ্জন করিয়া চিন্তাকুলা মাধুরী শয্যা হইতে উঠিলেন; যেখানে লিখিবার আসবাব পত্র ছিল, সেইখানে গিয়া বসিলেন; বাতি জ্বলিতেছিল, বসিয়া বসিয়া তিনখানি পত্র লিখিলেন, একখানি ছোট, দুইখানি একটু বড় বড়। পত্রলেখা সমাপ্ত হইলে গৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া গৃহলক্ষ্মী দেখিলেন, উষাকাল। শুকপক্ষী তখন জাগিয়াছে; শুকের পিঞ্জরের নিকটে গমন করিয়া গৃহলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজা আসিয়াছেন? শুকপক্ষী উত্তর করিল, পত্রও আইসে নাই, রাজাও আইসেন নাই। মাধুরী মনে মনে বলিলেন, পত্র দিবার পালা এবার আমার।

পিঞ্জরের নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া শ্রীলোচন শ্রীলোচন বলিয়া, মাধুরী দুই তিনবার ডাকিলেন; ঘরের কপাট খুলিয়া শ্রীলোচন বাহির হইল। মাধুরী তাহাকে বলিলেন, শ্রীলোচন! আজ রাত্রেও রাজা আইসেন নাই, বাহিরে বাহিরে নিশাযাপন করাই তাঁহার অভ্যাস হইল। বেহারাগণকে আমার

পাল্কী আনিতে বল; একটী কার্য্য আছে, আমি বাহির হইব।

শ্রীলোচন যায়, পশ্চাতে ডাকিয়া মাধুরী কহিলেন, আর দেখ, রাজা যদি প্রভাতে আইসেন, এই পত্রখানি তাহাকে দিও; এই বলিয়া পূর্ব্বলিখিত তিনখানি পত্রের মধ্যে যেখানি ছোট, সেই খানি শ্রীলোচনের হস্তে দিলেন। শ্রীলোচন নমস্কার করিল।

পুনরায় আপন গৃহে প্রবেশ করিয়া মাধুরী সুন্দরী মনোমত বসন পরিধান পূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়া রহিলেন, অবিলম্বে পাল্কী আসিল, পাল্কীতে আরোহণ করিয়া বাটী হইতে বাহির হইলেন। কোথায় চলিলেন? চন্দ্ররেখার বাটীতে যাত্রা, চন্দ্ররেখার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাহা প্রকাশ পাইবে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পাটনা-যাত্রা।

মাধুরী যখন চন্দ্ররেখার বাটীতে পৌঁছিলেন, তখন প্রভাত হইয়াছে। প্রভাত হইবার অগ্রেই শয্যা পরিত্যাগ করা চন্দ্র-রেখার নিত্য অভ্যাস। শীঘ্রই সাক্ষাৎ হইল। তত প্রত্যূষে কি মনে করিয়া হঠাৎ আগমন, আদর করিয়া বসাইয়া চন্দ্ররেখা সর্ব্বপ্রথমেই মাধুরীকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কয়েক-দিন দেখা হয় নাই, মন চঞ্চল হইয়াছিল, দেখা করিতে আসি-য়াছি, সংক্ষেপে মাধুরী কেবল এইমাত্র উত্তর দিলেন।

চন্দ্ররেখার স্বামী প্রবাসে। বাড়ীতে চন্দ্ররেখাই সর্ব্বেসর্ব্বা,

মাধুরীর সহিত কথা কহিতে কহিতে চন্দ্ররেখা বারম্বার চঞ্চল নয়নে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, এক একবার উঠিয়া যাইতেছেন, বাড়ীর দাসী চাকরেরা ব্যস্ত হইয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটী করিতেছে, এটা হইয়াছে, ওটা লইয়াছিস্, সেটা বাঁধিয়াছিস্, পরস্পর ডাকাডাকি করিয়া এই সব কথা বলাবলি করিতেছে। ব্যাপারখানা কি, মাধুরী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। চন্দ্ররেখাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমরা সবাই আজ এমন ব্যস্ত কি জন্য ? বাড়ীতে কোন পর্ব্ব আছে না কি ?

মৃদু হাসিয়া চন্দ্ররেখা বলিলেন, আছে একটা পর্ব্ব; আজ আমি পিত্রালয়ে যাইব। অনেক দিন যাওয়া হয় নাই, সেখানকার কে কেমন আছেন, অনেক দিন সংবাদও পাই নাই, উদ্বিগ্ন ছিলাম ; সম্প্রতি এক পত্র আসিয়াছে, আমার একটী ভগ্নীর বিবাহ ; সেই নিমিত্তই যাইতে হইতেছে। তিনি বাড়ীতে নাই, বিনা অনুমতিতে কি প্রকারে যাওয়া হয়, অনুমতি চাহিয়া পত্র পাঠাইয়াছিলাম, অনুমতি আসিয়াছে, অদ্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে শুভদিন, অদ্যই যাত্রা করিব। অপরাহ্ণে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম, যাইতে হইল না, তুমি আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ, ভালই হইয়াছে। ভালবাসার কেমন টান, দূরে থাকিলেও মন টানে।

মনে মনে মাধুরী বড় খুসি হইলেন। উত্তম সুযোগ হইল। যে ইচ্ছা গত রজনী হইতে অন্তরে জাগিতেছিল, সেই ইচ্ছা ফলবতী হইবার উত্তম সংঘটন, এই কারণেই মাধুরীর আনন্দ। একথা সেকথা পাঁচ কথা হইতেছে, অন্যমনস্ক হইয়া মাধুরী সব কথা শুনিতেছেন, মাঝে মাঝে দুই একটা হুঁ হাঁ দিয়া যাইতেছে,

আগ্রহ প্রকাশ করিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, "আমিও যাইব। ক্রমাগত একস্থানে থাকিয়া মন কেমন বিচলিত হইয়াছে, কিছুদিনের জন্য স্থান পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা জন্মিয়াছে! বিধাতা উত্তম সঙ্গিনী মিলাইয়া দিয়াছেন; তোমার সঙ্গে আমিও আজ তোমার পিত্রালয়ে যাইব।"

আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া চন্দ্ররেখা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। মনে কিঞ্চিৎ বিস্ময় জন্মিল, সে বিস্ময় মনেই রহিল, মাধুরী কিছুই বুঝিলেন না।

চন্দ্ররেখার পিত্রালয় পাটনায়। পূর্ব্বে আজমীরে ছিল। চন্দ্ররেখার পিতামহ বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে পাটনায় থাকিতেন, সেই খানেই বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া সপরিবারে বাস করিতে থাকেন। তদবধি পাটনাতেই তাঁহার বাস। চলিয়া আসিবার পূর্ব্বে মাধুরী চন্দ্ররেখাকে বলিলেন,—"তুমি ভাই ক্ষণকালের জন্য আমাকে একটী বিশ্বাসী লোক দিতে পার?"

চন্দ্ররেখা জিজ্ঞাসিলেন,—"কি রকম লোক? স্ত্রীলোক না পুরুষ?"

মাধুরী কহিলেন,—"স্ত্রীলোকের কর্ম্ম নয়, একজন বিশ্বাসী পুরুষ প্রয়োজন! মহাজন পটী হইতে একটী বিশ্বাসের সংবাদ আনিয়া দিবে।"

বাড়ীতে একজন পুরাতন কর্ম্মচারী ছিল, চন্দ্ররেখা তাহাকে ডাকাইলেন। মাধুরী ক্ষুদ্র একখণ্ড কাগজে পাঁচজন মহাজনের নাম লিখিয়া দিলেন। লোকটীকে বলিলেন,—"এই পাঁচজনের গদীতে গিয়া জানিয়া আইস, রাজা শূরানন্দ ও মাধুরী দেবীর নামে আজ পর্য্যন্ত কত টাকা জমা আছে।"

লোক বাহির হইয়া গেল, দৌত্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, কোন গদীতেই ঐ দুই নামে আর কিছুই জমা নাই, গত সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত আমানতী টাকা গদীয়ানেরা শোধ করিয়া দিয়াছেন।

মাধুরী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন ; যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে. মনে মনে বুঝিলেন ; চন্দ্ররেখাকে কিছুই বলিলেন না। তুমি প্রস্তুত হও, আমি শীঘ্রই আসিতেছি, এই বলিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ মনে আপন বাটীতে চলিয়া আসিলেন। প্রথমেই অলোকার সঙ্গে সাক্ষাৎ। প্রভাতে রাজা আসিয়াছিলেন কি না, সেই তত্ত্ব অগ্রে জিজ্ঞাসা করা হইল. অলোকা বলিল, আইসেন নাই।

শ্রীলোচনকে ডাকিয়া মাধুরী কহিলেন, "শুনিলাম, প্রভু এ পর্য্যন্ত দর্শন দেন নাই. আমি গৃহে থাকিতেছি না, অলোকাও আমার সঙ্গে যাইবে ; প্রভাতে যে পত্রখানি তোমার হস্তে রাখিয়া দিয়াছি, প্রভু আসিবামাত্র সেই পত্রখানি তাঁহার হস্তে দিও, ভুলিও না। শ্রীলোচন নমস্কার করিল।

দুই এক কথায় অলোকাকে আপন অভিপ্রায় জানাইয়া দিয়া, গৃহলক্ষ্মী গৃহ হইতে প্রস্থান করিবার আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। যাহা কিছু সঙ্গে লওয়া আবশ্যক, সম্ভবমত তাহাই গুছাইয়া লইয়া, আহারান্তে পুনর্ব্বার অলোকার সঙ্গে চন্দ্ররেখার বাটীতে গমন করিলেন। তখনও পর্য্যন্ত রাজা আসিলেন না।

যাত্রার শুভক্ষণ উপস্থিত। একখানা ঠিকা গাড়ী আনাইয়া মাধুরীর সহিত চন্দ্ররেখা পাটনা যাত্রা করিলেন। মাধুরীর সুখী অলোকা আর চন্দ্ররেখার সখী মালতী তাঁহাদের সঙ্গে চলিল।

পাটনায় যাইবার ইচ্ছায় মাধুরী প্রাতঃকালে বাটী হইতে বাহির হন নাই, স্থানান্তরে যাইবার ইচ্ছা ছিল, কোথায় যাইবেন, চন্দ্ররেখার সহিত পরামর্শ করিয়া তাহা স্থির করিবেন, সেই অভিপ্রায়েই চন্দ্ররেখার সহিত সাক্ষাৎ করা। ঘটনা অনুকূল হইল; চন্দ্ররেখা সেই দিনেই পিত্রালয়ে যাইবেন, এই শুভ সংযোগ হওয়াতে আনন্দে আনন্দে মাধুরীর আশা পূর্ণ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

কে খুন করিল ?

মাধুরী গৃহে নাই, রাত্রি দশম ঘটিকার সময় রাজাবাহাদুর কিঞ্চিৎ গরম মেজাজে গৃহে উপস্থিত হইলেন। যে ঘরে মাধুরী বসিয়া কার্য্য করেন, রাজা সেই ঘরে যাইতেছিলেন, শ্রীলোচন সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক মাধুরীর পত্রখানি তাঁহার হস্তে দিল। কিসের পত্র, কোথাকার পত্র, কাহার পত্র, বিরক্ত ভাবে উত্তেজিত স্বরে এই কথা বলিয়া রাজা সেই পত্রখানা দূরে নিক্ষেপ করিলেন; কুড়াইয়া লইয়া বিনম্রবদনে কম্পিতকণ্ঠে শ্রীলোচন বলিল, রাণীমা রাখিয়া গিয়াছেন।

পুনর্ব্বার উত্তেজিত স্বরে রাজা কহিলেন, গিয়াছেন? কোথায় গিয়াছেন তোমার রাণীমা? পূর্ব্ববৎ কম্পিতকণ্ঠে শ্রীলোচন বলিল, পত্রেই সব লেখা আছে।

রাজা তখন তাচ্ছল্য ভঙ্গিতে পত্রখানি গ্রহণ করিয়া, শীল-

মোহর ভাঙ্গিয়া আবরণ মোচন করিলেন। পত্রে বেশী কথা লেখা ছিল না, ছত্রগুলিতে একবার চক্ষু বুলাইয়া রাজাবাহাদুর কেমন একপ্রকার উন্মনা হইলেন। পত্রে লেখা ছিল -

পরম-পূজ্যবরেষু।

একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যের অনুরোধে আমাকে হঠাৎ স্থানান্তরে যাইতে হইল, ফিরিয়া আসিতে কতদিন বিলম্ব হইবে, জানিনা। যেখানে যাইতেছি, সেইখানে পোঁছিয়া তোমায় পত্র লিখিব, সেই পত্রে ঠিকানা লেখা থাকিবে।

শ্রীমতী মাধুরী।

রাজার বদন গম্ভীর হইল। পত্রখানা হাতে করিয়া লইয়া দ্রুতবেগে তিনি উপর হইতে নামিয়া, বাটী হইতে বাহির হইলেন। শ্রীলোচন সেই ভাব দেখিল; প্রভুর উদ্দেশে স্বগত বাক্যে কহিল, "যাও তুমি! যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে চলিয়া যাও! তোমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে! লক্ষীছাড়া হইলে যেমন হইতে হয়, তাহাই তুমি হইয়াছ! এতদিন লুকোচুরি চলিতে-ছিল, আর চলিবে না; রাণী তোমার গুপ্তলীলা জানিতে পারি-য়াছেন। তোমার লক্ষী ছাড়িয়া গিয়াছেন।

যে বস্ত্র পরিধান করিয়া মাধুরী পূর্ব্বরাত্রে পরীর নাচ দেখিতে গিয়াছিলেন, ঠিক সেই রকমের একখানি বস্ত্র পরিধান করিয়া মন্দুরা বাইজী আপন গৃহে বসিয়া দর্পণে মুখ দেখিতেছিল, রাজা গিয়া সেই শোভা দেখিলেন। দেখিবামাত্র রাজার বিস্ময় জন্মিল। পাঠক মহাশয়ের বিস্ময় জন্মিবে না। মাধুরী সেই রকমের চারিখানি বস্ত্রে ফুল কাটিয়াছিলেন, পাটনা যাত্রার আয়োজনের সময় অলোকার হস্ত দিয়া একখানি বস্ত্র শ্রীলোচনের

কাছে পাঠাইয়া দেন, উপদেশ থাকে, তোমার প্রভু সর্ব্বদা যে মন্দিরে বিরাজ করেন, সেই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী মন্দুরা বাই, এই বস্ত্রখানি সেই মন্দুরাকে দিও। মাধুরী অঙ্গীকার পালন করিয়াছেন,—শ্রীলোচন অবিলম্বে আজ্ঞা পালন করিয়া আসিয়াছে। প্রভুর অধঃপতনের লীলাক্ষেত্র কোথায় কোথায়, শ্রীলোচন তাহা সমস্তই জানিত, মন্দুরার মন্দির অন্বেষণ করিতে তাহার একটুও বিলম্ব হয় নাই।

মাধুরী পাটনায় গিয়াছেন, দুই দিন দুই রাত্রি সেখানে বাস হইয়াছে। ঠিকানা লিখিয়া স্বামীকে সংবাদ দিবেন, পত্রে সে কথা লেখা ছিল, পৌঁছিবার পর ঠিকানাযুক্ত পত্র লিখিতে মাধুরীর ভুল হয় নাই। সংবাদ পাইয়া রাজাবাহাদুর পাটনায় আসিবেন কিংবা নিষ্কণ্টকে বাইমহলে আধিপত্য করিবেন, মাধুরী তাহা জানিত না, রাজাই জানিতেন।

গঙ্গাতীরে চন্দ্ররেখার পিত্রালয়, প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় গৃহস্থ কামিনীরা গঙ্গাতীরে দীপমালা সাজাইয়া দিতেন, পৌঁছিবার পর তৃতীয় দিবসের সন্ধ্যাকালে মাধুরী সেই দীপ শোভা দর্শন করিবার জন্য গঙ্গা-দর্শনে গিয়াছিলেন, সঙ্গে ছিল অলোকা। আকাশ পরিষ্কার, আকাশে শুক্লাষ্টমীর অর্দ্ধচন্দ্র ; দীপমালা দর্শন করিতে করিতে মাধুরীর কি একটী কথা মনে হইল, সেই কার্য্যের নিমিত্ত অলোকাকে একবার চন্দ্ররেখার নিকট পাঠাইলেন ; ফিরিয়া আসিতে অলোকার একটু বিলম্ব হইল। প্রদোষে গঙ্গা-দর্শনে স্ত্রী পুরুষ অনেক লোক যায়, অধিকক্ষণ থাকে না, দর্শন বন্দনাদি সমাধা করিয়া এক ঘণ্টার মধ্যেই স্ব স্ব গৃহে

অলোকার অপেক্ষায় মাধুরী ক্ষণকাল সেইখানে একাকিনী রহি-লেন; অলোকা আসিল না। একাকিনী নূতন জায়গায় অধিকক্ষণ বিলম্ব করা অপরামর্শ ভাবিয়া মাধুরী প্রত্যাবর্ত্তনে উন্মুখী হইলেন; কোন পথে আসিয়াছিলেন, কোন পথে ফিরিয়া যাইবেন, ঠিক করিতে পারিলেন না, পথ ভুল হইয়া গেল; পায়ে পায়ে দক্ষিণ মুখে চলিলেন।

যেদিকে মাধুরী যাইতেছেন, সেইদিকে সারি সারি অনেক-গুলি বৃক্ষ: প্রায় সমস্ত বৃক্ষই নিবিড়-পল্লববিশিষ্ট; জ্যোৎস্না রাত্রি হইলেও সে দিকের পথে অল্প অল্প অন্ধকার; অর্দ্ধ অন্ধকারে মাধুরী চলিয়াছেন; একাকিনী মাধুরী; নানা ভাবনায় অন্য-মনস্ক। কোন্ দিকে পথ, কোন্ দিকে চন্দ্ররেখার পিত্রালয়, অসংশয়ে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, মাধুরী মধ্যে মধ্যে এক একস্থলে স্থির হইয়া দাঁড়াইতেছেন, চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া আবার মৃদুগতিতে চলিতেছেন, এই ভাবে কিয়দ্দূর যাইতে যাইতে যেন তিনি শুনিলেন, পশ্চাতে কোন লোকের পদ-শব্দ হইতেছে, কে যেন সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে; মুখ ফিরাইয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, সত্যই একজন লোক। অন্তরে কিঞ্চিৎ ভয়ের সঞ্চার হইল; সাহসে ভর করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন।

লোকটী পাঁচহাত তফাতে ছিল, হন্ হন্ করিয়া চলিয়া নিকটে আসিয়া বলিল, আমি আসিয়াছি·—আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়াছি। যে দিন তুমি চন্দ্ররেখার সঙ্গে শকটারোহণে যাত্রা কর, নিকটেই আমি ছিলাম, আমিও একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া তোমাদের সঙ্গ লই। কোথায় তুমি আসিতেছ, জানি-

আমিও পাটনায় আসিয়াছি। সেখানে যখন ছিলে, তখনও প্রতিদিন প্রচ্ছন্নভাবে তোমার গতিক্রিয়া দর্শন করিতাম, এখানে তিনদিন দেখিতে পাই নাই, আজ তোমার দর্শন পাইয়াছি।

লোকটী কে, তরুপল্লবের ছায়ায় চন্দ্রকর অস্পষ্ট থাকাতে মাধুরী তাহাকে চিনিতে পারিলেন না, কণ্ঠস্বরে অল্প অল্প অনুমান করিয়া লইলেন, দুরারী;—সন্দেহ ক্রমে চকিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে তুমি কেন আসিয়াছ?"

যথার্থই দুরারী। প্রশ্ন শ্রবণ করিয়াই দুরারী উত্তর করিল, "তোমাকে আমি ভালবাসি। মনে করিয়া দেখ, তোমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত আমি কত দিন কত প্রকার সাধ্য সাধনা করিয়াছিলাম, বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া তোমার সম্মুখে কতবার উপস্থিত হইয়াছিলাম, বারম্বার তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছ, তথাপি আমি আশা পরিত্যাগ করি নাই। যাহাকে তুমি বিবাহ করিয়াছ, তাহার স্বভাব চরিত্র কিরূপ, রাজা বলিয়া পরিচয় দেয়, সত্য সত্য রাজা কি না, তাহা তুমি জান না। মনে করিয়া দেখ, একদিন আমি তোমার পুষ্পোদ্যানে তোমার স্বামীর স্বভাবের পরিচয় কতক বলিতেছিলাম, তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছিলে, আমার সহিত আর দেখা করিবে না, রাগ করিয়া সেই কথা বলিয়াছিলে, আমি কিন্তু তোমাকে ভুলিতে পারি নাই; সাহস করিয়া সরলান্তরে আবার তোমার কাছে প্রাণের কথা বলিতেছি;——আমি তোমাকে অকপটে ভালবাসি।"

এবার মাধুরীর রাগ হইল না, অটল হৃদয়ে কোমল বচনে লোকটীকে তিনি বলিলেন, "দুরার! ভাই! ওসব কথা আর আমার কর্ণে তুলিও না; ক্ষমা কর, সেসব দিন চলিয়া গিয়াছে;

বিবাহ করিয়াছি, পতি-নিন্দা শুনিতে পারি না, হৃদয়ে আঘাত লাগে, সহিতে পারি না ; ভালবাসার কথায় আমার কর্ণ এখন অপরিচিত ; যাঁহাকে বিবাহ করিয়াছি, তাঁহাকে সুখী দেখিয়া মায়া-সংসার হইতে বিদায় লইতে পারিলেই আমি নিস্তার পাই। দুরার! তুমি আমাকে ভালবাস, আমিও তোমাকে ভালবাসি, সে ভালবাসা চিরদিন থাকিবে ; সহোদর ভ্রাতাকে সহোদরা ভগিনী যেমন ভালবাসে, তোমার প্রতি আমার ভালবাসাও সেইরূপ, অন্যভাব মনে আনিও না।"

প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া, দুরারী জিজ্ঞাসা করিল, "এদিকে তুমি কোথায় যাইতেছিলে? কেন যাইতেছিলে?"

মাধুরী উত্তর করিলেন, "বোধ হয় পথ ভুলিয়াছি। তুমি কোন্ দিক্ দিয়া আসিয়াছ? কোন্ পথে যাইলে চন্দ্ররেখার পিতৃ-ভবনে পৌঁছিতে পারা যায়, তাহা কি তুমি জান?"

দুরারী বলিল, "তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই যখন আমি আসিয়াছি, তখন আর আমার পথের ঠিকানা অজানা নাই, তুমি অনেকটা দূরে আসিয়া পড়িয়াছ ; আইস আমার সঙ্গে ; আমি অগ্রে অগ্রে যাই, তুমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস ; পথ বাহিয়া দুটী ভাই-ভগিনী যাইতেছে ইহা দেখিয়া কেহই কিছু দোষ বিবেচনা করিতে পারিবে না।"

দোষ বিবেচনা করিতে পারিবে না, এই কথায় বিশ্বাস করিয়া—দুরারীর সঙ্গে মাধুরী চলিলেন। যথাস্থানে পৌঁছিবার কিঞ্চিৎ দূরে দুরারী বিদায় গ্রহণ করিল, মাধুরী তখন পথ চিনিতে পারিয়া নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করিলেন।

ইহার পর এক সপ্তাহ অতীত হইল। চন্দ্ররেখার পিতৃ-ভবনের সকলেই মাধুরীকে দিন দিন অধিকতর আদর যত্ন করিতে লাগিলেন; দু'টী পাঁচটী প্রতিবাসিনী রমণীর সঙ্গেও আলাপ পরিচয় হইল, পাটনায় মাধুরী একপ্রকার সুখেই রহিলেন। নিরুদ্বেগে সুখে থাকা নহে, মনে উদ্বেগ ছিল; গৃহের নিমিত্ত উদ্বেগ, স্বামীর নিমিত্ত উদ্বেগ। পাটনা হইতে একখানি পত্র গিয়াছে, রাজাবাহাদুর অবশ্যই সে পত্র পাইয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন উত্তর আসিল না। মাধুরীর মনে কেবল ঐ দুটী উদ্বেগ, অন্য উদ্বেগ ছিল না, একথাও বলা যায় না; যখন পাঁচ জনের নিকটে থাকিতেন, তখন বেশ আমোদ আহ্লাদের গল্প চলিত, একাকিনী হইলেই ম্রিয়মাণা হইতেন। কারণ ছিল।

মহাজনীর গদীগুলি সর্ব্বদাই মাধুরীর মনে মনে জাগিত। পাটনায় আসিবার পূর্ব্বে যেরূপ সংবাদ পাইয়াছেন; তাহাতে তাঁহার আশ্চর্য্য জ্ঞান হইয়াছে। তত টাকা কে উঠাইয়া লইল? রাজার নামে যে সকল টাকা জমা ছিল, রাজা তাহা তুলিয়া লইতে পারেন ইহা সম্ভব, কিন্তু মাধুরীর নিজ নামের আমানতী টাকাগুলি কেমন করিয়া উড়িয়া গেল? মহাজনেরা মিথ্যা বলিবেন, তাহা অসম্ভব; তবে কি হইল? মহাজনেরা মিথ্যা বলিবেন, তাহা যদি অসম্ভব হয়, তবে সম্ভব কি? মাধুরী মধ্যে মধ্যে মনে মনে প্রশ্ন করেন, তবে সম্ভব কি? পতির প্রতি সন্দেহ করা,—সন্দেহের কারণ থাকিলেও স্থির জ্ঞানে তাহাতে বিশ্বাস করা সতীর ধর্ম্ম নয়, সেরূপ সন্দেহ মনঃ মধ্যে ধারণাই হয় না। নাম দস্তখত করিয়া রসিদ দিয়া আমানতী টাকা বাহির করিয়া লইতে হয়; একজন যদি অপর জনের নাম দস্তখত করে, তাহা-

হইলে জাল করা হয়; রাজা শূরানন্দবাহাদুর জাল করিতে পারিবেন, তাঁহার ততদুর নীচ প্রবৃত্তি হইবে, মাধুরীর মনে এমন প্রত্যয় আসিল না। আইসে না, সেরূপ প্রত্যয় কিছুতেই আইসে না, তথাপি মাধুরী এক একবার সেই রহস্য চিন্তা করেন, মন বড় চঞ্চল হয়।

সপ্তাহের পর আরও দুটী দিন দুটী রাত্রি নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল, তৃতীয় দিবসের প্রভাতে মাধুরী আর একখানি পত্র লিখিতে বসিয়াছেন, বাটীর স্ত্রীলোকেরা গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলেন, হা হুতাশ করিতে করিতে তাড়াতাড়ি গৃহে আসিয়া এক নিশ্বাসে সংবাদ দিলেন, গঙ্গার ধারে একটা খুন হইয়াছে! কোতোয়ালীর লোকেরা উষাকালে সেই নরহত্যার সংবাদ পাইয়া তদারকে গিয়াছিল, একটা জঙ্গলের ধারে রক্তমাখা মৃতদেহ দেখিতে পাইয়া সেই দেহটা কোতোয়ালীতে লইয়া গিয়াছে।

মৃত দেহের বস্ত্র মধ্যে তিনখানা চিঠি পাওয়া গিয়াছে, চিঠির নাম দেখিয়া অনুমান হয়, লোকটীর নাম দুরারীলাল সাধু, নিবাস যশল্মীর রাজ্যের চকবাজার, রাজপুতনা।

মাধুরীর পত্রলেখা বন্ধ হইল। তাঁহার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল! দুর্ভাগ্য দুরারীর শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যথিতা হইলেন; পাটনায় অবস্থান করিতে আর তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। মনের চাঞ্চল্য বিজ্ঞাপন করিয়া, চন্দ্ররেখার নিকট বিদায় লইয়া, অলোকা সমভিব্যাহারে মাধুরী শীঘ্র শীঘ্র রাজপুতনায় ফিরিয়া গেলেন।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ ;

সতীর মনস্তাপ।

আপন বাটীতে উপস্থিত হইয়া মাধুরী দেখিলেন, সমস্ত গৃহের সুন্দর সুন্দর সজ্জাগুলি উলট পালট হইয়াছে; আট দশটা ভাল ভাল ঝাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; যে সকল ঘরে তিনি চাবি বন্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, সে সকল ঘরের দ্বার খোলা পড়িয়া রহিয়াছে; এক একটী ঘরের অনেক জিনিষই নাই; সেই সকল কাণ্ড দেখিয়াই শ্রীলোচনকে ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘরগুলির এমন দশা কে করিল? রাজা-বাহাদুর প্রতিদিন বাটীতে আসিয়াছিলেন কি না?"

শ্রীলোচন উত্তর করিল, "রাজাবাহাদুর কেবল একদিন মাত্র আসিয়াছিলেন, দিবারাত্রি এখানে সমারোহ হইয়াছিল; ভোজ, নৃত্য, গীতবাদ্য, আরও অনেক প্রকার তামাসা হইয়াছিল; প্রায় পঞ্চাশ ষাটজন লোকের সমাগম; তাহাদের মধ্যে পাঁচ সাত জন স্ত্রীলোক ছিল। সমস্ত রজনী কেহ নিদ্রা যায় নাই।

স্থির হইয়া শুনিয়া মাধুরী শেষকালে অস্থির হইলেন; কথা কহিলেন না, মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। খানিক-ক্ষণ নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বিষণ্ন বদনে শ্রীলোচন বাহির হইয়া আসিল; মনে মনে বলিল, "এইবার সর্ব্বনাশ!"

যেদিন মাধুরী বাড়ী আসিলেন, সেদিন সেরাত্রি নিঃশব্দে কাটিয়া গেল; সংবাদ পাইয়াই হউক, অথবা না পাইয়াই হউক, পরদিন নিশাকালে রাজাবাহাদুর গৃহে আসিলেন।

বদন ম্লান, অথচ নেত্র আরক্ত, রাগ রাগ ভাব। পতিপ্রাণা সতী লক্ষ্মী সমান আদর যত্নে, সমান ভক্তিভাবে পতিসেবা করিলেন; বাড়ীতে ভোজ হইয়াছিল, জিনিষ পত্র নষ্ট হইয়াছে, সে সকল কথার উল্লেখ মাত্রও করিলেন না; রাজা কিন্তু মৌন-ভাবে গম্ভীর বদনে বসিয়া রহিলেন। স্বামীর মুখ দেখিয়া মাধুরীর অন্তরে ক্লেশ হইল। কোনপ্রকার গুরুতর দুষ্কার্য্য করিলে লোকের মুখ যেমন বিবর্ণ হয়, দৃষ্টি যেমন উদাস ও চঞ্চল হয়, রাজার মুখ চক্ষু সেই প্রকার। যে কারণে ঐ ভাব, মাধুরী পাছে সেই কারণের কোন মূল সূত্র উত্থাপন করেন, সেই সংশয়ে রাজা আর অধিকক্ষণ সেখানে থাকিতে ইচ্ছা না করিয়া, চঞ্চলস্বরে সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই পত্রখানা? কোথায় সেই পত্রখানা?"

আভাস বুঝিতে পারিয়াও চকিতচাঞ্চল্যে মাধুরী জানিতে চাহিলেন, কোন্ পত্রখানা? পূর্ব্ববৎ চঞ্চলস্বরে রাজা কহিলেন, "তুমি পাটনায় পলায়ন করিবার পূর্ব্বে তোমার অলোকা যে পত্রখানা আসিয়া তোমাকে দিয়াছিল, তোমার হস্ত হইতে যেখানা আমি সন্দেহ ক্রমে গ্রহণ করিয়াছিলাম, বাহির হইবার অগ্রে, কিম্বা গৃহ হইতে বাহির হইবার পর আমার হস্ত হইতে সেই পত্রখানা পড়িয়া গিয়াছিল; আর কোথাও পড়ে নাই, এই খানেই পড়িয়াছে, সে পত্র কোথায়; দাও আমাকে; সেই পত্রে তোমার সতীত্বের পরিচয় আছে; শীঘ্র বাহির করিয়া দাও। স্থানান্তরে আজ রাত্রে আমার বিশেষ প্রয়োজন, এখানে বিলম্ব করিতে পারিব না, শীঘ্র বাহির করিয়া দাও; কাহার হস্তাক্ষর, কাহার স্বাক্ষর, তাহা আমি দেখিব।"

রাজার অলক্ষিতে মাধুরী একটু কাঁপিয়া উঠিলেন; সবিস্ময়ে মনে করিলেন,"একি অদ্ভুত কথা! পত্র ইনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, পাঠ করেন নাই, কাহার হস্তাক্ষর, কাহার স্বাক্ষর, তাহা এখন দর্শন করিবার ইচ্ছা হইল, তাৎপর্য্য কি?" মনোমধ্যে মাধুরী এইরূপ আন্দোলন করিতেছেন, অধীর হইয়া উত্তেজিত স্বরে রাজা কহিলেন, "শীঘ্র বাহির কর, গোপন করিলে গোপন থাকিবে না, অনুমানে আমি অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছি, কোন লোকের লেখা প্রেম-পত্রিকা। গোপনে তুমি ঐ সকল কাণ্ড কর,—বাহিরে সতীত্ব জানাও, এইবারে পরীক্ষা দিতে—"

মাধুরীর চক্ষে জল আসিল। রাজার শেষ কথা শ্রবণ করিবার অগ্রেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া কম্পিত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "তোমাকে দেখাইব বলিয়াই সে পত্র আমি রাখিয়াছি, শত্রু-পক্ষের প্রতারণা; সাক্ষী আমার পরমেশ্বর, সাক্ষী আমার সংসারগুরু তুমি, পতিদেব; কি সূত্রে কোথা হইতে কাহার দ্বারা সে পত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, কিছুই আমি জানি না; তুমি ফেলিয়া গিয়াছিলে, আমি রাখিয়া দিয়াছি, অবশ্যই তোমাকে দেখাইব।"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া গর্জ্জন করিয়া রাজা কহিলেন, "হাঁ—হাঁ—হাঁ! অবশ্যই দেখাইবে। এখনি দেখাও! চাতুরী বেশীদিন ঢাকা থাকে না, প্রকাশ হইবার সময় আসিয়াছে! বেশ বুঝিয়াছি। লোকে যাহা বলিত, তাহাই ঠিক। পরপুরুষের সহিত তোমার প্রেম-পত্র লেখালেখি চলে;—উঃ! আর বলিতে পারি না,—শীঘ্র দেখাও,—শীঘ্র বাহির কর!"

মাধুরী তথাপি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। বিরক্ত হইয়া

গৃহ হইতে বাহির হইবার উপক্রমে দ্বারদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া, সক্রোধে রাজা বলিতে লাগিলেন, "আচ্ছা—আচ্ছা—আচ্ছা! থাক্—থাক্—থাক্! ধূর্ত্তের চাতুরী বড়! সমস্তই আমি বাহির করিব!"

বলিতে বলিতে রাজা দ্রুত চলিয়া যান, অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার দুইখানি হস্ত ধারণ-পূর্ব্বক মিনতি বচনে মাধুরী কহিলেন, "ক্ষমা কর ক্ষমা কর, এমন করিয়া চলিয়া যাইও না; চরণে ধরি, দাসীর প্রতি কৃপা করিয়া গৃহে থাক, ক্ষণকাল স্থির হইয়া আমার দুই একটী কথা শ্রবণ কর;—তোমার পাদপদ্ম ব্যতীত কিছুই আমি জানি না। পত্রখানার প্রতি আমার সন্দেহ জন্মিয়াছে! আমি ———"

"তোমার সন্দেহের মুণ্ডপাত করিতেছি!" সগর্জ্জনে এই কথা বলিয়া, জোরে মাধুরীর হাত ছাড়াইয়া, আপনা আপনি কত কি বকিতে বকিতে রাজাবাহাদুর দ্রুতগতি উপর হইতে নামিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলেন; দুইহস্তে নয়ন আবরণ করিয়া মাধুরী কাঁদিতে লাগিলেন।

দশদিন গত হইল। এ দশ দিন রাজা আর একবারও গৃহে আসিলেন না। বাহিরে বাহিরে কত কাণ্ড হইতে লাগিল, কত লোকে কত কথা বলাবলি করিতে লাগিল, সকল কথা মাধুরীর কর্ণে আসিল না। একদিন মাধুরী শুনিলেন, পাটনা হইতে একটা নাককাটা মৃতদেহ বশলূমীরে চালান হইয়া আসিয়াছিল, পাটনার কোতোয়ালীর লোকের সঙ্গে সেখানকার পাঁচ ছয়জন লোকও আসিয়াছিল, পাটনায় সাক্ষী অভাবে দেহ সনাক্ত হয় নাই, এখানে অনেক লোকে চিনিয়াছে, দুরারী

সাধুর মৃতদেহ। সনাক্ত হইবার সময় রাজা শূরানন্দবাহাদুর একদিন সেইখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি চলিয়া আসিবার পর একটা কথা প্রচার হয় ও পাটনা হইতে যে কয়েকজন লোক শবের সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে দুইজন বলিয়াছে, ঐ যে দীর্ঘাকার লোকটী শব দর্শন করিয়া চলিয়া গেল, ঐ চেহারার একটী লোককে দুইদিন তাহারা পাটনায় দেখিয়াছিল। যে রাত্রে খুন হয়, তাহার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালেও সেই লোক গঙ্গাতীরে বেড়াইতেছিল, ইহাও তাহারা দেখিয়াছে। জনরব সূত্রে মাধুরী ঐ কথা শুনিলেন, আরও শুনিলেন—সেই দিন হইতে রাজা শূরানন্দকে কেহ আর যশলক্ষ্মীরে দেখিতে পাইতেছে না।

দুরারী সাধুর মৃতদেহ। পাটনার গঙ্গাতীরে দুরারী সাধু খুন হইয়াছে, কাহার দ্বারা খুন, তাহা নির্নীত না হওয়াতে দুই সহস্র মুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া খুনী আসামীর গ্রেপ্তার অথবা অনুসন্ধানের জন্য হুজুর হইতে ইস্তাহার জারী হইয়াছে। দুরারী সাধু কেমন লোক ছিল, তাহার কেহ শত্রু ছিল কি না, খুনের তদন্তকারীরা এসব কথাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কিরূপ উত্তর পাইয়াছে, বাহিরে তাহা অপ্রকাশ।

একদিন অপরাহ্নে মাধুরী বিষণ্ণ বদনে আপন পুষ্পোদ্যানে একটী পাষাণ বেদিকার উপর বসিয়া আছেন, মনে কত প্রকার চিন্তা আসিতেছে—যাইতেছে, সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পরিতেছেন, সে দিকেও মাধুরীর দৃষ্টি নাই, এত অন্য মনস্ক। অকস্মাৎ নিঃশব্দে একটী মূর্ত্তি আসিয়া বেদীর পার্শ্ব দেশে দাঁড়াইল। মাধুরীর বাম করতলে বাম-গণ্ড বিন্যস্ত, নয়ন অর্দ্ধ-

নিমীলিত ; মূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়াইল, মাধুরী তাহা দেখিতে পাই-লেন না, সে কথা বলাই বাহুল্য।

নারী মূর্ত্তি। মাধুরী চিন্তায় নিমগ্না, উদ্যানের একটী বিহঙ্গের রবও তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে কিনা সন্দেহ ; সহসা পার্শ্ব-দেশ হইতে সুকোমল নারী কণ্ঠে প্রশ্ন হইল, "কোন্ চিন্তায় নিমগ্না আছ দেবি ?"

চমকিয়া পতিব্রতা চাহিয়া দেখিলেন, মন্দুরা! দেখিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইয়াই কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "বাইজি! তুমি এখানে কখন আসিয়াছ ? কি মনে করিয়া আসিয়াছ ? পুষ্পকুঞ্জে আমি আছি, এ কথাই বা তোমাকে কে বলিয়া দিল ?"

মন্দুরা উত্তর করিল, "তিনটী প্রশ্নের উত্তর এক সঙ্গে আমি দিতে পারিব না, দিবার প্রয়োজনও রাখি না, প্রথম প্রশ্নের উত্তর—প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল।"

মন্দুরার মুখের দিকে চাহিয়া মাধুরী দ্বিতীয় বার সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাইজি! তোমার মুখ খানি এমন মলিন দেখিতেছি কেন ?"

মন্দুরা। তোমার ঐ চন্দ্র মুখ খানি এমন মলিন কেন ?

মাধুরী। প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন করা এক প্রকার রহস্য ; এখন আমার রহস্য শ্রবণের সময় নয় ; আসিয়াছ, উপবেশন কর, আমাকে যদি কিছু বলিবার থাকে, স্পষ্ট করিয়া বল।

মন্দুরা। (উপবেশন করিয়া) বলিবার অনেক ছিল, সময় ফুরাইয়া গিয়াছে, এখন এই অভাগিনীর একটী অশুভ বার্ত্তা—

মাধুরী। (শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়াই) হা জগদীশ! আবার অশুভ বার্ত্তা! মন্দুরা! ভাগ্য দোষে আজ কাল আমাকে অশুভ

বার্ত্তায় ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, তাহার উপর আরও অশুভ আছে, আমি জানিতাম না; তুমি আবার অকস্মাৎ কি সমাচার আনিয়াছ?

মন্দুরা। (নিশ্বাস ফেলিয়া) চিত্ত দৃঢ় কর, সমাচার শুনিয়া অধীরা হইও না।

মাধুরী। চিত্তের শিথিলতা আমি পরিহার করিয়াছি। যাহা বলিতে হয়, স্বচ্ছন্দে বল, সুস্থির হইয়াই শুনিব।

মন্দুরা। (পুনরায় নিশ্বাস ফেলিয়া) তোমার উপর তোমার রাজাবাহাদুরের সন্দেহ!

মাধুরী। হাঁ, কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছি। অদৃষ্ট আমার!

মন্দুরা। তোমার অদৃষ্টে কোন দোষ নাই। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কেহই তোমার চরিত্রের বিন্দুমাত্র সন্দেহ করে না, করিতে পারে না; বেশী কথা কি বলিব, আমরা কলঙ্কিনী, আমরাও মনে মনে তোমাকে পূজা করি; সতী লক্ষ্মীর পবিত্রতা ভাবে যাহারা কলঙ্ক কল্পনা করে, তাহারা মহাপাপী! কুল কলঙ্কিনী হইয়াও আমরা তোমার নির্ম্মল চরিত্রে সন্দেহ করিতে ভয় পাই।

মাধুরী। সন্দেহের কারণ কিছু বুঝিতে পারিয়াছ?

মন্দুরা। কিছু কিছু বুঝিতাম, এখন আরও কিছু স্পষ্ট বুঝিতেছি। ইতি মধ্যে তুমি পাটনায় গিয়াছিলে?

মাধুরী। গিয়াছিলাম। তাহাতে কি?

মন্দুরা। পাটনায় গঙ্গাতীরে একটা খুন হইয়াছে!

মাধুরী। (সজল নয়নে) আহা! সেই খুনের জন্য—সেই খুনের তদারকের জন্য এখানে সেখানে হুলস্থুল পড়িয়াছে।

মন্দুরা। যে লোকটী খুন হইয়াছে, তাহার নাম দুরারী লাল।

মাধুরী। আহা! সেই দুরারীকে আমি সহোদর তুল্য ভাল বাসিতাম।

মন্দুরা। জানি তা, তোমার ক্রূরমতি পতি কিন্তু সেই ভালবাসাকে বিপরীত ভাবিয়াছিলেন!

মাধুরী। না, না, তাঁহাকে তুমি ক্রূরমতি বলিও না; পতি-নিন্দা আমি শুনিব না। তিনি এখন কোথায়?

মন্দুরা। যশল্মীরে নাই।

মাধুরী। সব শুনিয়াছি; কোথায় গিয়াছেন, তাহা কি তুমি জানিতে পারিয়াছ?

মন্দুরা। পাটনায় গিয়াছিলেন।

মাধুরী। এখনও কি পাটনায়?

মন্দুরা। সে কথা আমি বলিতে পারি না। তুমি যখন পাটনায় ছিলে, সেই সময় গিয়াছিলেন।

মাধুরী। পাটনা হইতে ঠিকানা লিখিয়া তাঁহার নামে আমি পত্র পাঠাইয়াছিলাম, তিনি সেখানে যাইবেন, এমন আশাও আমার ছিল; তুমি বলিতেছ গিয়াছিলেন, আমার সঙ্গে কিন্তু সাক্ষাৎ করেন নাই।

মন্দুরা। সাক্ষাৎ না করিবারই কথা। তুমি এখান হইতে যাইবার পর এক রাত্রে রাজা আমাকে বলেন, "মাধুরী পলাইয়া গিয়াছে; দুষ্ট দুরারীকে গোপনে গোপনে ভাল বাসিত, দুরারীর সঙ্গে পলায়ন করিয়াছে; আচ্ছা, আমি দেখিব,—উভয়কেই দেখিব;—প্রতিশোধ—লইব!"

মাধুরী। (শিহরিয়া উঠিয়া) মন্দুরা? আর বলিও না,—আর আমি শুনিতে পারিব না। আমার অন্তরাত্মা কম্পিত হইতেছে! তুমি ভাই, আজ আমাকে ক্ষমা কর। যাহা কিছু শুনিতে বাকি রহিল, যদি বাঁচি, আর এক দিন শুনিব।

মন্দুরা। বাকী এখন অনেক রহিল। যে রাত্রে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেই রাত্রেই আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, যাহাকে তুমি পতিত্বে বরণ করিয়াছ, অপরে তাহাকে ঘোড়ার ঘাস কাটিতেও নিযুক্ত করে না! কেমন, সে কথা তোমার মনে আছে?

মাধুরী। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) মনে আমার সব ছিল, এখন কিন্তু মন আমার আমাতে নাই, তুমি ক্ষমা কর, আমি এখন গৃহে চলিলাম, কিছু মনে করিও না, দোষ ভাবিও না, তুমিও আজ বিদায় হও, আর এক দিন আমি তোমাকে সংবাদ দিব।

দ্রুতপদে মাধুরী পুষ্পোদ্যান হইতে বাহির হইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, বিমর্ষ বদনে কত কি ভাবিতে ভাবিতে মন্দুরাও গৃহাভি-মুখে চলিল। সন্ধ্যা হইল।

আপন শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া মাধুরী সর্ব্বপ্রথমে অলোকাকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, "অলোকা! আমার অসুখ হইয়াছে, রাত্রে কিছু আহার করিব না, কেহ যদি কোন প্রয়োজনে আমার সহিত দেখা করিতে আইসে, প্রভাতে আসিতে বলিও, শ্রীলোচনকেও এই কথা বলিয়া রাখিও, শীঘ্রই আমি শয়ন করিব, তুমিও আজ রাত্রে আমাকে ডাকিও না, গৃহ মধ্যেও আসিও না।"

কথার ভাব ভালরূপে বুঝিতে না পারিলেও অলোকা সেই গৃহ হইতে বাহির হইল।

রাত্রি একপ্রহর—মাধুরী শয়ন করেন নাই,দেওয়ালে তিনহস্ত দীর্ঘ দুই হস্ত প্রশস্ত বৃহৎ একখানি দর্পণ ছিল, সেই দর্পণের সম্মুখে একখানি কৌচ পাতা! দর্পণের দিকে মুখ রাখিয়া, পা দুলাইয়া সেই কৌচের উপর বসিয়া বিস্ফারিত নয়নে আপন রূপের ছায়া দর্শন করিতেছেন; দর্পণে দর্পণাধিকারিণীর পূর্ণাবয়বের পুর্ণ প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, বদন ম্লান!

প্রতিবিম্বকে সম্বোধন করিয়া মাধুরী বলিতেছেন,"মাধুরী! তুই কি করিতেছিস্? আহা! মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, চক্ষে জল পড়িতেছে, কপালের চুলগুলি শুষ্ক খুষ্ক হইয়া রহিয়াছে, কি ভাবিতেছিস্? কিসের জন্য কাঁদিতেছিস্? বোকা মেয়ে! কাঁদলে আর কি হইবে? কলঙ্ক?—মাধুরি! তোর নামে কলঙ্ক রটিয়াছে?

ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া, পতিত্বে বরণ করিয়া এতদিন যাঁহার পূজা করিতেছিলি, তোর সেই পতি দেবতা তোর উপর সন্দেহ করিতেছেন, তোর নামে কলঙ্ক রটাইতেছেন, সেই জন্যই কি কাঁদিতেছিস্? হাবা মেয়ে! সেজন্য কি কাঁদিতে হয়? সেজন্য কি ভাবিতে হয়? একটা চলিত কথা আছে—এদেশে নারী পরম্পরায় সকলেই বলে, রাত্রিকালে দর্পণে মুখ দেখিলে কলঙ্ক হয়; এই রাত্রিকালে তুই এখানে একাকিনী বসিয়া দর্পণে মুখ দেখিতেছিস্; মাধুরি! এই অপরাধে সত্যই কি তোরে কলঙ্ক স্পর্শিবে? মিথ্যা কথা। এটাও যেমন মিথ্যা কথা, বাহিরে তোর নামে যদি কেহ কলঙ্ক রটায়, সেটাও সেইরূপ মিথ্যা কলঙ্ক। মাধুরি! মিথ্যা কলঙ্কে ভয় কি?"

সহসা পশ্চাৎ হইতে কে বলিয়া উঠিল,—"কলঙ্কে ভয় না থাকিতে পারে—কিন্তু শমনকে ভয় আছে, বোধ হয়!"

মাধুরী শিহরিয়া উঠিয়া পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিলেন; সভয়ে দেখিলেন—নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে তাঁহার স্বামী রাজা শূরানন্দ দণ্ডায়মান! তাঁহার মূর্ত্তি আজ অতি ভয়ঙ্কর! রক্তবর্ণ চক্ষু দুটী অগ্নি-গোলকের ন্যায় জ্বলিতেছে! মুখভঙ্গী বীভৎস,—জিঘাংসার সুস্পষ্ট ছায়া তাহাতে প্রতিফলিত! মাধুরীর অঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল! মাধুরী কৌচ হইতে উঠিবার চেষ্টা করিবামাত্র গর্জ্জন করিয়া শূরানন্দ বলিলেন,—"খবরদার! চুপ করিয়া বসিয়া থাক! আজ তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের দিন! এই তরবারি তোমার উপপতি দুলারীর হৃদয়-শোণিত পান করিয়াছে,—আজ আবার তোমার শোণিত পানে পরিতৃপ্ত হইবে,—আমিও তৃপ্তিলাভ করিব!"

মাধুরীর সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল,—প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল,—চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"য়্যা—য়্যা—তুমি কি বলিতেছ! তুমিই দুরারীকে খুন করিয়াছ? নরহত্যা করিয়াছ? উঃ—উঃ—উঃ—একথাও আম্যকে শুনিতে হইল!"

পৈশাচিক অট্টহাস্যে কক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া শূরানন্দ বলিলেন,—"হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ,—আমি—আমিই তোমার দুরারীকে—তোমার প্রাণের দুরারীকে খুন করিয়াছি; তাহাকে স্বহস্তে খুন করিয়া আমি বড় খুসী হইয়াছি! আমার বুকের জ্বালা মিটাইয়াছি!—এবার আমি সর্ব্বতোভাবে সুখী হইব—তোমাকে খুন করিয়া!"

মাধুরী উদ্বেলিত হৃদয়ে—কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,—"কর—কর,

তাই কর,—আমাকে খুন করিলে তুমি যদি সুখী হও, তাই করো! আমি কোনও আপত্তি করিব না—কিছুমাত্র বাধা দিব না,—আমাকে খুন করো! তুমি যদি যথার্থই সুখী হও, আমাকে খুন করো,—কিন্তু মনে রাখিও আমি কলঙ্কিনী নই;—মুরারীকে আমার ভ্রাতার মত—"

মাধুরীকে আর কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া—পিশাচের ন্যায় শূরানন্দ বলিয়া উঠিলেন,—"মিথ্যা কথা,—মুরারীকে তুই উপপতির মত—ভালবাসিয়াছিলি—তাহাকে তোর মনপ্রাণ—সর্ব্বস্ব দিয়াছিলি! তার শাস্তি এই—"

শূরানন্দ হস্তের তরবারি সবেগে মাধুরীর বক্ষদেশে বিদ্ধ করিয়া দিলেন! মাধুরী চীৎকার করিলেন না—আর্ত্তনাদ করিলেন না,—নীরবে আঘাত সহ্য করিলেন, কেবল ক্ষীণ স্বরে বলিলেন,—"স্বামী—দেবতা আমার—বিদায়!"

মাধুরীর বক্ষ বিদ্ধ করিয়াও পিশাচ-প্রকৃতি শূরানন্দের তৃপ্তি হইল না,—তরবারি সবলে টানিয়া লইয়া—মাধুরীর কমনীয় অঙ্গের উপর উপর্য্যুপরি আঘাত করিতে লাগিলেন!

মাধুরীর দেহযষ্টি কৌচের উপরে ও নিম্নে কক্ষতলে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বিক্ষিপ্ত হইল! পুণ্যবতী সতীর প্রাণপক্ষী নির্ম্মম নিষ্ঠুর পতির তীক্ষ্ণ অস্ত্রে নির্জ্জীত হইয়া—জীর্ণ দেহ-পিঞ্জর ত্যাগ করিয়া—স্বার্থময় সংসার-গণ্ডী অতিক্রম করিয়া—কোন্ এক অজানা রাজ্যে চলিয়া গেল! পড়িয়া রহিল—কেবল সেই কমনীয় বপু! সেই পবিত্র দেহযষ্টি! সেই সরলতামাখা নিষ্কলঙ্ক বদন! সেই মোহিনী প্রতিমা!—সেই পতিব্রতা চিত্রকরীর কলঙ্কশূন্য পবিত্র স্মৃত!!

পতিব্রতা সতীকে হত্যা করিয়া শূরানন্দ ভৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই! হত্যার পর—নেশা ছুটিয়া যাইবার পর—প্রকৃতিস্থ হইয়া—সেই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া—নিজের অনুষ্ঠিত কার্য্য দেখিয়া—ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ করিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন! মূর্চ্ছাভঙ্গের পর তিনি দেখিলেন,—তিনি কারাগারে বন্দী! যথাসময়ে রাজ-দরবারে শূরানন্দের বিচার হইল; কিন্তু শূরানন্দ তখন ঘোর উন্মাদ! সেই উন্মত্ত অবস্থাতেই তিনি সকল কথা স্বীকার করিলেন! রাজাদেশে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত উন্মাদাগারে চিকিৎসার্থ প্রেরিত হইলেন। সেখানে শূরানন্দ দিবারাত্র "আমার মাধুবী সতী, আমার মাধুবী [illegible]" বলিয়া চীৎকার করিতেন! অন্ন জল স্পর্শ করিতেন না, [illegible] সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন না।—এই ভাবে কয়েকদিন অতিবাহিত হইল। অবশেষে একদিন প্রাতে সকলে দেখিল—শূরানন্দ উদ্বন্ধনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এইভাবেই তাঁহার ভবলীলা সাঙ্গ হইল!

সম্পূর্ণ